উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৪৯৮.১৪ (-১২৩৬.১১)

নিফটি : ২৫,৪৫৪.৩৫ (-৩৬৫.০০)

ইআরও, এইআরও-দের দোষারোপ সিইও'র ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন

পাঠ্যক্রমের বাইরের প্রশ্ন অঙ্ক পরীক্ষায় ৫

খয়রাতির রাজনীতিতে ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত সতর্কবার্তা পার্টিগুলিকে ৭

শিলিগুড়ি ৭ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 20 February 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 272

তারা সুন্দরী

গার্গী রায়চৌধুরী, নামটাই যথেষ্ট

কিন্তু এবার তিনি যে রূপে আসছেন, তা আগে কখনও দেখেননি

উত্তরের খোঁজে

মহম্মদ দীপক রাগেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পুনর্জন্ম

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

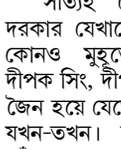

তীব্র উত্তেজনার মধ্যে দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়ে চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন, 'আমার নাম মহম্মদ দীপক।'

ওই সংলাপটি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরকালের জন্য থেকে গেল ধরে নিন।

গান্ধির কিছু সংলাপের মতো। নেহরু বা আবুল কালামের কিছু সংলাপের মতো। ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষতার মালা পরিয়ে রেখে দেওয়ার জন্য যাঁরা আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

আমার নাম মহম্মদ দীপক- ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ভারত বেঁচে থাকলে এই সংলাপটিও কুর্নিশ পাবে চিরকাল। সন্ধেবেলা দীপক রাগ তো জ্বালিয়ে দেয় প্রদীপের শিখা। তৈরি করে তীব্র উত্তাপ। এই দীপকের একটি কথা তৈরি করে যায় শান্তির রাগ। যা পুনর্জন্ম দেয় ধর্মনিরপেক্ষতা নামক শব্দকে।

উত্তরাখণ্ডের কোটদ্বারের একটি জিম ইনস্ট্রাক্টর দীপক কুমার। সেখানে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম দোকানদারদের উপর অযথা হামলা করছে দেখে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দীপক। ততক্ষণে তাঁর জিমের ১৫০ জন ঝামেলা দেখে পালিয়েছে। কে তুই এত দরদ দেখাচ্ছিস মুসলিমদের ওপর? হামলাকারীরা দীপক কুমারের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে বৃদ্ধকে বাঁচাতে দীপক বলেছিলেন, আমার নাম মহম্মদ দীপক। স্বচ্ছন্দে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সত্যিই তো, এই ভারতই দরকার যেখানে দীপক কুমার যে কোনও মুহূর্তে মহম্মদ দীপক, দীপক সিং, দীপক গোমস বা দীপক জৈন হয়ে যেতে পারেন অনায়াসে। যখন-তখন। নিজের ইচ্ছেমতো। পাঁচজনের মধ্যে আর ফারাক থাকবে না সেই আদর্শ ভারতে।

সে তো হয় না আর। এখন দীপক কুমাররা মহম্মদ দীপক হয়ে ওঠেন কালেভদ্রে। দীপককে সমর্থন করে অজস্র মানুষ যখন লেখেন, উই আর অল মহম্মদ দীপক, সেটা শুধু দীপকের জয় থাকে না। হয়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জয়। যে ভারত হারিয়ে যেতে বসেছে ঘৃণার আলখাল্লা পরা মানুষের জন্য। ধর্মের চশমা পরা মানুষের জন্য।

নির্বাচন যখন দরজায় কড়া নাড়ছে ঘনঘন, তখন এই বাংলাতেও মহম্মদ দীপকদের উপস্থিতি দরকার। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালনরা আকাশের মাঝে দাঁড়িয়ে খুশি হবেন এসব দেখলে।

দীপকদের মতো স্বর্গীয় মুখ আমাদের দেশে এসেছে বারবার। তবু তাঁদের ভুলে গিয়েছি আমরা। ভোলা তো উচিত নয়।

গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীকে মনে পড়ছে আবার। ১৯৩১ সাল। কানপুরে ভয়ংকর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলছে তখন। সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গণেশ জীবন

এরপর দশের পাতায়

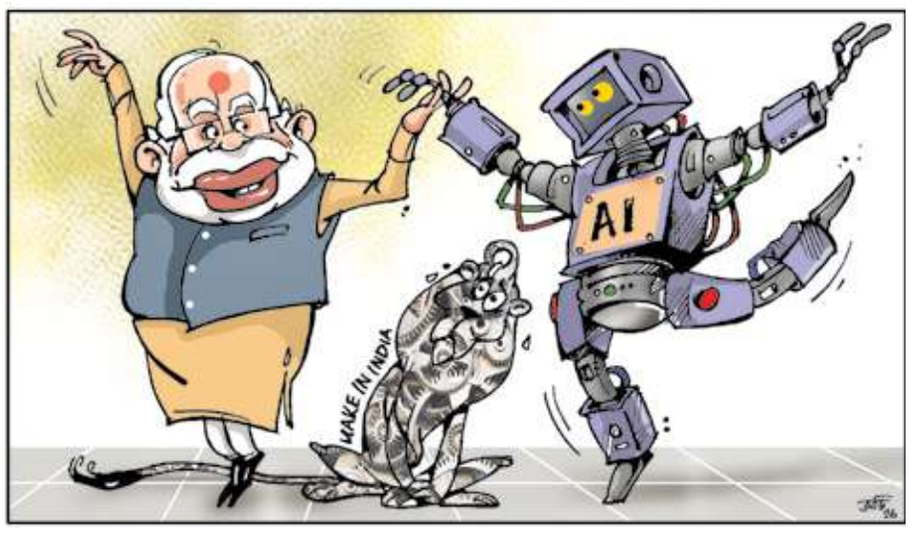

হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়ে রোগীর ভিড়

সংক্রামিত পরীক্ষার্থী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এবার এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর শরীরে হেপাটাইটিসের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা দেখে হাসপাতালে এনে রক্তের নমুনা নেওয়া হয়েছিল। এদিনই সেই নমুনার লিভার ফাংশন টেস্ট (এলএফটি) থেকে শুরু করে অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর এলএফটি রিপোর্ট খারাপ আসে। এসজিওটি, এসজিপিটির পরিমাণ মারাত্মক বেশি। তবে, ওই ছাত্রীকে এদিনই হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য পরিবারকে বলা হলেও তারা ভর্তি করায়নি। সম্ভবত শুক্রবার ছাত্রীটি ভর্তি হবে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায়ের বক্তব্য, 'ওই ছাত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তবে, এটা লিভারের সমস্যা। যে কোনও সময় শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। সেজন্য ওই ছাত্রীর ওপরে নজর রাখা হচ্ছে।'

গত কয়েকদিন ধরে রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি, ফাটাপুকুর, বেলাকোবা, সাহুডাঙ্গি, দক্ষিণ একতিয়াশাল এলাকার বাসিন্দাদের অনেকে চোখ সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ হলুদ হওয়া, বমি ভাব, শরীরে ব্যথা, জ্বর, অরুচির সমস্যায় ভুগছেন। প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে ভাইরাল জ্বর বলে মনে করা হলেও ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট এলাকাগুলি থেকে রোগীর সংখ্যা বাড়ায় স্বাস্থ্য দপ্তর নড়েচড়ে বসেছে। গত বছরের অগাস্ট মাসেই ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় লেপ্টোস্পাইরোসিস এবং হেপাটাইটিস সহ স্ক্রাব টাইফাসেও বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই কথা মাথায় রেখেই এবারও দ্রুত রক্ত পরীক্ষা এবং রোগীদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। গত সোমবার পানিকৌরির সন্দেহজনক চারজন রোগীর রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে সাত বছরের একটি শিশুও রয়েছে। চারটি নমুনারই হেপাটাইটিস-এ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। অর্থাৎ ওই রোগীদের লিভারে সংক্রমণ রয়েছে।

এরই মধ্যে ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে মগরাডাঙ্গি হাসপাতালে রোগীর ভিড়ও বাড়তে শুরু করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরও এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করছে। বৃহস্পতিবার সকালে পানিকৌরির এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর চোখ সহ পুরো শরীর হলুদ হওয়ার ঘটনা স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরে আসে। দ্রুত ওই ছাত্রীকে মগরাডাঙ্গি হাসপাতালে এনে রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। এরপর ছাত্রীটি পরীক্ষা দিতে চলে যায়। ওই নমুনা পরীক্ষায় শরীরে হেপাটাইটিস-এ'র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এলএফটি অনেকটাই বেশি রয়েছে। তবে, ওই ছাত্রীর শরীরে হেপাটাইটিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস সহ অন্য রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে শুক্রবার রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে পাঠানো হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, এদিন আক্রান্ত এলাকায় আরও বেশকিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

- সংক্রামিত ছাত্রীর লিভার ফাংশন টেস্টের রিপোর্ট খারাপ
- এসজিওটি, এসজিপিটি-র পরিমাণ মারাত্মক হলেও তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল
- তবে লিভারে সমস্যা থাকায় অবস্থার অবনতি হতে পারে যে কোনও সময়

চর দখল করে নির্মাণ, বালি চুরি চলছেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : খোদ পুরনিগমের এলাকায় মহানন্দা নদীর চর দখল করে বসতি গড়ে উঠেছে। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পোস্ট অফিস রোড ধরে মহানন্দা নদীর দিকে এগিয়ে গেলেই বাঁধের দু'পাশে দেদারে সরকারি জমি দখল এবং বাড়িঘর তৈরি নজরে পড়বে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই এখানে নতুন নতুন বাড়ি গড়ে উঠছে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের শোভা সুব্বার অবশ্য দাবি, 'নদীর চর দখল করে কোনও নির্মাণ হয়নি। প্রত্যেকেই বাঁধ থেকে দূরে ব্যক্তিগত জমিতেই বাড়ি তৈরি করেছেন।' যদিও বাস্তবের সঙ্গে কাউন্সিলারের বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, এখানে মহানন্দা নদী থেকে ট্র্যাক্টর ও ছোট গাড়িতে বালি তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও লক্ষ করা গিয়েছে। কাউন্সিলারের যুক্তি, 'ওটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। আমাদের এলাকায় কোনও বালি তোলা হয় না।' তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

শিলিগুড়িতে নদীর চর দখল করে বসতি বসানোতে সিদ্ধহস্ত শাসকদল। বাম আমলের রীতি ধরে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতে নদীর চর কার্যত 'হাত' হিসাবে বিক্রি হয়। অভিযোগ, শাসকদলের নেতা-নেত্রী, জমির দালাল মিলিতভাবে লক্ষ লক্ষ টাকায় এভাবে সরকারি জমি বিক্রি করেন। সম্প্রতি শিলিগুড়ি সংলগ্ন রাজগঞ্জ ব্লকের পোড়াঝাড় এলাকায় তিস্তা প্রকল্পের অধিগৃহীত জমিতে এমনই বেশকিছু অবৈধ নির্মাণ প্রশাসন ভেঙে দিয়েছে।

এবার খোদ পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর চর ও সংলগ্ন এলাকা দখল করে নির্মাণের ঘটনা সামনে এসেছে। শালুগাড়া থেকে পোস্ট অফিস রোড ধরে নদীর দিকে এগোলেই নজরে পড়বে নদীবাঁধের দু'পাশে প্রচুর

এরপর দশের পাতায়

বিধায়কের পারফরমেন্স শূন্য, তবুও

ক্ষোভে মুনাফা বিজেপির

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : 'দ্যাখ তো বাবা, কী ওষুধ লিখেছে।' ওষুধের দোকানে বিক্রেতার হাতে প্রেসক্রিপশন দিয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন বিলকিস বেওয়া। পরনে রংচটা শাড়ি, চটির ফিতের একটা অংশ ছিঁড়ে কোনওরকমে আটকে আছে। বয়স এবং অসুস্থতার ভারে খানিকটা বেঁকে গিয়েছেন। ভালো করে প্রেসক্রিপশন দেখে বিক্রেতা তরুণ বললেন, 'ইসিজি করতে বলেছে। পাঁচ রকমের রক্ত পরীক্ষাও করতে হবে। সব এখানে হবে না। শিলিগুড়ি যেতে হবে।' ভালো করে শুনতে না পেয়ে ধুলোমাখা পায়ে আরেকটু এগিয়ে যান বৃদ্ধা। তরুণ এবার একটু জোরে ফের তাঁকে কথাগুলো বলেন। শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বিলকিস। গজগজ করতে করতে বলেন, 'এই হাসপাতালে তো কিছুই হয় না। কত টাকা যে লাগবে কে জানে।' বিক্রেতা তরুণ পরামর্শ দেন, 'ভোট আছে। নেতার কাছে যান। ব্যবস্থা করে দেবে এখন।' শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন বৃদ্ধা, 'ভোট তো দিয়েই যাচ্ছি। এখনও খাবার জলের ব্যবস্থা করতে পারল না, আর চিকিৎসা...।'

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ফাঁসিদেওয়া

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার এলাকায় এলাকায় ঘুরে দিনভর ক্ষোভের এমন নানা কথা শোনা গেল। ভোটের মুখে যা রাজনীতির হালচাল বুঝিয়ে দেয়।

মহাভারতের সেই অমোঘ কুরুক্ষেত্রের মতো ফাঁসিদেওয়া আপাতত রাজনীতির এক জটিল ব্যূহ। তরাইয়ের চা বাগানের নিস্তব্ধ সবুজ আজ কথা বলছে না, গুমরে মরছে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। মেচির চরে চরে যে রাজনীতির পলি জমেছে, তা কেবল ক্ষমতার সমীকরণ নয়, বিশ্বাসঘাতকতা আর দহনের নতুন অধ্যায় লিখছে। যে মাটি একদা কাস্তে-হাতুড়ির লাল রঙে রঞ্জিত ছিল, সেখানে আজ গেরুয়া পতাকা আর ঘাসফুলের লড়াই এক অদ্ভুত মরীচিকা তৈরি করেছে। ফাঁসিদেওয়ার বাতাস ভারী হয়ে আছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষোভে, আর শাসকদলের অন্দরে বয়ে চলা চোরাস্রোতের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে।

তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এই জনপদে গত নির্বাচনে পদ্ম ফুটেছিল একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সাধারণ মানুষের কাছে এক বিস্মৃত অধ্যায়। জননেতা হওয়ার পরিবর্তে তিনি হয়ে উঠেছেন এক অদৃশ্য ছায়া। পাঁচ বছরের খতিয়ানে উন্নয়নের ঝুলি শূন্য, তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য এক গ্লাস পানীয় জলের প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারেননি তিনি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, এই চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিজেপির পালে হাওয়া দিচ্ছে এক অদ্ভুত নেতিবাচক সমীকরণ।

এরপর দশের পাতায়

ল্যাবে কাজের আড়ালেই জালিয়াতির ছক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শহরের একটি নার্সিংহোমে ল্যাবরেটরি সামলানোর আড়ালেই তৈরি হয়েছিল যাবতীয় পরিকল্পনা। দেবীডাঙ্গায় ভুয়ো প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনের ঘটনায় এমনই তথ্য সামনে আসছে। ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ওই ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টরদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া সঞ্জয় শর্মা, নবীনচন্দ্র বণিক ও কৌশিক গুহ শহরের একটি নার্সিংহোমে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। সেই নার্সিংহোম এবং অন্য নার্সিংহোমে প্লেসমেন্ট দেওয়ার কথা বলেই তাঁরা ভুয়ো ইনস্টিটিউশনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি পরবর্তীতে সঞ্জয় তার ছেলে শুভ্রজিৎকে প্রিন্সিপাল হিসেবে ওই ইনস্টিটিউশনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে এই চারজন সহ তাঁদের আরও এক সঙ্গী তথা ওই ইনস্টিটিউশনের আরও এক ডিরেক্টর অভিজিৎ সূত্রধর বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন। চলতি মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

প্রতারিত পড়ুয়াদের তরফে আইনজীবী বন্দনা রাই

স্বাস্থ্যশিক্ষায় দুর্নীতি

বলেন, 'নার্সিং ইনস্টিটিউশন চালানোর জন্য নার্সিং কাউন্সিলের অ্যাফিলিয়েশন লাগে। এখানে তো ওই সমস্ত কোনও অ্যাফিলিয়েশনস ব্যবহার করা হয়নি। পুরোপুরি পড়ুয়াদের বোকা বানানো হয়েছে। শালবাড়ির বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পরেই দেবীডাঙ্গার এই ইনস্টিটিউশনের পড়ুয়ারা বিষয়টি বুঝতে পারেন।' এদিন প্রতারিত পড়ুয়ারাও রাজ্য সরকারের কাছে

এরপর দশের পাতায়

আলুতে লগ্নি করে লোকসানের আশঙ্কা

ধূপগুড়িতে আলুর মরশুমে সার ও কীটনাশক মিলে প্রায় একশো কোটি টাকা বাকি দেন ব্যবসায়ীরা। বাজার মন্দা হওয়ায় চাষি, আড়তদার, ফড়ে, সার বিক্রেতা থেকে হিমঘর মালিক, সকলেই ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আলুর উদ্বৃত্ত ফলনে বড় ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা উত্তরবঙ্গের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে। শুধু চাষিরা নন, আড়তদার থেকে ফড়ে, সার বিক্রেতা থেকে হিমঘর মালিক, সকলেই লগ্নির কোটি কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। রপ্তানিতে ভাটার টানে ভালো ফলন সত্ত্বেও লোকসান গুনছেন প্রাক মরশুমি আলুচাষিরা। চাষের জন্যে নেওয়া নগদ বা বন্ধকি ঋণের টাকা, সার-বীজের দোকানে ধার ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে কৃষকদের পক্ষে। প্রাক মরশুমি আলুর এই হাল দেখে বড় বিপদের আশঙ্কায় থরহরিকম্প আলুচাষি থেকে ব্যবসায়ীরা।

আলুর ফলন তোলা হচ্ছে ধূপগুড়ির খেতে। -সংবাদচিত্র

আলু বিক্রি করে ঋণ মিটিয়ে লাভের টাকা ঘরে তোলার ভাবনা থাকে কৃষকদের। বাজারদর যদি তলানিতে ঠেকে তাহলে ঋণ ফেরাতে চরম বিপদে পড়েন চাষিরা। আবার বীজ, সারের টাকা তুলতেও নাজেহাল অবস্থা হয় ব্যবসায়ীদের। সেক্ষেত্রে বাজারদরে কৃষকদের আলু কিনে হিমঘরে রাখলেও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হয়।

মরশুমি আলু ওঠার মুখে দাঁড়িয়ে আপাতত চাপানউতোরে দিন কাটাচ্ছেন আলু চাষ ও কারবারের সঙ্গে যুক্ত সকলেই। ব্যবসায়ীদের তরফে পাওয়া তথ্য অনুসারে চলতি মরশুমের জন্যে পোখরাজ, জ্যোতি, হল্যান্ড প্রজাতি মিলিয়ে পঞ্জাব থেকে ধূপগুড়িতে আলুবীজ এসেছে ২৫০০ লরির বেশি। অসম সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সেই বীজ ছড়িয়ে পড়ার পরে স্থানীয় আড়তদারদের হাত ধরে স্থানীয় বাজারেও বিক্রি হয়েছে সেই বীজ। চিরাচরিত নিয়মে স্থায়ী বড় আড়তগুলো কৃষকদের ধারে বীজ দিয়েছে এবারেও। সাধারণত আলু তোলার মরশুমে বাইরে বিক্রি করে নগদে বা বীজ বিক্রেতা আড়তদারকেই আলু দিয়ে ঋণ শোধ করেন চাষিরা। এই কারবারিরাই জানাচ্ছেন মাঝারি থেকে বড় আড়তগুলো দশ কোটি বা তারও বেশি অঙ্কের বীজ বাকিতে দেন কৃষকদের।

এরপর দশের পাতায়

দলীয় ছাপহীনদের আবেদন সংঘে

পদ্মে প্রার্থীর দৌড়ে সমাজের বিশিষ্টরা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কেউ কলেজের অধ্যাপক, কেউ চিকিৎসক। কারও সুনাম উত্তরের মাটির গানে, কারও পরিচিতি দোতারাবাদক হিসেবে। কেউ যুক্ত স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রচারে বা লেখালেখিতে। কিন্তু কেউই সরাসরি কোনও দলের লোক বলে ছাপমারা নন। এরকমই বেশকিছু মানুষকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে প্রার্থী করতে চাইছে গেরুয়া শিবির।

ইতিমধ্যে এরকম বেশ কয়েকজনের জীবনপঞ্জি (বায়োডেটা) জমাও পড়েছে। জমা নিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংশ্লিষ্ট এলাকার দপ্তর। এঁদের একাংশের সঙ্গে আরএসএস-এর সম্পর্ক অনেকদিনের। যদিও আবেদনকারীরা এখনই প্রকাশ্যে এসব কথা বলতে চাইছেন না। সংঘের তরফেও তাঁদের আপাতত নীরব থাকতে বলা হয়েছে।

আবেদনকারীদের মধ্যে কোচবিহারের দুটি আসনে দুজন ভাওয়াইয়াশিল্পী, অন্য একটি আসনের জন্য এক অধ্যাপক আছেন। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে একজন অধ্যাপক ও একজন প্রাক্তন আমলার নাম উঠে আসছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও শিলিগুড়ি আসনে এক চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, এক শিক্ষাবিদ পদ্ম প্রতীকে প্রার্থীপদের দৌড়ে আছেন। তাঁদের একজন সংঘের উত্তরবঙ্গের দপ্তরে আবেদন করেছেন।

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া আসনে দুজন চিকিৎসকের নাম সংঘের বিবেচনায় আছে। উত্তরের আরও কিছু আসনে এমন আপাতভাবে রাজনৈতিক ছাপ মারা নন- এমন কয়েকজনের আবেদন জমা পড়েছে। সংঘের দপ্তরে আবেদন করেছেন- এমন একজন অধ্যাপকের বক্তব্য, 'সবুজ সংকেত পেয়ে আবেদন করেছি।' আরেকজন চিকিৎসকের কথায়, 'সংঘ মনে করলে প্রার্থী করবে। আমার কোনও সমস্যা নেই।'

■ সরাসরি কোনও দলের ছাপমারা নন এরকমই বেশকিছু মানুষকে আসন্ন নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে প্রার্থী করতে চাইছে পদ্ম শিবির

■ ইতিমধ্যে কয়েকজনের জীবনপঞ্জি জমা পড়েছে

■ জমা নিয়েছে আরএসএস-এর সংশ্লিষ্ট এলাকার দপ্তর

> **বিজেপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করে। তবে কোনও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত যে কেউ থাকতে পারেন।**
>
> **দীপক বর্মন** সহ সভাপতি, রাজ্য বিজেপি

রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি দীপক বর্মন অবশ্য সরাসরি এই খবর স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, 'বিজেপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করে। তবে কোনও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত যে কেউ থাকতে পারেন।' কিন্তু আরএসএস-এর উত্তরবঙ্গের এক কর্তার স্পষ্টকথা, 'সমাজের বিশিষ্টদের অনেকে ভোটে লড়াই করতে চেয়ে আবেদন জানাচ্ছেন। কেউ লিখিতভাবে, কেউ মৌখিকভাবে। কারও আবার যোগাযোগ রয়েছে সংঘের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে।'

স্বচ্ছ ভাবমূর্তির খোঁজে সংঘ এরকম বিশিষ্টদের প্রার্থী করতে ইচ্ছুক। এমনকি এখনকার বিজেপি বিধায়কদের অনেককে সরিয়ে এরকম ব্যক্তিত্বকে ভোটে প্রার্থী করার পরিকল্পনা চলছে সংঘের অন্দরে। যেমন, জলপাইগুড়ি জেলায় এখনকার বিজেপি বিধায়কদের প্রায় সবাইকে আর মনোনয়ন না দেওয়ার পক্ষপাতী পদ্ম শিবির।

তবে বিজেপিতে এই নিয়ে ক্ষোভ কম নয়। অতীতেও দেখা গিয়েছে, অরাজনৈতিক লোকদের টিকিট দিলে দলের একাংশের ক্ষোভ তৈরি হয়। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করে দল করছেন, তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। এবারও সেই সম্ভাবনা আছে। অনেকে দল ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিতে পারেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

'মিনি বার্ডিং স্পট' লাটাগুড়ি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এতদিন জঙ্গল সাফারি ও বন্যপ্রাণী দেখার জন্যই পর্যটকদের কাছে পরিচিত ছিল লাটাগুড়ি। তবে শীতের শেষলগ্নে নতুন এক আকর্ষণ ধরা দিয়েছে এই পর্যটনকেন্দ্রে। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুরে পরিযায়ী পাখির আগমনে এলাকাটি ধীরে ধীরে 'মিনি বার্ডিং স্পট' হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জেলা পরিষদের উদ্যোগে পুকুরটির সৌন্দর্যায়ন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং আগামীদিনেও আরও উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এই পাখিদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি আশার আলো দেখাচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মনে।

লাটাগুড়িতে এসে এতদিন পর্যটকরা হাতি, গন্ডার, বাইসন কিংবা হরিণ সহ নানা বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ পেতেন। কিন্তু পরিযায়ী পাখি দেখতে হলে তাঁদের ছুটতে হত কয়েক কিলোমিটার দূরের গজলডোবায়। এখন সেই ছবিতে বদল এসেছে। শীত বিদায় নেওয়ার মুখেও লাটাগুড়ির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় পুকুরেই দেখা মিলছে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির। ফলে পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হিসেবে উঠে আসছে এই জলাশয়।

লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত এই বড় পুকুরটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সংস্কারের দাবি ছিল স্থানীয়দের। বর্তমানে জেলা পরিষদের উদ্যোগে পুকুরটি অনেকটাই সাজানো হয়েছে। পুকুরের একপাশে ঘন জঙ্গল থাকায় প্রায়শই সেখানে হাতির আনাগোনাও ঘটে। নিরিবিলি পরিবেশের জন্য জলাশয়টি আগেই পর্যটকদের নজর কেড়েছিল, তবে গত বছর থেকে পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি এলাকাটিকে নতুন মাত্রা দিতে শুরু করেছে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'গত বছর থেকেই এই পুকুরে পরিযায়ী পাখি দেখা যাচ্ছে। আগে পানকৌড়ি বা মাছরাঙার মতো স্থানীয় পাখি দেখা যেত, কিন্তু এখন বাইরের পাখিও আসছে। এতে পর্যটকদের আগ্রহ অনেকটাই বাড়ছে।'

তবে পরিবেশপ্রেমীদের একাংশের মতে, পাখিদের আগমন যতটা আনন্দের, ততটাই দায়িত্বের বিষয়ও। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'পরিযায়ী পাখিরা আসছে এটা অবশ্যই ভালো খবর। কিন্তু তাদের দেখতে গিয়ে যদি অতিরিক্ত ভিড়, হইচই বা শব্দ দূষণ হয়, তাহলে পাখিরা বিরক্ত হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে। তাই পর্যটনের পাশাপাশি পাখিদের নিরাপত্তা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া দরকার।'

E-tenders are invited for :
a) 4 Post of GDA for Samthar Primary Health Centre (PHC) under Rambi RH (2nd call) (Last Date : 25-02-2026) within 09:00 AM.
b) Proposal for selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Fair Price Medicine Shops for drugs and medicines, consumables at Gorubathan BPHC, Kalimpong, GTA (4th Call) (Last Date : 25-02-2026) within 09:00 AM.
For details visit : **www.wbtenders.gov.in.**
The CMOH Office, Kalimpong, Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১২, তারিখ ১৭.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** তিন বছরের মেয়াদের জন্য মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুরে রানিং রুমে প্যাকেজ টাইপ, ডিআরএফ টাইপ এসি মেশিনগুলির বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২৬,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০২.২০২৬ তারিখ থেকে ১১.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ** ওয়েবসাইট - **www.ireps.gov.in** এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-329/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Rima Roy আমার পিতার 2002 ভোটার লিস্টে জলপাইগুড়ি 20. Part নম্বর 84 Sl No 635 তে Ashok Roy আছে এবং 2009 পিতার নাম Phagu Ray আছে গত 7/2/2026 তারিখএ J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Fagu Roy, Phagu Ray এবং Ashok Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন। (C/120294)

●

আমি Mamoni Roy আমার পিতার 2002 ভোটার লিস্টে জলপাইগুড়ি 20, Part No- 84 Sl no - 635 তে Ashok Roy আছে এবং 2009 পিতার নাম Phagu Ray আছে গত 7.02.2026 তারিখে J.M 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Fagu Roy, Phagu Ray এবং Ashok Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন। (C/120295)

●

আমি Sandip Kejariwal পিতা- বিষ্ণু প্রকাশ আগরওয়ালা ঠিকানা - দিনবাজার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম বঙ্গ। পিন কোড - ৭৩৫১০১. নোটারি পাবলিক Affidavit দ্বারা নতুন নাম Sandip Kejriwal নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - AL608466 Dated 19/02/2026 Sandip Kejariwal ও Sandip Kejriwal একই ব্যক্তি। (C/120297)

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
Mahish Bathan, Coochbehar
RECRUITMENT OF PGT MATHEMATICS
ELIGIBILITY CRITERIA :
● M.Sc. in Mathematics; B.Ed.
● Candidates must have proficiency in english speaking
Please send your resume at the latest by 28th February, 2026.
Email ID : binamohitmemorialschool@rediffmail.com

বর্ধিত বিছানা ক্ষমতার জন্যে অতিরিক্ত ফ্লোরের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৭-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. ৫২-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ নিউ কোচবিহারে-পুরোনো রানিং কক্ষ এবং সংযুক্ত ক্রু লবীর আনুষঙ্গিক কামকাজ সহিত নতুন রানিং কক্ষে চালকের জন্যে বর্ধিত বিছানা ক্ষমতার হেতু অতিরিক্ত ফ্লোরের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,১১,২১,৫৯২.৭২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,০৫,৬০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ১০-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেলওয়ে বাঁধ এবং সহযোগী গঠনসমূহের বিস্তৃত জিয়োটেকনিক্যাল অনুসন্ধান

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/জে-I/ইম্ফল/২০২৫-২৬/০১ তারিখঃ ৩০-১২-২০২৫। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-সি-৪-আইএমপি-জিটি-২৫-২৬-০১আর। কাজের নামঃ জিরিবাম-ইম্ফল নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্পের সিএইচ ১১৬.১০০ এবং ১২৪.৮৩০ কিলোমিটারের মধ্যে রেলওয়ে বাঁধ এবং সহযোগী গঠন সমূহের বিস্তৃত জিয়োটেকনিক্যাল অনুসন্ধান। টেন্ডার রাশি- ১,০০,০৪,৪৭৪.১০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০২-২০২৬ তারিখ থেকে ১৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা যাবেঃ ১৩-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/সিওএন-৪/ইম্ফল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ভাড়া

Rent for Godown 4200 Sq.ft. 2½ Mile Checkpost, Call 9434049894, 9851414992. (C/120745)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kaushik Sarkar পিতার নাম Late Gopal Chandra Sarkar গ্রাম- বিবেকানন্দপল্লী, পোঃ-কদমতলা, থানা-মাটিগাড়া জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম Kausik Sarkar এবং পিতার নাম Gopal Sarkar ভুল থাকার কারণে 06/02/2026 তারিখে ইসলামপুর ফার্স্ট ক্লাস JM কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা যথাক্রমে আমার নাম Kaushik Sarkar ও Kausik Sarkar এবং আমার পিতার নাম Gopal Chandra Sarkar ও Gopal Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে স্বীকৃত হল। (C/120773)

●

আমার দক্ষিন নাককাটি প্রাইমারী স্কুলের সার্টিফিকেটে নাম আছে Akbar Ali S/o- Hasmat Ali ও 8 নং নাটাবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে 2002 সালে ভোটার লিস্টে পার্ট নং- 183, ক্রমিক নং- 951, নাম আছে Akabbar Ali Sekh S/O- Hasmat Sekh, 18/2/2026 ইং তারিখ তুফানগঞ্জ প্রথম শ্রেণী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে সঠিক নাম Akbar Ali Sekh S/O- Hasmat Ali Sekh, আমি Akbar Ali Sekh, Akbar Ali ও Akabbar Ali Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, পিতা Hasmat Ali Sekh, Hasmat Ali ও Hasmat Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গ্রাম ও পো- ধাদিয়াল, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

●

জমির খতিয়ানে (No. 739, J.L. No. 153, মৌজা ভোগমারা) ভুল নাম থাকায় 7/8/2023 তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের অ্যাফিডেভিট জানাই আমি Ramani Barman এবং Pokan Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120464)

Recruitment Notice
The CMOH, Darjeeling invite applications vide memo no. 4842/DH&FWS/SLG/26 Dated 17-02-2026 to fill up the vacant posts under SMP area. For details please check **www.wbhealth.gov.in www.darjeeling.gov.in**
Sd/-
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & The Secretary, DH&FWS, Siliguri

কর্মখালি

ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের ভিতরে ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ এর জন্য ওষুধের কাজ জানা সেলসম্যান এবং ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) - 9830057488/ 9830559072. (C-120462)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে Kitchen Chimney and Domestic Water Purifier Install & Servicing করার জন্য Contractual basis স্থানীয় টেকনিসিয়ান প্রয়োজন। নিজস্ব বায়োডাটা শুধুমাত্র হোয়াটসএপ করুন-Mob: 9832363462.

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্মশংসা-পত্রে Suman Ch. Sarkar ও পিতার নাম Sunil Ch. Sarkar থাকায় গত ইং 17/2/26 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Suman Ch. Sarkar ও Suman Sarkar এবং আমার পিতা Sunil Ch. Sarkar ও Sunil Sarkar এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। মিলপাড়া, ওয়ার্ড নং-৩ ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Sri Paresh Roy পিতা Keltu Ram Roy ডাঙ্গাপাড়া উল্লাডাবরী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 26.12.25 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং7987] বলে Paresh Roy এবং Paresh Barman একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
MARDAANI 3
*ing : Rani Mukerji, Janki Bodiwala, Jisshu Sengupta & others.
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
নারী চরিত্র বেজায় জটিল — SHOW TIME 10.45 AM, 4.15 PM BENGALI (U/A)
O'Romeo — SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (A)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, গেমিং জোন, ওষুধের দোকান, সেলুন কিয়স্ক, মোবাইল অ্যাক্সেসরি-র কিয়স্ক এবং পুজা সামগ্রী-র কিয়স্ক -এর জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমআইএসসি-স্ট্যাটিক -২৬। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।

এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, এমএসএস- এমএলডিটি- এমএলডিটি-এমএসিএইচআর -৫৬-২৫-১, মালদা টাউন। (২) এএ/২, এমএসএস- এমএলডিটি- বিজিপি-এমএসিএইচআর -৩৪-২৫-১, ভাগলপুর। (৩) এবি/১, এমএসএস- এমএলডিটি- বিজিপি-জিজেড-৬৬-২৬-২, ভাগলপুর। (৪) এসি/১, এমএসএস- এমএলডিটি- এমজিআর-এমইডিএসটিএন-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের। (৫) এসি/২, এমএসএস- এমএলডিটি- বিইউপি-এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২, বারিয়ারপুর। (৬) এসি/২, এমএসএস- এমএলডিটি- এসবিজি-এমইডিএসটিএন-৩৮-২৫-১, সাহেবগঞ্জ। (৭) এডি/১, এমএসএস- এমএলডিটি- এসজিজি-এসএস -৩৬-২৫-১, সুলতানগঞ্জ। (৮) এডি/২, এমএসএস- এমএলডিটি- এলএলডিটি-এসএস -৫৫-২৫-১, মালদা টাউন। (৯) এই/১, এমএসএস- এমএলডিটি- বিজিপি-মোবস্টোর -৪৫-২৫-১, ভাগলপুর। (১০) এই/২, এমএসএস- এমএলডিটি-পিপিটি-মোবস্টোর -৫২-২৫-১, পীরপৈন্তী। (১১) এই/৩, এমএসএস- এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-মোবস্টোর -৫২-২৫-১, বড়হরওয়া। (১২) এএফ/১, এমএসএস- এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-পিএসকেএসকে-৩২-২৫-৩, বড়হরওয়া। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-333/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আন্দোলন

কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : হোমগার্ডের চাকরির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলনে বসল সারেন্ডার কেএলও অ্যান্ড লিংকম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। রবিবার কোচবিহার পুরসভার সামনে থাকা বীর চিলারায়ের মূর্তির সামনে সংগঠনের ৪০ জন সদস্য এই আন্দোলনে বসেছেন। সংগঠনের মুখপাত্র বিহারী কার্জি বলেন, 'আমাদের সংগঠনে ২০০ জন সদস্য রয়েছেন। ২০২১ সাল থেকে ইতিমধ্যে তিনবার আমাদের পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়েছে। পাশাপাশি থানাগুলিও আমাদের কাছ থেকে নমিনির কাগজপত্র নিয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও আমাদের বারবার ঘোরানো হচ্ছে। চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। সেজন্য আমরা আন্দোলনে বসলাম। চাকরি নিয়ে আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

Notice Inviting eBid
The Executive Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. eNIT No:- 84/KDI/2025-26, Memo No: 86/PS, Dated: 16.02.2026
Bid Proposal submission Start date : 16/02/2026 at 05.30 PM
Bid Proposal for submission Closing date : 23/02/2026 at 05.30 PM
Bid Opening for Technical evaluation date : 25/02/2026.
Sd/-
Executive Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

পানভেল-আলিপুরদুয়ার জংশন-পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) এর প্রবর্তন

নিম্নে উল্লেখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে রেল নং. ১১০৩১/১১০৩২ পানভেল-আলিপুরদুয়ার জংশন-পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) এর নিয়মিত সেবা আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

নিয়মিত সেবা

রেল নং ১১০৩১ — পানভেল- আলিপুরদুয়ার জংশন — ২৩-০২-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (সোমবার) — ফ্রীকুয়েন্সি - সাপ্তাহিক

রেল নং ১১০৩২ — আলিপুরদুয়ার জংশন-পানভেল — ২৬-০২-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরী হওয়া (বৃহস্পতিবার) — ফ্রীকুয়েন্সি - সাপ্তাহিক

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
সোমবার	—	১১.৫০	পানভেল	০৫.৩০	—	শনিবার
মঙ্গলবার	১৮.২৫	১৮.৩৫	পাটলিপুত্র জংশন	২০.৩০	২০.৪০	বৃহস্পতিবার
বুধবার	০৩.২০	০৩.৩০	কাটিহার	১২.৫০	১৩.০০	
	০৫.০৩	০৫.০৫	কিশনগঞ্জ	১০.০০	১০.০২	
	০৭.১৩	০৭.১৫	শিলিগুড়ি জংশন	০৮.১০	০৮.১২	
	১৩.৫০	—	আলিপুরদুয়ার জংশন	—	০৪.৪৫	

গঠনঃ অমৃত ভারত রেক (স্লীপার শ্রেণী- (আটটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী- (এগারোটি), এসএলআরডি-(দুটি) এবং পেন্ট্রি কার-(একটি) = ২২ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: কল্যাণ, ইগতপুরী, নাসিক রোড, জলগাঁও জং., ভুসাওয়াল জং., ইটারসী, পিপরিয়া, জবলপুর, কাটনী, সাতনা, মানিকপুর, বরগড়, প্রয়াগরাজ চিউকী, মেজা রোড, মির্জাপুর, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং., বক্সার, আরা, দানাপুর, সোনপুর, হাজীপুর জং., মুজফ্ফরপুর জং., সমস্তিপুর জং., হাসানপুর রোড, খগড়িয়া জং., মানসি জং., নবগছিয়া, বারসোই জংশন, আলুয়াবাড়ি রোড জং., নিউ জলপাইগুড়ি জং., শিলিগুড়ি জং., বিন্নাগুড়ি এবং হাসিমারা।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

TENDER NOTICE
The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-tenders on Online mode as per given NIT under AMRUT (PH-II). The tender details as given below:
WBMAD/JAL/AMRUT/e NIT-5/2025-26(Tender ID:2026_MAD_1009904 _1 to 9
Bid Submission End Date:-27.02.2026 At 05:00 PM Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Jalpaiguri Municipality

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 42(2025-26) Memo No-173/PS, & eNIT No.- 43(2025-26) Memo No-192/PS of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 02.03.2026. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://tenders.wb.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg. P.S

বিজ্ঞপ্তি

নং সি/৪০৭/এপি/হল্ট/এমওএনজে (ই-ফাইল নং. ১৮৮২২৮)
তারিখ ঃ ১৩-০২-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মংলাঝোরা হল্ট (এমওএনজে) হল্ট স্টেশনে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য কমিশন ভিত্তিতে টিকিট বিক্রির জন্য চুক্তি প্রদান।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩, "ভারতের রাষ্ট্রপতি" -এর তরফে, ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য কমিশন ভিত্তিতে মংলাঝোরা হল্ট স্টেশনের জন্য টিকিট বিক্রির চুক্তি প্রদানের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে সিল করা আবেদনপত্র আহ্বান করেছেন। অংশগ্রহণের জন্য যেকোনো যোগ্য আগ্রহী ব্যক্তি ২৩-০২-২০২৬ থেকে ১৬-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত শনিবার, রবিবার এবং ছুটির দিন ব্যতীত, যেকোনো কর্ম দিবসে ১০:০০ টা থেকে ১৭:৩০ টা পর্যন্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), আলিপুরদুয়ার জংশনের অফিস থেকে বিনামূল্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। মংলাঝোরা হল্ট স্টেশনের জন্য আবেদনপত্রগুলি সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চেম্বারে রাখা আবেদনপত্রের বাক্সে জমা দিতে হবে। সিল করা খামের উপরে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন -কে উদ্দেশ্য করা আবেদনপত্রগুলি ১৮-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং **খোলা হবে** ১৮-০৩-২০২৬ তারিখে ১৬:০০ টায়।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩ -এর উদ্দেশ্য করে যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি সিল করে এবং সিল করা কভারটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন (পশ্চিমবঙ্গ), পিন: ৭৩৬১২৩ -এর চেম্বারে রাখা আবেদনপত্রের বাক্সে ২৬-০২-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টা থেকে ১৮-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত, শনিবার, রবিবার এবং সাধারণ ছুটির দিন ব্যতীত যেকোনো কর্মদিবসে ফেলতে হবে।

আবেদনপত্র ফেলার/জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৬-০২-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে ১৮-০৩-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত এবং এরপর কোনও আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনপত্রের প্রতিটি আইটেমে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক নথি/প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

সিল করা আবেদনপত্র/বাক্সগুলি ১৮-০৩-২০২৬ তারিখে ১৬:০০ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চেম্বারে খোলা হবে।

যোগ্যতার মানদণ্ড, অন্যান্য শর্তাবলী এবং নির্দেশাবলী, আবেদনের ফর্ম্যাট ইত্যাদি **www.nfr.indianrailways.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, আবেদনকারীরা ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩ -এর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৯৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আইজ এজ ডন অফ দ্য ডাইনোসরাস দুপুর ১.৪৬ স্টার গোল্ড থ্রিলস

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কোমালি (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৪.১৫ অন্ধ বিচার, সন্ধে ৭.১৫ পাগলু-টু, রাত ১০.১৫ অনুসন্ধান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ খোকাবাবু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ চাওয়া পাওয়া, বেলা ১১.৩০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.৩০ বউমার বনবাস, বিকেল ৫.০০ রূপবান, রাত ১০.৩০ প্রথম দেখা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিরোধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘর সংসার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৯ সুপার ট্যাক্সি, দুপুর ১.৪৩ সংক্রান্তি কো আনে ওয়ালে হ্যায়, বিকেল ৪.২২ কটিরা, সন্ধে ৭.৩০ জুদাই, রাত ১০.১৬ স্পাইডার ইজ ব্যাক

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ দামিনী, বিকেল ৩.৫০ পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া, সন্ধে ৬.৫০ হঙ্গামা, রাত ১০.০০ সিংহম রিটার্নস

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৪ বড়ে ঘর কি বেটি, দুপুর ১.২৭ অনাড়ি, বিকেল ৪.৫০ মিস্টার আজাদ, সন্ধে ৭.৫০ আখেঁ, রাত ১১.৩০ হাতকড়ি

সিংহম রিটার্নস রাত ১০.০০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে উত্তরা বৈদ্য এবং বাপি ক্ষ্যাপার গান শুনুন সকাল ৭.০০ আকাশ আট

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩২ কাই পো চে!, দুপুর ১.৪২ ম্যাডাম চিফ মিনিস্টার, বিকেল ৩.৪৮ নো ওয়ান কিলড জেসিকা, সন্ধে ৬.০৭ দম লগাকে হইসা, সন্ধে ৭.৫৯ জলি এলএলবি, রাত ১০.১০ গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর-টু

জি সিনেমা : সকাল ১০.১৩ ড্যারিংবাজ, দুপুর ১.১৩ আরআরআর, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৫ রাধে

সাভানা কিলার্স দুপুর ১২.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রিয় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। বৃষ : আজ পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও কাগজ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : বাড়ির বয়স্কজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাইরের খাবার থেকে সাবধান। কর্কট : আত্মবিশ্বাসের অভাবে আজ খুব ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সিংহ : শারীরিক কারণে কোনও আনন্দানুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। সংগীত বা শিল্পকলায় আপনার আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : জীবিকার প্রয়োজনে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বাড়ি তৈরির কাজে ব্যাংক ঋণ আজ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : পারিবারিক বিষয় নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করুন। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাওয়ার সঙ্গেই মানসিক চাপ কিছুটা কমবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়বে। ধনু : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্কে যাবেন না। ব্যবসায় একটু ধৈর্য ধরুন। বাড়িতে বন্ধুর উপস্থিতিতে আনন্দ। মকর : সংসারে আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করে অশান্তি হতে পারে। আর্থিক টান হলেও চিন্তা করবেন না। সুদিন আসছে। কুম্ভ : সপরিবার কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পাবেন। মীন : অলসতার কারণে আজ হওয়া কাজ ভন্ডুল হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে নাও মেনে নিতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৭ ফাগুন, সংবৎ ৩ ফাল্গুন সুদি, ২ রমজান। সূঃ উঃ ৬।১২, অঃ ৫।৩১। শুক্রবার, তৃতীয়া দিবা ৩।২৮। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।১৩। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।৩৮। গরকরণ দিবা ৩।২৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৪০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৯।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ৩।২৮ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৯।২ গতে ১১।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪১ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১১।৫২ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ৩।২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।১৬ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈঠক

খড়িবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি বাজারে খেঁচগাঁজা খালের দুর্বল সেতু রক্ষার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি থানায় পূর্ত দপ্তর, পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে একটি বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, ভারী এবং উঁচু গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য হাইট বার ও স্পিডব্রেকার সংস্কার করা হবে।

ইন্ডিয়ানঅয়েল
IndianOil
CIN-L23201MH1959GOI011388

আগ্রহব্যঞ্জক প্রস্তাব

পাইপলাইনস বিভাগ, ইস্টার্ন রিজিয়ন পাইপলাইনস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং জমি অধিগ্রহণ দপ্তর থেকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের নিয়োগ

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল) দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাদারদের কাছ থেকে 12 মাসের চুক্তিতে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে। প্রয়োজন এবং কাজের সন্তোষজনক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতে পারে। বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক সংখ্যা	পদের নাম	পদের সংখ্যা	কর্মস্থল	যোগ্যতা ও মানদণ্ড
1	সার্ভেয়ার	1	শিলিগুড়ি (দার্জিলিং/জলপাইগুড়ি জেলা) পশ্চিমবঙ্গ	প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং জমি অধিগ্রহণ দপ্তর থেকে অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে। আইওসিএল (I.O.C.L.) ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে প্রার্থীর বয়স 62 বছরের বেশি হওয়া চলবে না।
2	পাটোয়ারী/আমিন/তালাতি/লেখপাল	1		
3	বিজ্ঞপ্তি পরিদর্শক/রাজস্ব সহকারী	1		

যোগাযোগকারী আধিকারিক: জেনারেল ম্যানেজার (কনস্ট্রাকশন), ERPL, কলকাতা
মোবাইল: 8240629291, **ই-মেল:** rajib@indianoil.in

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.iocl.com/latest-job-opening সাইটে যান। এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যে কোনো সংশোধনী বা সংযোজনী শুধুমাত্র আইওসিএল অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.iocl.com) প্রকাশ করা হবে।

ক্ষুব্ধ এনবিএসটিসির চুক্তিভিত্তিক কনডাক্টর ও মেকানিকরা

‘স্ল্যাব’ অনুযায়ী বেতন নেই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে (এনবিএসটিসি) বিভিন্ন সময় চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া কনডাক্টর ও মেকানিকরা ‘স্ল্যাব’ অনুযায়ী চালকদের মতো বেতন না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকি একটানা বিক্ষোভও দেখানো হয়। বুধবারও বিক্ষোভ দেখান চুক্তিভিত্তিক কনডাক্টর ও মেকানিকরা। নিগমের শিলিগুড়ি ডিপো অফিসে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

সমস্যার শুরু গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে। সে সময় রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি এবং সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত সমস্ত সংস্থার চালকদের স্ল্যাব হিসেবে মাইনে বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসির চুক্তিভিত্তিক কনডাক্টর ও মেকানিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এরপরই ক্ষোভ নিবারণের জন্য সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক কনডাক্টর ও মেকানিকদের প্রতি মাসে নিজস্ব তহবিল থেকে মাইনের সঙ্গে অতিরিক্ত চার হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও সে সময় শর্ত দিয়ে বলা হয়েছিল, জানুয়ারি থেকে স্ল্যাব অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন নিগমের নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়া বাড়তি চার হাজার টাকা দেওয়া যেমন বন্ধ করে দেওয়া হবে, ঠিক তেমনই এই চার মাস ধরে যে বাড়তি টাকা তাঁদের দেওয়া হয়েছে তাও ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, ‘এটা ঠিকই যে চালকদের সঙ্গে কনডাক্টর ও মেকানিকরা একসঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিল। কনডাক্টর ও মেকানিকদের বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’

বাম আমলের শেষ দিকে চুক্তিভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ হয়। বর্তমানে এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা প্রায় তেত্রিশো। এর মধ্যে আটশোজন চালক। বাকি কনডাক্টর ও মেকানিক। এই কনডাক্টর ও মেকানিকদের মাইনে ছিল ১৩ হাজার ৫০০ টাকা। যা এখনও একই রয়েছে। অন্যদিকে, ১৪ হাজার ৫০০ টাকা মাইনেতে নিয়োগ হলেও গত বছর সরকারের বিজ্ঞপ্তির পর চালকদের বেতন ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে।

এর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নতুনভাবে অফিসার পদে নিয়োগ হওয়ায় নিগমের অন্দরের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কনডাক্টরের কথায়, ‘জানুয়ারি থেকে আমাদের অতিরিক্ত চার হাজার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে অবসর নেওয়া কর্মীদের নিয়োগ করা হচ্ছে।’ বিষয়টি নিয়ে বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘প্রথমত আমরা চাই, সমস্ত কর্মীদের স্থায়ী করা হোক।’

নোবেল বিজ্ঞানীদের মঞ্চে সুযোগ দেবাদ্রির

কোচবিহার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মহাকাশের রহস্য বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে কোচবিহারের দেবাদ্রি ভট্টাচার্য যাচ্ছেন জাপানে। ওই মঞ্চে থাকবেন সারা দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানীরা। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের গবেষক দেবাদ্রি এই মঞ্চে তাঁর গবেষণা তুলে ধরার পাশাপাশি নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। আগামী ২ থেকে ৬ মার্চ জাপানের সুকুবা শহরে জাপান সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অফ সায়েন্স (জেএসপিএস)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ১৭তম এইচওপিই-র আসর বসছে। এই কর্মসূচিতে ভারত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ৯ জন বিজ্ঞানী আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন কোচবিহারের রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের বাসিন্দা দেবাদ্রি।

আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই খুশি দেবাদ্রি। তাঁর কথায়, ‘এটা আমার কাছে বিশাল পাওনা। বাবা-মা ও স্যারের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এই সুযোগ পাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না।’ দেবাদ্রির বাবা দেবাশিস ভট্টাচার্য ও মা সুচন্দা ভট্টাচার্য জামান, ছেলে এমন সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা গর্বিত।

তাঁর পড়াশোনা জেনকিন্স স্কুল ও এবিএন শীল কলেজে। এখন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে পিএইচডি করছেন। গাইড অধ্যাপক ডঃ প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গবেষণার বিষয় মূলত ব্ল্যাকহোল, নিউট্রন স্টার ও এক্সোটিক স্টার নিয়ে। দেবাদ্রির কাছে

জানা গেল, মূলত গবেষণার অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করেই এই সুযোগ আসে। এছাড়াও বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পেপার পাবলিকেশন, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করা ও প্রেজেন্টেশন দেওয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা এই আমন্ত্রণ পাওয়ার অন্যতম কারণ। দেবাদ্রি এর আগেও ২০২৩ সালে জাপান ও ২০২৫ সালে রাশিয়া গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দিতে।

Chola
Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট কার্যালয় : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫, ৪ থিরু ভি কা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুইন্ডি, চেন্নাই-৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দেখুন] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নে স্বাক্ষরকারী মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ ২০০২ এর) এবং সেকশন ১৩ (১২) অন্তর্গত ক্ষমতাবলে সঙ্গে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯ এর দ্বারা পঠিত সেকশন ১৩ (২) এর উক্ত অ্যাক্টের দ্বারা নিম্নে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে। যেখানে আপনাকে একজন ঋণগ্রহীতা রূপে (নাম এবং ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত বকেয়া অর্থ এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল। যেহেতু, নিম্নে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী সাব-সেকশন (৪) এর সেকশন ১৩ অ্যাক্টের অন্তর্গত ক্ষমতাবলে সঙ্গে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এর দ্বারা পঠিত উক্ত বিধিমালার নিয়ম অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা এই সম্পত্তির সাথে কোনও প্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিটির সাথে যে কোনও লেনদেন মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড-এর বকেয়া টাকা এবং তার সুদের দায়বদ্ধতার অধীনে থাকবে। সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সাব-সেকশন (৮) এর সেকশন ১৩ অ্যাক্টের অনুবিধি অনুযায়ী।

ক্রমিক নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং ঋণগ্রহীতার/উপ ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	বকেয়া অর্থমূল্য	স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা	দখলের তারিখ
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং : এলএপি৩এসএলজি ০০০০৫৯৬৭২ **শ্রী/শ্রীমতী আব্দুল কাদের শ্রী/শ্রীমতী নজরুল ইসলাম শ্রী/শ্রীমতী কুলসুমবানু** সকলে বসবাস করেন : আশারুবস্তি, দক্ষিণ আমতলা, বড় লোপাহারু, উত্তর দিনাজপুর, কাঠালডাঙ্গি এফ পি বিদ্যালয়, চোপড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩২০৭ সকলে আরও বসবাস করেন : আশারুবস্তি, দক্ষিণ আমতলা, বড় লোপাহারু কাঠালডাঙ্গি এফ পি বিদ্যালয়, চোপড়া ৭৩৩২০৭	০৯.১২.২০২৫	টাঃ ২১১৬২০৭/- (টাকাঃ একুশ লক্ষ ষোলো হাজার দুইশত সাত মাত্র) ০৯.১২.২০২৫ তারিখ থেকে এবং সুদ রয়েছে।	ধানির হাট থেকে দক্ষিণ আমতলা রোড, দক্ষিণ আমতলা, আশারুবস্তি, চোপড়া, মৌজা- ঘিরনিগাঁও খাস, জেএল নং- ৯০, প্লট নং- ১২৯৯১ (আর.এস এবং এল.আর), খতিয়ান নং- ১৮২৩ (পুরাতন এল.আর), ২৯১৩ (নতুন এল.আর), পোস্ট- আশারু বস্তি, থানা চোপড়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩২০৭, (৬ নম্বর ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, ব্লক চোপড়া) সীমানা : নথি অনুসারে : পূর্ব- আশিরুল হক, পশ্চিম- সেকেরুল আলম, উত্তর- দানগ্রহীতার নিজের জমি এবং তাহি নেছা, দক্ষিণ- ১০ ফিটের পাকা রাস্তা নির্মাণ ভূমি অনুযায়ী/আসল : পূর্ব- আশিরুল হকের ফাঁকা জমি, পশ্চিম- মালিকের ফাঁকা জমি এবং শেকেরুল আলমের ধানল্যান্ড, উত্তর- মালিকের পরে তাহি নেছার ফাঁকা জমি। দক্ষিণ- ১৪ ফিট সি.সি রোড	দখলের তারিখ : ১৭.০২.২০২৬

তারিখ : ১৭.০২.২০২৬
স্থান : উত্তর দিনাজপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড

স্কুলের পাশেই আবর্জনার পাহাড়

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্কুলের প্রবেশপথেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। ঘটনাস্থল বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অদূরে অবস্থিত ফাঁসিদেওয়া নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল। ফলে পরিবেশ দূষণ যেমন বাড়ছে, তেমনই পড়ুয়াদের মনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের।

অভিযোগ, বিদ্যালয়ে গেটের সামনে এবং পাশে থাকা ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলে পরিত্যক্ত হস্টেলের জমিতে দেদার ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য, সেলুনের কাটা চুল। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, কোনও সীমানা প্রাচীর না থাকার সুযোগে কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং নাগরিকদের একাংশ জায়গাটিকে কার্যত ভাগাড়ে পরিণত করেছেন।

স্থানীয় সুজয় বিশ্বাসের কথায়, ‘বিদ্যালয়কে মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু সেই পবিত্র স্থানের সামনে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’ একই কথা জানিয়েছেন আর এক বাসিন্দা নিগম দেবনাথ। নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজ দেবনাথ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেও কোনও সুরাহা মেলেনি। এভাবে আবর্জনা ফেলার ফলে এলাকাটি দুর্গন্ধে ভরে থাকে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পঞ্চানন সিংহের কথায়, ‘বর্তমানে স্কুলে ১০৭ জন পড়ুয়া রয়েছে। আবর্জনা ফেলা

রুখতে পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা মিছিল করা হয়েছিল। তবে পরিস্থিতির বদল হয়নি।’ তাঁর সংযোজন, ‘স্কুল চত্বর পরিষ্কার রাখতে প্রতি মাসে নিজস্ব তহবিল থেকে বড় অঙ্কের টাকা খরচ করতে হচ্ছে। বিডিওকেও এই বিষয়ে জানিয়েছিলাম। আবার বিডিও এবং থানার ওসির কাছে জানাব।’ ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ বরের দাবি, ‘ব্যবসায়ীদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে। তাছাড়া সীমানা প্রাচীরের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের দায়বদ্ধতার অভাব থেকেই এমনটা হচ্ছে।’

স্কুলের গেটের সামনে এবং পাশের মাঠে যাতে এভাবে আবর্জনা ফেলা না হয় তার জন্য ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফাঁসিদেওয়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদ্যুৎ দাস। ফের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায়ও ব্যবসায়ীদের দিকে তোপ দেগেছেন। তিনি বলছেন, ‘বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা কথা শুনছেন না। জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলে লিখিত নির্দেশ নিয়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীদের জরিমানার কথা ভাবা হচ্ছে।’

রাজনীতির অন্তরালে

সংসারেই মন, দোকানে সর্বক্ষণ

এক সময়ের সিপিএমের দাপুটে নেতা এখন ফোটোকপির দোকান চালাচ্ছেন। ১০ বছর ধরে প্রধান ও উপপ্রধান থাকলেও দল থেকেও দূরত্ব তৈরি করে ফেলেছেন ওই আদিবাসী প্রৌঢ়।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পুরো দশটা বছর হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিল তাঁর হাতের তালুতে। তাঁর সই ছাড়া এলাকায় কোনও কাজ হত না। এলাকার বহু মহিলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর চাকরি, তরুণদের ঠিকাদারির লাইসেন্স তাঁর হাত ধরেই হয়েছে। সেই আদিবাসী প্রৌঢ় এখন একটি ছোট্ট ভাড়া করা ফোটোকপির দোকানে নিজের জীবন আটকে রেখেছেন। হাতিঘিসা হাইস্কুল যাওয়ার রাস্তার ধারে আট বাই সাত ফুটের একটি ঘরে ফোটোকপির মেশিন নিয়ে সারাদিন বসে থাকেন বছর পঞ্চাশের সাধন ওরাওঁ।

হাতিঘিসা সেবদেল্লাজোতের বাসিন্দা সাধন এক সময়ে সিপিএমের দাপুটে নেতা ছিলেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত হাতিঘিসার প্রধানও ছিলেন তিনি। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত হাতিঘিসার উপপ্রধান পদে ছিলেন। সেসময় হাতিঘিসাজুড়ে তাঁর বেশ নামডাক ছিল।

তবে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই সিপিএম থেকে দূরত্ব তৈরি করে নেন তিনি। বাড়ি সেবদেল্লাজোত হলেও হাতিঘিসায় একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানেই দোকান চালাচ্ছেন। সিপিএমের মিটিং, মিছিলেও আর যান না। দুই ছেলে, দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সেবদেল্লাজোতের একটি ছোট টিনের ঘরে থাকেন। ছয়জনের সংসারে একমাত্র উপার্জনকারী তিনিই। ছোট ছেলে ওরুজ নকশালবাড়ি কলেজে পড়েন। বাকি তিনজন পড়াশোনা শেষ করে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাঝেমধ্যে বাবার সঙ্গে দোকানে আসেন মেয়ে রিমা।

সাধন বলছেন, 'আমার সময় প্রচুর ছেলেমেয়েকে আমি নিজের হাতে চাকরি দিয়েছি। ঠিকাদারি লাইসেন্স করে দিয়েছি। কিন্তু আমি নিজেই এখন আর্থিক সংকটে রয়েছি। ছেলেমেয়েরা এখনও চাকরি পায়নি। সারাদিন ভাড়ার দোকানে থাকি। নিজের তিন বিঘা জমি আছে, সেটায় চাষবাস করি। কোনওরকমে সংসার চলে। সংসারের চাপে পার্টির কাজে আর সময় দিতে পারি না। বিরোধীরা আমাকে তাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য নানা প্রলোভন দেয়। কিন্তু আমি আমার নীতি আদর্শ বিসর্জন দেব না।'

রিমার কথায়, 'প্রধান থাকাকালীন বাড়ির সামনে লোকজনের ভিড় লেগেই থাকত। এখন আর কেউ সেভাবে খোঁজও নেয় না বাবার।'

সাধন ওরাওঁ

হাতিঘিসা সেবদেল্লাজোতেই বাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাদল ওরাওঁয়ের। বাদল বলছিলেন, 'দশ বছর পদে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নামে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। হাতিঘিসার মানুষ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। নিজের জন্য কিছু করতে না পারলেও অন্য লোকেদের তিনি জীবন গড়ে দিয়েছেন।'

যদিও সেবদেল্লাজোতের বাসিন্দা নকশাল নেত্রী দীপু হালদার বলেন, 'এলাকার উন্নয়নে সাধনের কোনও ভূমিকা নেই। সিপিএম নেতৃত্বের হাতের কাঠপুতুল ছিলেন।'

সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক অবশ্য বলছেন, 'সাধন আমাদের দলের একনিষ্ঠ কর্মী। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে এখনও তাঁকে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কর্মজীবনে ব্যস্ত থাকায় সেভাবে সময় দিতে পারেন না।'

গ্রেপ্তার এক

নকশালবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ির স্কুলডাঙ্গিতে সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার হল আরও একজন। এনিয়ে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে জামাই এবং শ্যালক দুজনে। এর আগে পুলিশ মাটিগাড়া থেকে শ্যালককে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রসঙ্গত, গত রবিবার হাতিঘিসার বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ সিংহের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে। চুরি যাওয়া সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে। বুধবার রাতে নকশালবাড়ি পুলিশের বিশেষ অভিযানে চুরি যাওয়া স্কুটার সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঈশ্বর রায় নামে এক আসামিকে। সে হাতিঘিসার বাসিন্দা।'

বেআইনি পার্কিং

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে বেআইনি পার্কিং রোগী ও পরিজনদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরি বিভাগে অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী নিয়ে যাওয়া কার্যত দুষ্কর হয়ে উঠেছে। গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার পরপর দুইদিন দিনের বিভিন্ন সময় হাসপাতালের সামনের চত্বর পরিদর্শন করে একই চিত্র নজরে এসেছে। বিশেষ করে যত্রতত্র বাইক রেখে দেওয়ায় জটিলতা আরও বেড়েছে। এই বিষয়ে হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দফায় দফায় জানানো হয়েছে। তাঁরা পদক্ষেপ করলে কিছুদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে। তারপর সাধারণ মানুষের একাংশ ফের বেআইনি পার্কিং শুরু করে দেন।'

নিম্নমানের কাজ

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রাস্তা সংস্কারের কাজ নিম্নমানের হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর থানার কদমগাছিতে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বগলাডাঙ্গি বুথের কদমগাছি গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায় রাস্তা সংস্কারের কাজ ঘিরে অভিযোগ ওঠে। নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত বোর্ড এবং ব্লক প্রশাসন অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে।

ট্রাক, ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে বেহাল রাস্তা

ধুলোয় ঢাকছে জনপদ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাড়ির টিনের চালে ধুলোর আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। ধুলোয় সাদা হয়ে গিয়েছে গাছের পাতা পর্যন্ত। মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধন মোড় থেকে তারাবাড়ি, প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তার দু'ধারে বাড়িঘর, দোকানপাট, গাছের পাতা সহ সবকিছু ধুলোয় ঢেকে গিয়েছে। ধুলোর জেরে অবস্থা এমনই যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের।

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি?

শিসাবাড়ির বাসিন্দা বিনয় রায় বলছেন, 'রাস্তাটি ছোট গাড়ি যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়েছে। কিন্তু গ্রামের ওই রাস্তা দিয়ে বালি-পাথরবোঝাই করে ট্রাক ও ডাম্পার যাওয়ার ফলে এমন হাল হয়েছে। রাতদিন ওভারলোড করা ডাম্পার, ট্র্যাক্টর চললে রাস্তা টিকবে কী করে? রাস্তার পাশের দোকান, বাড়িঘর ধুলোর আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে।'

এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণ বর্মনও সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'খুবই সমস্যা হচ্ছে। দূষণের জেরে মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে রাস্তা এবং ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা ঠিকাদারকে বলব, যেন রাস্তায় জল দেয়।'

ধুলো উড়িয়ে ছুটছে লরি।

অভিযোগ, ওই এলাকায় রাস্তায় পিচের নামগন্ধ অবশিষ্ট নেই। বৃহস্পতিবার দেখা গেল, ধুলোয় পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। বালাসন নদী থেকে রাতদিন বালি-পাথরের ট্রাক আর ডাম্পার চলাচল করায় রাস্তার এই দশা হয়েছে বলে অভিযোগ।

রাস্তায় দেখা হল শান্তিবালা বর্মন নামে এক প্রৌঢ়ার সঙ্গে। শান্তি বললেন, 'আমার স্বামী গজেন বর্মন ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসা চলছে। ধুলোর জন্য সংক্রমণ হয়ে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমিও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছি। এত ধুলো যে খাবারের সঙ্গেও ধুলো গিলতে হচ্ছে। এভাবে বেঁচে থাকা যায় না।'

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত শিসাবাড়ির নমিতা বর্মন ছেলেকে নিয়ে টোটোতে বসে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাওয়ার সময় রাগে গজগজ করতে করতে বলছিলেন, 'এই রাস্তা যে কবে ঠিক হবে, তা ভগবানই জানে। একেই বেহাল রাস্তা, তার ওপরে ধুলো। ছেলেটার শ্বাসকষ্টজনিত রোগ শুরু হয়েছে। টোটোয় না গিয়ে হেঁটে গেলে আরও আগে পৌঁছে যেতাম।'

আর টোটোচালক সাগর সিংহ বলছেন, 'এজন্যই এই রাস্তায় ভাড়া নিয়ে আসতে চাই না।'

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধন মোড় থেকে তারাবাড়ি প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। রাস্তা মেরামত না করায় মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠেছে বলে অভিযোগ। পিচের চাদর উঠে গিয়ে রাস্তা ধুলোয় ভরে গিয়েছে।

পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ আকার নিলেও আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশ অবশ্য বলছেন, 'ওখানে ধুলোর জন্য দূষণ হচ্ছে বলে আমাকে কেউ কিছু জানাননি।'

- সাধন মোড় থেকে তারাবাড়ি প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে
- বালাসন নদী থেকে রাতদিন বালি-পাথরের ট্রাক আর ডাম্পার চলাচল করায় রাস্তার এই দশা হয়েছে বলে অভিযোগ
- পিচের চাদর উঠে গিয়ে রাস্তা ধুলোয় ভরে গিয়েছে

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ গবেষণাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে (এসআইটি) হয়েছে পাঁচদিনের বিশেষ কর্মশালা। পুনের ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের (আইইউসিএএ) পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত 'গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস অ্যান্ড লাইগো-ইন্ডিয়া' শীর্ষক এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায় এসআইটি-তে এবং পরবর্তী পর্যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পদার্থবিদ্যা, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স ও বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের মৌলিক ধারণা ও প্রয়োগভিত্তিক জ্ঞান দেওয়াই কর্মশালার মূল লক্ষ্য। গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ শনাক্তকরণ, ডেটা বিশ্লেষণ ও উন্নত যন্ত্রপ্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপেক্ষা।। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন অনিন্দ্য দাসগুপ্ত।

হোমে নাবালক

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগর এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার এক নাবালককে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। এই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। এদিনই ধৃতকে দার্জিলিংয়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি)-এ তোলা হয়। আদালত অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জন্য জলপাইগুড়ি কোরক হোমে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ ফেব্রুয়ারির গভীর রাতে। বিধাননগর এলাকার এক নাবালিকাকে প্রতিবেশী নাবালক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। এদিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

দায়িত্বে চার

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসাবে চারজনকে দায়িত্ব দেওয়া হল। জীবন মজুমদার, সারজ খাতি, অমিতাভ সরকার ও আলি আখতার মোসলেউদ্দিন আহমেদের নাম কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসাবে প্রদেশ নেতৃত্ব ঘোষণা করেছে।

সীমান্তে নজর চেতনা মঞ্চের

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সীমান্ত এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হল দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার থেকে এই কর্মশালা শুরু হয়েছে। রাজ্য থেকে ১১ জনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৫ জন সেখানে রয়েছেন বলে সংঘ সূত্রে খবর। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এমন বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

সীমান্ত এলাকায় আরএসএসের হয়ে কাজ করে তাদের শাখা সংগঠন সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। ইতিমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্ক তৈরি করছে এই সংগঠনটি। ভোটের আগে সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে আরও দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে এই মঞ্চ। দিল্লির কর্মশালাতে তার পদ্ধতি নিয়েই এই আলোচনা বলে দাবি। সীমান্ত চেতনা মঞ্চের এ রাজ্যের দায়িত্বে রয়েছেন গণেশ পাল। তিনি বলেন, 'সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্ক বৃদ্ধি হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রচারে জোর দিচ্ছি আমরা। এর সঙ্গে ভোটের সম্পর্ক নেই।'

পর্যটকদের জন্য নিগমের চলো সাথী

নীতেশ বর্মন ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পর্যটকদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। হয়রানি এবং ভাড়ার কথা মথায় রেখে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া থেকে, নিয়ে আসা এবং কয়েকদিনের জন্য গাড়ি, বাসের ব্যবস্থা করে দেবে নিগম। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'চলো সাথী'। শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে একটি অফিসও খুলছে নিগম। ২৮ ফেব্রুয়ারি সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের হাত ধরে এই পরিষেবার উদ্বোধন হওয়ার কথা। এর আগেও অবশ্য একাধিক পরিষেবা চালু করেছিল এবং চালুর আশ্বাস দিয়েছিল নিগম, তার একাংশ হয় মাঝপথে বন্ধ হয়েছে, নয়তো বাস্তবের মুখই দেখেনি। এবার কী হয়, তা বলবে সময়।

এতদিন 'সবুজের পথে হাতছানি' প্রকল্পে বাসে করে ঘোরা, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করত নিগম। পুজো এবং পর্যটনের মরশুমে নির্দিষ্ট দিনে বাসগুলি চালাত কর্তৃপক্ষ। তা ছিল প্যাকেজ ট্যুর। কিন্তু বছরভর পর্যটকরা সেই সুবিধা পেতেন না। তবে কর্মীসংকট এবং আরও নানা কারণে মাঝে সেই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, 'পর্যটকদের জন্য এবং নিগমের

আরও আয় বৃদ্ধিতে ছোট গাড়ির ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে তা পরিচালনা করা হবে। সবুজের পথে হাতছানিও থাকবে।'

নিগমের তরফে জানানো হয়েছে, বছরভর কয়েকটি ছোট গাড়ির মালিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এনবিএসটিসি। নিগম বছরভর একই ভাড়া দেবে বেসরকারি ওই গাড়িগুলিকে। তাতে বছরভর গাড়িগুলি ভাড়া পাবে। এতে অনেক গাড়ি মালিক সংস্থা নিগমকে গাড়ি দিতে রাজি হতে পারে বলে দাবি।

শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে নিগম যাত্রীদের থাকার জন্য ডর্মিটরি এবং ক্যাফেটেরিয়া চালু করতে চলছে। অনেক সময় দূরের যাত্রীরা গাড়ি ধরতে না পারলে সেখানেই কম খরচে থাকতে পারবেন। দেরিতে বাস চালু হলে বিশ্রামের জন্য ওয়েটিং রুম সাজানো হচ্ছে। সেটি বাতানুকূল করা হবে বলে দাবি। প্রতি ঘণ্টায় দশ টাকা হিসেবে নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে ডর্মিটরি এসি ও নন এসি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নন এসি-তে এক রাতের জন্য দুশো টাকা করে নেওয়া হবে। এসি-র ভাড়া চারশো টাকার মধ্যে নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ক্যাফেটেরিয়াতে কী কী পাওয়া যাবে, এখনও ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলছেন, 'সমস্তটাই এজেন্সির মাধ্যমে চালানো হবে।'

বিহার সীমানায় নজরদারি

শিলিগুড়িকে করিডর করে মদ পাচার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আর কয়েকদিন পরেই দোল উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি শহরকে করিডর করে বিহারে মদ পাচারের প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছে। কখনও বড় ধরনের পাচারের ছক কষা হচ্ছে, আবার কখনও কেউ অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় শিলিগুড়ি শহরে এসে অতিরিক্ত মদ কিনে বিহারে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'অবৈধভাবে মদ পাচার রুখতে বিভিন্ন সূত্রকে আমরা আরও জোরদার করছি।'

এদিকে, আবগারি বিভাগের এক্সাইজ এনফোর্সমেন্ট কমিশনার সুজিত ঘোষের বক্তব্য, 'বিহার সীমানা এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছি। এছাড়া আমরা ফ্লাইং স্কোয়াড ও নাকা চেকিংয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।' এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্র মারফত প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে এক তরুণ পিঠে ব্যাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। এরপর প্রধাননগর থানার একটি টিম জংশন এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে ওই তরুণকে আটক করা হয়। তাঁর কাছে থাকা ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, দামি ওয়াইনের প্রচুর বোতল রয়েছে। প্রশ্ন করা হয়, বিপুল পরিমাণ ওই মদ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? সেসময়ে তরুণের কথায় অসংগতি ধরা পড়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম গোবিন্দকুমার প্রসাদ, বিহারের সিওয়ান জেলার ভবগানপুর এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, হোলি উপলক্ষ্যে নিজের জন্য কিছু মদ কিনেছিলেন তিনি। আর কিছুটা বিহারে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। তবে শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে যান। এছাড়া গত সপ্তাহে আবগারি বিভাগের অভিযানে চম্পাসারি এলাকায় একটি ট্রাক থেকে প্রচুর পরিমাণে মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

আবগারি ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হোলির আগে এই সময়ে সিকিম থেকে কখনও ট্রাকে করে, কখনও বিভিন্ন গাড়ির আড়ালে শিলিগুড়ি হয়ে বিহারে মদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। আবার বিহারের অনেক বাসিন্দা শিলিগুড়িতে এসে মদ কিনে বিহারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এই অবস্থায় শিলিগুড়ি

- হোলির আগে এই সময়ে সিকিম থেকে কখনও ট্রাকে করে, কখনও বিভিন্ন গাড়ির আড়ালে শিলিগুড়ি হয়ে বিহারে মদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়
- আবার বিহারের অনেক বাসিন্দা শিলিগুড়িতে এসে মদ কিনে বিহারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন

মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে শহরের ভেতরের বিভিন্ন রাস্তায় নজরদারির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিহারগামী বাসগুলিতেও নজর দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিকে, সিকিম থেকে অবৈধভাবে মদ আনা রুখতে কালিম্পংয়ের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করেছে আবগারি বিভাগ।

আবগারি বিভাগের এক্সাইজ এনফোর্সমেন্ট কমিশনার সুজিতের কথায়, 'কালিম্পংয়ের মেল্লির পাশাপাশি রংপো জিরো পয়েন্ট ও তারখোলায় আমরা নাকা চেকিং শুরু করেছি। এছাড়া নকশালাবড়িতে ফ্লাইং স্কোয়াড নিয়োগ করা হয়েছে।'

রমজানের শুরুতেই বাজার দুর্মূল্য

চাকুলিয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রমজান মাসের সূচনা হতেই চাকুলিয়া এলাকার বাজারগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় আনাজ ও পণ্যসামগ্রীর দামে অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। স্থানীয় ক্রেতা ও খুচরো বিক্রেতাদের অভিযোগ, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে বিভিন্ন পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের আশ্বাস, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের চেষ্টা করা হবে।'

চারদিন আগে যে কাঁচা লংকার কেজি ছিল ১৫০ টাকা, বর্তমানে তা ২০০ টাকায় পৌঁছেছে। একইভাবে, গত সপ্তাহে স্থানীয় শসার দাম প্রতি কেজি ৬০ টাকা থাকলেও বর্তমানে তা ১২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ফলের বাজারেও চিত্রটি একই রকম হতাশাজনক। কমলালেবু গত সপ্তাহে ডজন ৭০ টাকায় মিললেও বর্তমানে তা ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া আপেল ১৮০ থেকে ২০০ টাকা এবং পেয়ারা ১২০ থেকে ১৪০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। আঙুর, কলা ও তরমুজ সহ ইফতারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি ফলের দামেই ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে।

রমজানের প্রথম দিন থেকেই ইফতার ও সেহরির জন্য এসব সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। চাকুলিয়া এলাকার বাসিন্দা ইমাম হোসেন বললেন, 'রমজান মাস শুরু হতেই চাহিদা বাড়ার অজুহাতে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন।' তাঁর মতে, বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, 'রোজা রেখে বাজারে গিয়ে শসা-লংকা কিনতে গেলেই দ্বিগুণ দাম। অন্যান্য ফলমূলের দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে। রমজান মাস পড়লে অসাধু ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দেন। তাঁদের কোনও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।' শুধু চাকুলিয়া নয়, পার্শ্ববর্তী জনতা ও সাহাপুর এলাকাতেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিমল দাস বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম কমবেশি করা আমাদের হাতে নেই। জোগানের তুলনায় চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম বেড়েছে।'

খাঁপুরের শহিদদের মনে রাখেনি কেউ

যে মাটিতে মিশে আছে বাইশটি তাজা প্রাণ, সেই খাঁপুর আজ যেন রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের রঙিন ক্যানভাস। অথচ, সেই বীরগাথার উত্তরাধিকারীরা আজ বিস্মৃতির অতলে, দারিদ্র্যের অন্ধকারে দিন গুনছেন।

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফাল্গুনের উদাস হাওয়ায় আজও কি খাঁপুরের বাতাসে বারুদের গন্ধ ভেসে আসে? ১৯ ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে ২০ তারিখের ভোরে যখন উত্তরবঙ্গের আকাশ রাঙা হয়, তখন কি মনে পড়ে ১৯৪৭-এর সেই রক্তঝরা সকালের কথা? যে মাটিতে মিশে আছে বাইশটি তাজা প্রাণ, সেই খাঁপুর আজ যেন রাজনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের রঙিন ক্যানভাস। অথচ, সেই বীরগাথার উত্তরাধিকারীরা আজ বিস্মৃতির অতলে, দারিদ্র্যের অন্ধকারে দিন গুনছেন। তেভাগার সেই গর্জন- 'নিজ খামারে ধান তোলো'- আজ যেন শহিদ পরিবারগুলোর ভাঙা চালের নীচে আর্তনাদ হয়ে গুমরে মরছে। ২০ ফেব্রুয়ারি এলেই একদিকে মঞ্চ বেঁধে চলে রাজনৈতিক উৎসব, অন্যদিকে শহিদের উত্তরসূরিদের চোখের জল বয়ে যায় অবহেলায়।

দক্ষিণ দিনাজপুরের খাঁপুরে তেভাগা আন্দোলনের শহিদ বেদি।

আধিয়ার প্রথার শিকল ভেঙে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ আদায়ের দাবিতে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন অকুতোভয় কৃষকরা। এখন সেই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল খাঁপুরে শহিদ দিবস পালিত হয় মহাসমারোহে। ২০১১-র পর বামেদের সেই একচেটিয়া কর্মসূচিতে ভাগ বসিয়েছে তৃণমূল। ইদানীং তো গেরুয়া ঝান্ডাও উড়ছে শ্রদ্ধার মঞ্চে। কিন্তু সেই মঞ্চে ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন খোদ শহিদদের উত্তরসূরিরাই। যশোদারানি সরকার, কৌশল্যা কামারনি, ভোলানাথ কোলকামার কিংবা কৈলাস ভুঁইমালির পরিবারগুলো রাজনৈতিক দলের আমন্ত্রণে আজও শহিদ স্মারকে মাল্যদান করে ঠিকই, কিন্তু বাকি শহিদদের খোঁজ রাখার ফুরসত কারও নেই। কুমারগঞ্জ, কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ থেকে ইটাহার- পেটের টানে খাঁপুরের শহিদের বংশধররা আজ ছন্নছাড়া। অনুষ্ঠানের খবরটুকুও পৌঁছায় না তাঁদের কানে।

যশোদারানি সরকারের পরিবারের বর্তমান সদস্য নীভারানি সরকারের কথায় উঠে এল সেই রোমহর্ষক দিনটির কথা। তাঁর শাশুড়ির বুকে বিঁধেছিল ব্রিটিশ পুলিশের তপ্ত বুলেট। আর শ্বশুর নীলমাধব সরকার প্রাণ বাঁচাতে দীর্ঘ এক মাস গাছে উঠে লুকিয়ে কাটিয়েছিলেন। সেই রক্তের ঋণ কি কেবল একটি রজনীগন্ধার মালায় শোধ হয়? প্রশ্ন ঘোরে খাঁপুরে।

শহিদ কৌশল্যা কামারনির নাতি রতন কোল আজ এক সাধারণ দিনমজুর। আরেক নাতি হিরা কোলের ঘরটি আজও তালি দেওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া ত্রিপলে ঘেরা। তাঁর পরিবারের সদস্য মমতা কোলের অভিযোগের আঙুল বাম-তৃণমূল সব আমলের দিকেই। জোটেনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। নেই স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড বা জাতিগত শংসাপত্র। সরকারি আবাস যোজনার ঘরও মেলেনি।

শহিদ ভোলানাথ কোলকামারের বোন, আশি বছরের বৃদ্ধা চাপিয়া কোল আজ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'এবছর আর দাদাকে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও আমার নেই।' বাম কৃষক নেতা অমিত সরকারের অভিযোগ, 'বাম আমলে চালু হওয়া শহিদ পেনশন বর্তমান সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।' যদিও তৃণমূলের দাবি, তাঁরা এককালীন আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু তিন বছর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পাওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা কি সারা জীবনের লড়াইয়ের রসদ হতে পারে?

খাঁপুরের মাঠে এখন পলাশ ফোটার মরশুম। কিন্তু সেই পলাশের লাল রং যেন তেভাগা শহিদদের হাহাকারের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এনআরএসে চুরি

এনআরএস হাসপাতালে ফের মোবাইল, টাকা চুরির অভিযোগ। ২ জনকে পাকড়াও করেন রোগীর আত্মীয়রা। নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলেই অভিয়োগ তাঁদের।

ইডি'র তলব

কয়লা পাচার কাণ্ডে বারাবনী থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে ফের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করল ইডি। সোমবার তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে। এর আগেও তাঁকে দু'বার ডাকা হলেও হাজিরা দেননি।

৩০০ শূন্যপদ

একাদশ-দ্বাদশ স্তরে প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্টেন্সি, শারীরবিদ্যা, উর্দু, সাঁওতালি সহ একাধিক বিষয়ের শূন্যপদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। প্রায় ৩০০টি শূন্যপদ রয়েছে।

শমীকের দাবি

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগরে হবে বিজেপির সরকার, বৃহস্পতিবার কুলটির কার্যকর্তা সম্মেলন থেকে এমনটাই দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। গঙ্গাসাগরে সেতু তৈরির আশ্বাসও দিলেন তিনি।

৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের নিয়োগপত্র

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে দীর্ঘ জট কাটিয়ে নিয়োগপত্র হাতে পেলেন রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য। বৃহস্পতিবার অধিকাংশ উপাচার্যের কাছে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে সেই নিয়োগপত্র পৌঁছেছে। সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য অয়ন ভট্টাচার্য, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমাইচন্দ্র সাহা, বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির অরুণাশিস গোস্বামী, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ণব সেন, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবব্রত বসু এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির দেবব্রত মিত্র এদিন চিঠি হাতে পান। এছাড়াও কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় ও ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিয়োগপত্র পেয়েছেন।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, প্রথম ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপাচার্যের নাম গত জানুয়ারি মাসে ঘোষণা হয়ে গেলেও সেই সংক্রান্ত নথি লোকভবন থেকে তাঁদের কাছে দেরিতে এসে পৌঁছেছে। তাই নিয়োগপত্র দিতে এতটা বিলম্ব। তবে নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ মিটিয়ে বেশিরভাগ উপাচার্যই কয়েকদিন পর নিজেদের কাজে যোগ দিতে পারবেন। এদিন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য দেবব্রত বসু বলেন, 'প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ মেটাতে কিছুটা সময় লাগবে। তাই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সব জটিলতা মিটিয়ে কাজে যোগ দিতে পারব।' অবশ্য ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার পরই তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন। স্থায়ী উপাচার্যের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব কাজ আটকে রয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য অর্ণব সেন বলেন, 'নথিপত্রের কাজ মিটিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সম্ভবত আগামী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজে যোগ দেব।' রাজ্যের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তাতে অবশেষে কিছুটা স্বস্তি। যদিও এখনও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিদ্যালয় এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপাচার্যের নাম ঘোষণা হয়নি।

৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি বাকি

ইআরও, এইআরও-দের দোষারোপ সিইও-র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর শুনানির নথি চূড়ান্ত করতে হাতে সময় ৪৮ ঘণ্টা। বাকি প্রায় ৬০ লক্ষ। তালিকা প্রকাশের অগ্রগতিতে চূড়ান্ত হতাশ সিইও। পরিস্থিতি এমনই যে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে কার্যত হাল ছেড়ে দিয়েছে কমিশন। এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত দিনে তালিকা প্রকাশ ও নথি আপলোড না হওয়ার জন্য ইআরও এবং এইআরওদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় কমিশন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে শুনানির মেয়াদ বেড়ে ১৪ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। এসআইআর শুনানিতে যুক্ত প্রায় ৮ হাজার ইআরও ও এইআরওকে ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি এবং যাবতীয় নথি পরীক্ষা করে তা চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু কমিশনের প্রযুক্তিগত গোলমাল ও যাচাই করা নথি নিয়ে মাইক্রো অবজার্ভার, রোল অবজার্ভারদের সঙ্গে ইআরও, এইআরওদের মতপার্থক্যের জেরে লক্ষ লক্ষ নথি এখনও চূড়ান্ত করা যায়নি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষের (শুনানিতে অনুপস্থিত ৫ লক্ষের বেশি) মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ শুনানির নথি নিষ্পত্তি করেছিলেন ইআরওরা। কিন্তু বেশকিছু ভুলত্রুটি ধরা পড়ায় প্রায় ৩০ লক্ষ নথির পুনরায় যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন রোল অবজার্ভাররা।

আবার ইআরও এবং এইআরওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি এমন নথির সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ। ফলে সাকুল্যে নিষ্পত্তি না হওয়া নথি প্রায় ৬০ লক্ষ। এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার নথি অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। জেলা শাসকদের কাছে নিষ্পত্তি না হওয়া নথির সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি।

- পুনর্যাচাইয়ের নির্দেশ ৩০ লক্ষ নথি
- ইআরও, এইআরও-রা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি ২৫-৩০ লক্ষ নথির
- অযোগ্য ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৭০
- জেলা শাসকদের কাছে বকেয়া নথি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার

> নথি আপলোডের সমস্যায় নাম বাদ গেলে দায়ী থাকবেন ইআরও, এইআরওরাই। প্রয়োজনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশে আরও সময় লাগবে।
>
> -মনোজ আগরওয়াল

১৪ ফেব্রুয়ারির পর নথি আপলোড করার আপাতত কোনও সুযোগ নেই। জট কাটাতে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছিল সিইও দপ্তর।

কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে কমিশন ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নথি আপলোড না করার দায় ইআরও, এইআরওদেরই নিতে হবে। ফলে ইআরও, এইআরওদের কাছে আপলোড না হওয়া প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার নথির ভবিষ্যৎ এখনও স্পষ্ট নয়। শেষপর্যন্ত আপলোড করা না গেলে তার ফল ভুগতে হবে মানুষকে। এর ফল হতে পারে মারাত্মক।

যদিও এদিন ইআরও, এইআরওদের নিশানা করে সিইও বলেন, 'প্রতিদিনকার শুনানির নথি সেই দিনেই আপলোড করার কথা। তা না করে অন্যায় করেছেন ইআরওরা। এখন নাম বাদ গেলে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর তাঁদের ফর্ম ৬-এ নতুন করে আবেদন করা ছাড়া উপায় তো দেখছি না।' তবে মুখে একথা বললেও ইআরও, এইআরওদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে কমিশন পার পাবে না। এদিন সিইও বলেন, 'কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের জন্য আরও কিছুটা সময় দিতে হবে।'

এদিকে জাতিগত শংসাপত্র না থাকা তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে এদিন জেলা শাসকরা রিপোর্ট দিয়েছেন কমিশনকে। রিপোর্ট চূড়ান্ত হলে এইসব নথি আপলোড করার জন্য বিশেষ সুযোগ দেবে কমিশন।

কমিশনের অবস্থান জানতে চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এসএসসির নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য বিধি মেনে সংরক্ষণ হয়েছে কি না, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সেই সংরক্ষিত পদ কমিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কমিশনের বিরুদ্ধে। তাই বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছেন কমিশনকে জানাতে হবে বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ হয়েছিল কি না। পাশাপাশি ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিবেচিত যোগ্য প্রার্থীরা যাঁরা কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের কর্ম প্রক্রিয়ায় আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কমিশন।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, তাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম। প্রাথমিক ইন্টারভিউর তালিকায় তাঁদের নাম নেই। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করুক। তাঁদের আইনজীবী প্রতীক ধর জানান, দুর্নীতির বিষয়টি বাদ দিয়েও কমিশন ও রাজ্য কতটা অমানবিক তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্য প্রার্থীদের থেকে এই প্রার্থীরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকেন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এভাবে শূন্যপদ কমানো যায় না। ২০১৬ সালে যে শূন্যপদ রাখা হয়েছিল তা বজায় রাখা হোক। যদিও কমিশনের আইনজীবী এর বিরোধিতা করেন। তাঁর সওয়াল, ২০১৬ সালের ক্ষেত্রে স্কুল ভিত্তিক রোস্টার তৈরি করা হয়েছিল। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তা হয়নি। যদিও বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, বিশেষভাবে সক্ষম যে যোগ্য প্রার্থীরা কর্মরত রয়েছেন, তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কমিশন।

রাজ্য পুলিশে ফের রদবদল

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফের রাজ্য পুলিশে রদবদল করা হল। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার পদ থেকে খান্ডবালে উমেশ গণপতকে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁকে উত্তরবঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপার করা হয়েছে। জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার শা কুমার অমিতকে আলিপুরদুয়ারের নতুন পুলিশ সুপার করা হয়েছে। তিনি জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার ছিলেন। বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমানকে জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার করা হল। গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপার পদে থাকা অরিশ বিলালকে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার করা হয়েছে।

দীপ্সিতাকে নিয়েও জল্পনা সিপিএমে

সেলিমের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রতীক

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মঞ্চ তৈরিই ছিল। শুধু অপেক্ষা ছিল অনুষ্ঠান শুরুর। বৃহস্পতিবার সিপিএমে থাকার কফিনেও শেষ পেরেক পুঁতলেন প্রতীক উর রহমান। তাঁর ক্ষোভ যে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধেই, তা সরাসরি স্পষ্ট করলেন তিনি। সেলিমের নেতৃত্ব নিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল অসন্তোষ। এদিন সেলিমকে সরাসরি বলে বসলেন, 'গব্বর সিং' এবং সিপিএম এখন 'ডর কা মহল' বলে দাবি করলেন তিনি। নির্বাচনের আগে তাঁর দল বদল নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা ফের উসকে উঠল এদিন প্রতীক উরের বক্তব্যে। তাঁর দাবি, 'তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই তা সেটিং হয়ে যায় না। আমি এখন পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছি। বাঁকের ওপাশটা কোথায় তা যাওয়ার পরে বলা যাবে। আসলে সময় বড় শিক্ষক, সময়ই সব বলবে।'

তরুণ মুখেদের ওপর ভরসা রাখা সিপিএমের তরী যে পাড়ের কাছে এসে ডুববে, তা ভালোই বুঝতে পারছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এদিন ফের আরও এক কমরেডকে নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দীপ্সিতা ধর সিপিএমের প্রাথমিক সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করেননি বলে জানা গিয়েছে।

তিনি দলের অন্দরে লবিবাজির শিকার। তাঁকে রাজ্য কমিটির বৈঠকে না ডাকার অর্থ, দল তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক যে রাখতে চায় না, তা স্পষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতীক উর। তবে তাঁর ক্ষোভ দলের বিরুদ্ধে নয়। তিনি জানিয়েছেন, সেলিম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। অর্থাৎ তিনি দলে থাকুন এটা চান না। দলকে সেলিম ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করছেন, তা নিয়েও সহমত তিনি। প্রতীক উরের বক্তব্য, 'বামপন্থার প্রতি আজীবন অগাধ আস্থা থাকবে।

> তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই তা সেটিং হয়ে যায় না। আমি এখন পথের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছি। বাঁকের ওপাশটা কোথায় তা যাওয়ার পরে বলা যাবে। আসলে সময় বড় শিক্ষক, সময়ই সব বলবে।
>
> -প্রতীক উর রহমান

কিন্তু বামপন্থাকে ব্যবহার করে যাঁরা ব্যক্তিগত ইমেজ তৈরি করার চেষ্টা করছেন আমি তার বিরুদ্ধে।' সেলিমের নেতৃত্বে থাকা সিপিএমে প্রশ্ন তুললে পদ খোয়া যায়। আর সমর্থন করলে পদোন্নতি হয় বলে দাবি করেছেন প্রতীক। তাঁর কথায়, 'নেতৃত্বের কথা না মানলে ষড়যন্ত্র করা হয়। আমার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হয়েছে। এমনিতেই সরানো যাচ্ছিল না, তাই অভিষেকের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবারে লড়াই করতে বলা হল।' তিনি যে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেবেন না তা স্পষ্ট করেছেন। সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, তা প্রকাশ্যে আসবে। তবে সংবাদমাধ্যমে এই বিস্ফোরক অভিযোগের পরে তাঁকে বহিষ্কারের পথে হাঁটতে পারে সিপিএম।

সিপিএমের দলীয় সদস্যপদ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে নবীকরণ হয়। সাধারণ পার্টি সদস্যের নবীকরণ জানুয়ারির মধ্যে হয়ে যায়। কিন্তু ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরোলেও দীপ্সিতার সদস্যপদ এখনও নবীকরণ হয়নি। যদিও তাঁর দাবি, দলীয় সদস্যপদ দিল্লিতে হওয়ায় এখনও সময় রয়েছে। তবে ২০১৮ সাল থেকে তাঁর সদস্যপদ এই রাজ্যের কোনও শাখাতেই নেই। গত বছর জুলাই মাসের পরে তিনি কোনও গণসংগঠনেও নেই। এই বিষয়টিতে কিছুটা বিরক্ত তিনি।

রাজ্যে প্রথম মৃত মানুষের হাড়ের সফল প্রতিস্থাপন

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য তথা পূর্ব ভারতে প্রথমবার মৃত মানুষের হাড় প্রতিস্থাপন করা হল জীবিত ব্যক্তির দেহে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক তরুণের পায়ে সেই হাড় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে আরজি কর মেডিকেল কলেজে। চিকিৎসার পরিভাষায় একে অ্যালোগ্রাফ্ট রিকনস্ট্রাকশন বলা হয়। আপাতত ওই তরুণ সুস্থ রয়েছেন। তাঁর অস্ত্রোপচারও ভালোভাবে হয়েছে। তবে এখনও তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া রোগীর শরীর কতটা নিতে পারছে সেই কারণে পর্যবেক্ষণে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে জানিয়েছেন, আরজি করের অর্থোপেডিক্স বিভাগের প্রধান সঞ্জয় কুমার।

২০২৩ সালে উত্তর ২৪ পরগনার বিড়ার বাসিন্দা দিন মজুর রিজাউদ্দিন মণ্ডল দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। লরির ধাক্কায় তাঁর উরুর হাড়ের নীচের অংশ গুঁড়িয়ে যায়। তাঁকে আরজি কর মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। ওই বছরেরই অগাস্টে আবার অস্ত্রোপচার করেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ২০২৪ সালে গ্রাফ্টিংয়ের পরেও লাভ হয়নি। হাড় যেহেতু গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই হাঁটুর অংশ বাদ দিয়ে পা জুড়তে হত। তাতেও সমস্যা। তরুণ বয়সে আদৌ তিনি ঠিকঠাক করে হাঁটাচলা করতে পারতেন কি না, তাই বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা হয়। তারপরই অ্যালোগ্রাফ্টের পরিকল্পনা করা হয়। হাড়ের কোনও অংশ নষ্ট হয়ে গেলে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। বিড়ার তরুণের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ 'ক্যাডাভার'-এর হাড় প্রতিস্থাপন করা হয়। এখন এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিছু হবে কি না বা হাড় জুড়তে কতদিন সময় লাগবে, সেদিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

সস্ত্রীক দিলীপ পদ্মের সম্ভাব্য প্রার্থী

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ২৬-এর বিধানসভা ভোটে স্ত্রী রিঙ্কুকে দলের প্রার্থী করতে চান দিলীপ ঘোষ। ইতিমধ্যেই প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে দলের কাছে আবেদন পাঠিয়েছেন রিঙ্কু। রিঙ্কুর প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছায় কোনও দোষ দেখছেন না দিলীপ। তবে স্ত্রী রিঙ্কুকে প্রার্থী করতে চাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে। দিলীপ ঘনিষ্ঠ এক নেতার মতে, খড়্গপুর থেকে দিলীপ ঘোষের প্রার্থী হওয়া প্রায় নিশ্চিত। তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সেই কারণেই হয়তো স্ত্রী রিঙ্কুকে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রেখে দিলেন।

সম্প্রতি দিলীপের এক বিশ্বস্ত অনুগামীর হাত দিয়ে বায়োডেটা সহ প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাপত্র সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়েছেন রিঙ্কু। সূত্রের খবর, বায়োডেটায় দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী হিসেবে তিনি কী কী করেছেন, তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ওই চিঠিতেই বিধানসভা ভোটে রাজারহাট-নিউটাউন থেকে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দ হিসেবে মেদিনীপুর ও বীজপুর আসন থেকেও প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। দলের সমীক্ষায় বিধানসভায় জেতার মতো সম্ভাব্য আসনের তালিকায় রাজারহাট-

নিউটাউন একেবারে প্রথমসারিতে। শ্বশুরবাড়ির সূত্রে মেদিনীপুরের লোক তিনি। তবে বীজপুর আসনকে পছন্দের তালিকায় কেন রেখেছেন, তার কোনও ব্যাখ্যা জানা যায়নি। রিঙ্কুর প্রার্থী হতে চাওয়ার বিষয়ে দিলীপ বলেন, 'রিঙ্কু আমার স্ত্রী। তার আগে উনি পার্টির দীর্ঘদিনের কর্মী। আমার থেকে বেশিদিন দলের সঙ্গে যুক্ত। আমি বিধায়ক, সাংসদ হয়েছি। ওঁরও ইচ্ছে হতে পারে জনপ্রতিনিধি হওয়ার।'

চোখ উপড়ে বধূকে খুন

দুবরাজপু,১৯ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে আততায়ীরা ঘরে ঢুকে একা পেয়ে মাঝ বয়সী গৃহবধূ চায়না গড়াই(৪২)কে নৃশংসভাবে খুন করল। আলমারি ভেঙ্গে বিছানা ওলট-পালট করে সোনার গহনা এবং টাকা-পয়সা যা ছিল সবই নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ মোটর গ্যারেজ মালিক স্বামী গৌতম গড়াই বাড়ি ফিরে দেখে হতবাক। বাড়ির মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে স্ত্রী চায়না গড়াইয়ের নিথর দেহ।

ততক্ষণাৎ ভাইকে ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক চায়নাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। এদিকে গৃহবধূ খুনের খবর শুনে দুবরাজপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ওসি মনোজ সিং, পুলিশের সিআই দেবাশীষ হালদার এবং ডেপুটি পুলিশ সুপার কুনাল মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। যদিও ক্ষুব্ধ পরিবারের লোক এবং প্রতিবেশীরা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সে এক গাঁয়ের কথা...

বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

নম্বরে বঞ্চনা নয় : সংসদ সভাপতি

পাঠ্যক্রমের বাইরের প্রশ্ন অঙ্ক পরীক্ষায়

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : একে তো প্রস্তুতির সময় হাতে কম, তার ওপর অঙ্ক পরীক্ষায় পাঠ্যক্রম বহির্ভূত প্রশ্ন। বিতর্ক যেন চলতি বছরের সিমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পিছু ছাড়ছেই না। পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষকদের একের পর এক অভিযোগে নাজেহাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও।

বৃহস্পতিবার ছিল উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টারের গণিত পরীক্ষা। পরীক্ষা মিটতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের অভিযোগ, অবকল সমীকরণে (ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন) যে প্রশ্নটি রয়েছে, তা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত। ৫(এ) নম্বরে এই প্রশ্নটি রয়েছে। এই প্রশ্নের পূর্ণমান ছিল ২। একই সঙ্গে ১১(বি) এবং ১১(সি)-এর প্রশ্নও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বলেই অভিযোগ। দু'টি প্রশ্নেরই পূর্ণমান ছিল ৪ নম্বর করে। অর্থাৎ শিক্ষকদের একাংশের দাবি, মোট ১০ নম্বরের প্রশ্ন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত। এছাড়াও অঙ্ক পরীক্ষা ঘিরে অভিযোগ কম নয়। ৩(এ), ৭(বি) ও ৮(এ) প্রশ্নগুলির জন্য যে নম্বর বরাদ্দ, সেই প্রশ্নের অঙ্কগুলি কষতে গেলে অনেক বেশি সময় ও জায়গা লাগবে বলেই শিক্ষকরা মনে করছেন। তাঁদের মত, ওই প্রশ্নগুলি সংসদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং সংসদ নির্দিষ্ট উত্তরপত্রে সমাধান করা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অসুবিধাজনক। এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়নের দাবি তুলছেন অভিভাবকরাও।

সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চ এই অভিযোগ জানিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, 'এমনিতেই এবারে পড়াশোনা ও ক্লাসের সময় খুব কম পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। তার ওপর এমন সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নের অভিযোগ।

- ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সহ মোট তিনটি প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত
- বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও
- যাঁরা উত্তর দিয়েছেন তাঁরা পুরো নম্বর পাবেন, কিন্তু যাঁরা দেননি তাঁদের নিয়ে প্রশ্ন থেকে গিয়েছে

বেশকিছু প্রশ্নের সমাধান করতে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে তা শেষ করা দুরূহ। সিমেস্টার প্রথা কোনওভাবেই বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। অবিলম্বে এটি প্রত্যাহার করা হোক।'

বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সৌরেন ভট্টাচার্যের দাবি, 'তৃতীয় সিমেস্টারেও প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল ছিল। এবারও তার অন্যথা হল না। অবিলম্বে পর্ষদ সভাপতি ও ডেপুটি সেক্রেটারি অফ এগজামিনেশনসকে অপসারণ করা দরকার।' অঙ্ক প্রশ্নে এই ভুল থাকার অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েছে সংসদও। তারা বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযোগটির সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংসদ সভাপতি জানিয়েছেন, সিলেবাস বহির্ভূত ওই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলেই পরীক্ষার্থীরা পুরো নম্বর পাবেন। চিরঞ্জীববাবুর কথায়, 'পরীক্ষার্থীরা যাতে প্রাপ্ত নম্বর থেকে বঞ্চিত না হন, সেই বিষয়ে নজর রাখবে সংসদ।' জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষায় এরকম ভুল প্রশ্নপত্র এলে পরীক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ে বলেও মত শিক্ষকদের। এদিন নকল করার অভিযোগে কলকাতা এবং নদিয়া থেকে মোবাইল সহ দুই পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছেন।

'বঙ্কিমদা'র পর 'স্বামী রামকৃষ্ণ', প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে নিন্দা মমতার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বঙ্কিমদা'র পর 'স্বামী রামকৃষ্ণ' সম্বোধন। বৃহস্পতিবার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পরমহংসকে 'স্বামী' বলে সম্বোধন করে ফের বিতর্কে জড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সকালেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর পোস্টকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এমন সম্বোধনে আমি স্তম্ভিত।' এদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'স্বামী রামকৃষ্ণদেব পরমহংসের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রামকৃষ্ণদেবের এই আধ্যাত্মিকতা যুগে যুগে মানবতার কল্যাণ করে যাবে। তাঁর দর্শন এবং বাণী সবসময় মানুষের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।'

এর আগে সংসদে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তা নিয়েও চরম বিতর্ক হয়েছিল। এবার রামকৃষ্ণদেবের নামের আগে 'স্বামী' উপসর্গ জুড়ে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করে দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। এদিন সকালেই রামকৃষ্ণদেব পরমহংসের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন মমতা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পোস্টের পরেই ফের পোস্ট করেন মমতা। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি লেখেন, 'আমি স্তম্ভিত। প্রধানমন্ত্রী আবার পশ্চিমবঙ্গের মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি সাংস্কৃতিক অসংবেদনশীলতা

> শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকলে ঠাকুর বলে সম্বোধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেই সন্ন্যাসীদের 'স্বামী' বলে সম্বোধন করা হয়।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখালেন। আজ যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁর নামের সঙ্গে অনুপযুক্ত এবং অভূতপূর্ব উপসর্গ 'স্বামী' জুড়ে দিয়েছেন।' এখানেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সকলে ঠাকুর বলে সম্বোধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেই সন্ন্যাসীদের 'স্বামী' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু তাঁদের গুরু এবং আচার্যকে তখনও ঠাকুর বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু সেই পবিত্র ত্রয়ী ঠাকুর-মা-স্বামীজি রয়ে গিয়েছেন। ঠাকুর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরমহংস, মা হলেন মা সারদা এবং স্বামীজি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।'

ফের সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর 'অসন্তুষ্ট' শাসকদল তৃণমূল আবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পথে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করবে। এই নিয়ে পার্টির শীর্ষস্তরের লোকজনদের সঙ্গে বিশিষ্ট আইনজীবীদের শলাপরামর্শও

চলছে। বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রের খবর, গোপনীয়তা বজায় রেখে এই আলোচনা চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলের আশঙ্কা, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় এক কোটির কাছাকাছি বা তার বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়বে। চলতি এসআইআর প্রক্রিয়াতেই তার লক্ষণ স্পষ্ট। তৃণমূলের অভিযোগ, এ ব্যাপারে 'একবগ্গা' আচরণ করছে কমিশন। আর তার 'লেজুড়বৃত্তি' করে ওই পথেই হাঁটছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরও এ ধরনের অবস্থার আশঙ্কা করেই কমিশনের বিরুদ্ধে আবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি দলের ভিতর শুরু হয়েছে। দিল্লিতে বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীরও এই নিয়ে আগাম কথা হয়ে গিয়েছে বলে নবান্নে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭২ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ ফাল্গুন ১৪৩২

ভাতা রাজনীতি

‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পে বেকার ভাতার জন্য আবেদনকারী স্নাতকোত্তর এক তরুণীর মন্তব্য শোরগোল ফেলে দিয়েছে সমাজমাধ্যমে। ওই তরুণী বলেছেন, ‘এই সামান্য টাকাটাই যদি চাকরির বেতন হিসেবে পেতাম, তাহলেও অনেক উপকার হত।’ চাকরির তো বিকল্প কিছু হয় না। তবুও ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্প ঘিরে গত ক’দিন ধরে রাজ্যে উন্মাদনার শেষ নেই!

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে ১৫ অগাস্ট থেকে যুবসাথী প্রকল্পে ভাতা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সময়ে হলে তার অনেক আগে চুকে যাওয়ার কথা বিধানসভা নির্বাচনের পর্ব। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতা পাওয়ার সেই তারিখ ১ এপ্রিলে এগিয়ে আনার পিছনে যে ভোটে ফায়দা তোলার পরিকল্পনা আছে, তাতে সন্দেহ নেই।

২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি অন্তত মাধ্যমিক পাশ বেকাররা মাসিক ১৫০০ টাকার ওই ভাতার জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্য কোনও প্রকল্পের উপভোক্তা হলে অবশ্য যুবসাথীতে আবেদন করা যাবে না। চাকরি না পাওয়া অবধি অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর ভাতা মিলবে। ১৫-২৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ২৯৪ বিধানসভা কেন্দ্রের ১৬০৪টি শিবিরে যুবসাথীর আবেদন জমা নেওয়া হবে।

প্রথম দিন থেকে কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় শিবিরগুলিতে। গত সাড়ে তিন মাস এসআইআর-এর লাইন দেখে অভ্যস্ত রাজ্যবাসী। সেই রেশ কাটতে না কাটতে আবার সর্বত্র মানুষের সারিবদ্ধ লাইন। লাইনে দাঁড়ানো তরুণ-তরুণীদের কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার, রাজ্যের চাকরিবাকরির হাল কতটা করুণ। প্রথম দু’দিনে আবেদন জমা পড়েছে ১২ লক্ষের মতো। সবাধিক আবেদন জমা পড়েছে মুর্শিদাবাদে (১ লক্ষ ৬০ হাজার)। সর্বনিম্ন কালিম্পংয়ে ৩৭০০।

অন্যান্য কয়েকটি জেলার ছবি এইরকম- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১ লক্ষ ১০ হাজার, বাঁকুড়ায় ৮৭ হাজার, নদিয়ায় ৬৬ হাজার, পূর্ব বর্ধমানে ৬০ হাজার, বীরভূমে ৪৮ হাজার, মালদায় ৩৮ হাজার, দার্জিলিংয়ে ১৭ হাজার ৮০০ ও পুরুলিয়ায় ৬ হাজার ৬০০। এছাড়া অনলাইনে জমা পড়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার আবেদন। আবেদনকারীদের তালিকায় বিএ, বিএসসি থেকে শুরু করে এমএ, এমএসসি, পিএইচডি ডিগ্রিধারী- কে নেই!

অধিকাংশের বক্তব্য, সামান্য দেড় হাজার টাকায় আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়তো হবে না। কিন্তু এই টাকাটা চাকরির আবেদন ফি হিসেবে কাজে লেগে যাবে। আবার কেউ বলছেন, অসুস্থ বাবা কিংবা মায়ের ওষুধ কিনতে কাজে লেগে যাবে। কেউ কেউ বলছেন, এই সামান্য টাকাটা যদি চাকরির বেতন হিসেবে পাওয়া যেত, তাহলে আরও ভালো হত। একটা বিষয়ে সকলে একমত, বেকার ভাতা নয়, চাকরিই প্রয়োজন। নিরুপায় হয়ে এখন ভাতায় সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

‘ভাতা নয়, নিয়োগ চাই’ দাবিতে গত ক’দিন ধরে কলকাতা সহ রাজ্যের কোথাও কোথাও মিছিল করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মেরুর হলেও একটি ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব প্রায় এক। প্রথমজনের দাবি, গত দশ বছরে দেশে কোটি কোটি বেকারের চাকরি হয়েছে। দ্বিতীয়জনের দাবি, রাজ্যে দু’কোটি কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাস্তবটা অবশ্য এই দুই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং বেকারত্বের হার বৃদ্ধির তথ্য ধরা পড়ছে সরকারি রিপোর্টে। চাকরি দেওয়ার বদলে বিভিন্ন দলের সরকার শুধু ভাতার টোপ দিয়ে ভোটের পর ভোট বাজিমাত করে যাচ্ছে। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই এই হাল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি তো বলতে গেলে ভাতানির্ভর। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি অজস্র ভাতা।

বেকার ভাতা স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। আগে ছিল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ। সেখানে নাম লেখানো থাকলে কোনও না কোনও সময় চাকরির জন্য ডাক পড়ত। সে সব পাট উঠে গিয়েছে বহুদিন। বাংলার শিক্ষিত বেকারদের আজ বড়ই দুর্দিন।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক’রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা’ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সুকুমার সেন : বাংলা ভাষার উদার ঐতিহ্য

বাংলা ভাষার উদার ঐতিহ্য, শিকড় সন্ধান এবং গোয়েন্দা সাহিত্যের অকৃত্রিম এক অনুরাগীকে ফিরে দেখা।

শেষাদ্রি বসু

ভাষার প্রবহমানতায় চিরকালই এক স্বতঃস্ফূর্ত আদানপ্রদানের মেজাজ মিশে থাকে। এই মেজাজ তখনই প্রাণবন্ত হয়, যখন সময়ের প্রেক্ষিতটি হয় উদারনৈতিক। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ধারণ করে দেয়, শব্দ ও ভাষার ব্যবহারে একটি সমাজ কতটা উদার হতে পারবে। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষের মানচিত্র ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে তৈরি হলেও, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল কেবল মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যই। ধর্মনিরপেক্ষতার এই আদর্শেই স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও কট্টরপন্থীদের তরফে উর্দুর আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল, তবুও উদারতার স্বরই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়। নজরুলের ‘চল চল চল’ গানে ‘মহা শ্মশান’-এর বদলে ‘গোরস্থান’ শব্দ বসিয়ে জবরদস্তির চেষ্টা হলেও, বাংলার শিকড় ছিল অনেক গভীরে। যেমন মিহির সেনগুপ্ত তাঁর ‘বিষাদ বৃক্ষ’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে পীর বাতাসীর গায়েন তাঁর গুরু জিন্দাগাজির কাছে বর প্রার্থনার মুহূর্তে হিন্দু তীর্থস্থানগুলোকেও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আরবি, উর্দু, পর্তুগিজ বা ইংরেজি ভাষার শব্দকে আমরা কেবল কেজো প্রয়োজনেই আপন করিনি, তাকে আমাদের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদের অংশ করে নিয়েছি। বাংলার এই উদার ঐতিহ্যের সার্থক রূপকার ও ভাষাবিদ সুকুমার সেন এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের কাছে আজও এক সজীব প্রেরণা।

১৯০০ সালের ১৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করা সুকুমার সেনের শৈশব থেকেই বিভিন্ন ভাষার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষার ওপর তাঁর অসামান্য দখল জন্মায়। ঔপনিবেশিক আমলের সেই সময়টায় রামমোহন রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সৈয়দ আহমদ খান, হরিনাথ দে বা তাঁর গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়দের মতো বুদ্ধিজীবীরা বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে যে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিলেন, সুকুমার সেন ছিলেন সেই প্রসারিত চিন্তার যোগ্য উত্তরসূরি। তাঁর গবেষণার প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সালতামামি অন্বেষণ করা। তাঁর অসামান্য কীর্তি ‘হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার’ বা ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রমাণ করে যে, বাংলা ভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর পেরিয়ে কীভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন, শব্দগঠন, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠনের পারম্পর্য নিয়ে তিনি এক মনোজ্ঞ গবেষণার ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। বাংলা ভাষার কেবল একটিমাত্র রূপ ছিল না; অঞ্চলভেদে অগণিত উপভাষার রামধনুপ্রতিম বৈচিত্র্যকে তিনি যোগ্য সম্মান জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কথ্যভাষার ধ্বনি ও শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্যকে ছেঁচে তুলে তিনি যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তা এককথায় বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদেরই রূপরেখা। ইতিহাস যে কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে আবদ্ধ থাকে না, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর নিবিড় চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি সেটাই শিখিয়েছিলেন। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, ‘ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস’, ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ এবং সুভদ্রকুমার সেনের সঙ্গে লেখা ‘বাঙালির ভাষা’ তাঁর সেই অগণিত মেধাবী ও পরিশ্রমী কাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

বাংলা অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সুকুমার সেনের পরিশ্রমী মননের এক অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়। অভিধানকে যে কেবলমাত্র শব্দের অর্থের সংকলন ভাবলে ভুল হবে, তা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষার নিজস্ব মনন ও দ্যোতনার পাশাপাশি তার ভাবজগৎ এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যঞ্জনাও থাকে। তাই তিনি কেবল শব্দের অর্থ নিয়েই থেমে থাকেননি; শব্দের উৎস, ধ্বনি পরিবর্তন, রূপ এবং বিবর্তনের ঐতিহাসিক রূপরেখাটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছিলেন। বাংলা ভাষার চরিত্র যে কখনোই একরৈখিক ছিল না এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অন্যান্য ভাষার মিলনে যে তা গড়ে উঠেছে, তা তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এই বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও সুকুমার সেন আদৌ কোনও শুষ্ক স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন গোয়েন্দা গল্প ও উপন্যাসের একনিষ্ঠ পাঠক। ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর প্রতিও তাঁর সমান নজর ছিল। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ব্যোমকেশ সমগ্র’-এর প্রথম খণ্ডের অসাধারণ ভূমিকাটি তিনিই লিখেছিলেন। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, কেন গোয়েন্দা গল্প সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘটনার অভিনবত্ব, প্লটের প্যাঁচ, গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। তাই তো তিনি শার্লক হোমস, ডাক্তার থর্নডাইক, ফাদার ব্রাউন, এরকুল পোয়ারো, মিস মার্পল, লর্ড পিটার উইমসি, ইনস্পেকটর ফ্রেঞ্চ বা অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়নদের মতো বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দাদের পাশাপাশি ব্যোমকেশ বক্সীকেও সমান মর্যাদায় বসিয়েছিলেন। তথাকথিত পণ্ডিতদের মতো জনপ্রিয় সাহিত্যকে তাচ্ছিল্য করার কোনও অহংকার বা দ্বিধা তাঁর ছিল না। বরং পাশের বাড়ির বাঙালি তরুণ ব্যোমকেশের পা এলিয়ে বসার প্রবৃত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমাহার, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ এবং নৈতিক চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও উপভাষার বৈচিত্র্য নিয়ে সুকুমার সেনের যুগান্তকারী কাজ এক উদার সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তৈরি করেছিল। অগাধ পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি ব্যোমকেশ বা শার্লক হোমসের মতো গোয়েন্দা গল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রমাণ করে তাঁর মননের বিশালতা। বর্তমান ভারতে যখন ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলছে, তখন তাঁর এই বহুভাষিক আদর্শ তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক।

ভারতবর্ষের বহুভাষিক ও বহুমাত্রিক কাঠামোর ওপর যখন আঘাত নেমে আসছে এবং হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে অন্যান্য ভাষার অবমাননা করার অপচেষ্টা চলছে, তার প্রেক্ষিতে সুকুমার সেন আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। হিন্দি-হিন্দু বলয় গড়ার এই নেশার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই বহুভাষাবিদ আজীবন শিখিয়ে গেছেন মনের জানলা খোলা রাখার পাঠ। তাঁর কাছে কোনও উপভাষাই অপাংক্তেয় ছিল না। আজ ভিনরাজ্যে গিয়ে বাঙালিরা যখন ভাষা ও পরিচয়ের কারণে সন্দেহ বা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, তখন সুকুমার সেনের এই উদার ভাষাদর্শই আমাদের প্রেরণা জোগায়। ভাষার এই অবমাননা দেখলে আজ নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষুরধার কলম ও বক্তব্য আরও শাণিত হয়ে উঠত।

(লেখক পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৯৮৬

সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনু কাপুর।

আলোচিত

আপনি যদি রাজস্ব-উদ্বৃত্ত রাজ্য হন, তবুও কি আপনার কর্তব্য নয় যে, আপনি সেই অর্থ জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য- রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুলের জন্য খরচ করবেন? তার পরিবর্তে আপনি নির্বাচনের সময় খাবার, পোশাক বিতরণ করছেন। কী চলছে দেশে? এটা কী রকম সংস্কৃতি!

- সূর্য কান্ত
প্রধান বিচারপতি

ভাইরাল/১

লখনউয়ের বিকাশনগরে এক মহিলার বাড়িতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ওই মহিলা ফোন করে পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে বলেন। কিন্তু বিল ও নথি চায় দপ্তর। রাগে এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে দপ্তরের কর্মীদের মারধর করেন মহিলা। একজনের টুঁটি টিপে ধরেন।

ভাইরাল/২

উচ্চমানের ভিনাইল ফিল্ম দিয়ে কোচগুলির বাইরেটা সাজাতে ভারতীয় রেল উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে রেলকর্মীদের এই কাজ করতে দেখা গিয়েছে। সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে অনেকে রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

জনমন জনমত

অভিভাবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মাতৃভাষার প্রতিবন্ধক

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেলেও ভাষা সম্প্রসারণবাদীদের কূটকৌশল থেমে থাকেনি। বিশ্বায়নের দাপটে অনেকে যেমন কোণঠাসা, কেউ কেউ আবার মাতৃভাষা অবমাননা করে বিজাতীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন।

বাংলার উন্নয়নে বা প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। বরং বাংলা ভাষা বৈষম্যের শিকার। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে হিন্দির জন্য ৬৩ কোটি ৭৫ লক্ষ, তামিল ভাষার জন্য ১৬ কোটি আর উর্দুর জন্য ২৫ কোটি ২০ লক্ষ, এমনকি ০.০৪ শতাংশ লোকের ভাষা সিন্ধির জন্য আড়াই কোটি বরাদ্দ হলেও বাংলার জন্য এক কানাকড়িও বরাদ্দ হয় না।

সরকারি অনীহার কথা বাদ দিলেও খোদ বাঙালি সমাজ কি নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি নজর দিয়েছে? এতদিন উচ্চবিত্তরা উদাসীন ছিলেন। এখন মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্ন মধ্যবিত্তরাও মাতৃভাষার প্রতি বীতরাগ, ছেলেমেয়েদের জীবিকামুখী শিক্ষার প্রয়োজনে মাতৃভাষা বর্জনকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ মনে করছেন। সাহিত্য পাঠ এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে সময়ের অপব্যয় বলেই মনে হয়। সেই জায়গার দখল নিয়েছে বোকা বাক্সের নির্বোধ আকর্ষণ।

অথচ ভারতের অন্য ভাষাভাষীরা কিন্তু বিশ্বায়নের দুর্দমনীয় দাপটের মাঝেও নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। হিন্দির কথা বাদ দিলেও তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ভাষাভাষীরা নিজেদের ভাষায় সমৃদ্ধি এবং বিস্তারের পক্ষে খুবই আন্তরিক।

পশ্চিমবঙ্গ ও অসম সরকারও মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অভিভাবকদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই মাতৃভাষার পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি নির্দেশকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে সন্তানদের মাতৃভাষার অহেতুক বোঝা থেকে রক্ষা করা যায় সেই চেষ্টায় রয়েছেন। পছন্দমতো ভাষা শিক্ষা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার বলে মাতৃভাষা শিক্ষার বাধ্যবাধকতা এড়ানোর অপপ্রয়াসও চলছে। তাই আসন্ন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এসব বিষয় ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।

অনিল সাহা
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সুলভ প্রকাশনার দাপটে আজ বিপন্ন সাহিত্য

বর্তমান বাণিজ্যিক চটক ও দায়বদ্ধতাহীন প্রকাশনা সংস্থাগুলি লেখক ও সাহিত্যের গাম্ভীর্যকে সংকটে ফেলছে।

আশুতোষ বিশ্বাস

বইয়ের বাজার শেষ হয়ে গেছে—এমন দাবি সর্বাংশে সত্য নয়। আজও পাঠক বই কিনছেন এবং পড়ছেন, যার প্রমাণ মেলে ক্রমাগত ছাপা হওয়া বইয়ের সংখ্যায়। কোভিড-পরবর্তী সময়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বই কেনার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মুদ্রার উলটো পিঠও আছে। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শ্রেণিকক্ষে বসে পাঠগ্রহণের আনন্দ থেকে ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। স্কুল-কলেজে ভর্তির অনীহা এবং অভিভাবকদের প্রথাগত পাঠক্রমে অনাগ্রহ এক গভীর সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই বিমুখতা সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চার পরিসর কিন্তু কমেনি, বরং ডিজিটাল মাধ্যমে তার বিস্তার ঘটেছে বহুগুণ। কিন্তু এই বিস্তারের সমান্তরালে দানা বেঁধেছে এক গভীর বিভ্রান্তি, যা নবীন লেখকদের জন্য বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপনের ফাঁদ ও অলীক স্বপ্ন

বর্তমান যুগে সাহিত্যচর্চা বাড়লেও সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে বই প্রকাশ এখন আর দীর্ঘ সাধনার ফল নয়, বরং একটি ‘সহজলভ্য প্যাকেজ’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ খুললেই চোখে পড়ে রয়্যালটির গ্যারান্টি বা বিনামূল্যে বই প্রকাশের লোভনীয় বিজ্ঞাপন। ‘সন্তানসম গ্রন্থটি মেলায় হাতে আসবে’—এমন চটকদারি ভাষা নতুন লেখকদের হৃদয়ে আশার আলো জাগায়। কিন্তু এই আকর্ষণের আড়ালেই ওঁত পেতে থাকে সংকটের বাঘ। রাতারাতি লেখক হওয়ার বাসনায় বহু তরুণ এমন সব প্রকাশনা সংস্থার দ্বারস্থ হচ্ছেন, যাদের সঙ্গে প্রকৃত সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পরেই শুরু হয় নানাবিধ অজুহাতে অর্থ আদায়ের পালা। কাগজের দাম বৃদ্ধি বা মুদ্রণ খরচের দোহাই দিয়ে লেখককে কার্যত শোষণ করা হয়।

এআই।

প্রকাশনা জগতের নৈতিক অবক্ষয়

এক সময় প্রকাশনা সংস্থা মানেই ছিল কঠোর নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদকের দায়বদ্ধতা। বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠানগুলো সাহিত্যকে সম্পদ ও উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করত। আজ সেই ধারণা আমূল বদলে গেছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অনেক সংস্থারই কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই। অনেক ক্ষেত্রে বই ছাপার পর লেখককেই অর্ধেক বই কিনতে বাধ্য করা হয়। আবার ‘প্রথম সংস্করণ শেষ’—এমন অতিরঞ্জিত প্রচার চালিয়ে কৃত্রিম সাফল্যের আবহ তৈরি করা হয়। তবে সব প্রকাশকই এমন নন; অনেক দায়িত্বশীল প্রকাশক আজও সৃষ্টিশীল লেখকের অমূল্য সৃষ্টিকে পরম মমতায় লালন করছেন। কিন্তু একটি বড় অংশই এখন সৃজনশীলতার চেয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাকেই সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করছে।

মনন ও দায়বদ্ধতার ভবিষ্যৎ

সাহিত্য কেবল লেখকের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, তা সমাজের বৌদ্ধিক পরিসরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিহাস সাক্ষী আছে, কালজয়ী সাহিত্য মানুষের চিন্তাচেতনা বদলে দিতে পারে এবং স্বৈরাচারী অচলায়ন গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই কোনও গ্রন্থ প্রকাশের আগে তার উদ্দেশ্য এবং অক্ষর অন্তরে লুকিয়ে থাকা বোধটুকু বুঝে নেওয়া প্রকাশকের নৈতিক দায়িত্ব। সাহিত্য কখনোই কেবল বাজারের নিয়মে বা নিছক বাণিজ্যিক মুনাফার ওপর ভিত্তি করে চলতে পারে না। প্রকাশকের কাছে যদি আর্থিক দিকটিই বড় হয়ে ওঠে, তবে মনন ও দায়বদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। গালভরা বিজ্ঞাপনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ফাঁদ চিনে নেওয়া আজ কবি ও লেখকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। সচেতন পাঠক ও দায়িত্বশীল প্রকাশকের মেলবন্ধনেই সাহিত্যের প্রকৃত গরিমা রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

(লেখক শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৫

পাশাপাশি : ১। ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ছে ৩। প্রেম-ভালোবাসার হিন্দু দেবী ৫। যে ব্যক্তির উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম ৬। উড়ে বেড়ায় ছোট পতঙ্গ ৮। দামামা জাতীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ১০। বড় পুকুর ১২। উদ্দীপনা, হুড়োহুড়ি বা গেঁজে ওঠা ১৪। বয়সে বড় বোন বা দিদি ১৫। যা দেখতে একেবারেই ভালো নয় ১৬। ডিম্বাকৃতি বল হাতে নিয়ে খেলা।

উপর-নীচ : ১। সামান্য ব্যক্তি ২। ঘরের দেওয়ালে স্যাঁতলা পড়া ৪। রগচটা বা উগ্র-মেজাজ ৭। কোমরবন্ধ বা কটিভূষণ ৯। বৌদ্ধ পুরোহিত ১০। ভারতীয় রাগ সংগীতের তারবাদ্য ১১। ওলাইচণ্ডীর অন্য নাম ১৩। কৃষি সংক্রান্ত ঋণ গ্রহণ।

সমাধান ■ ৪৩৭৪

পাশাপাশি : ১। নাসিকা ৩। ব্যবচ্ছেদ ৪। বিরক্তি ৫। গলগ্রহ ৭। থলি ১০। কচি ১২। সটকানো ১৪। গ্রাহক ১৫। পিতামহী ১৬। নাচন।

উপর-নীচ : ১। নাজারেথ ২। কাবিল ৩। ব্যক্তিগত ৬। গ্রন্থিক ৮। লিফট ৯। মনোগ্রাহী ১১। চিড়েতন ১৩। ঠেকনা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

‘কর্মবিমুখতা তৈরি করছে বিনামূল্যে পাওয়ার সংস্কৃতি’

খয়রাতির রাজনীতিতে ক্ষুব্ধ কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনি বৈতরণি পার হতে ভারতের রাজ্য-রাজনীতিতে এখন দানখয়রাতি আর বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, লড়কি-বহিন যোজনার মতো অজস্র জনমোহিনী প্রকল্পের মাধ্যমে ভোটারদের কিছু ‘পাইয়ে দেওয়ার’ বিনিময়ে তাঁদের ভোট ‘কিনে নেওয়ার’ যে প্রতিযোগিতা দেশব্যাপী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চলছে, তার বিরুদ্ধে এবার সতর্কবার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাডু রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার করা একটি আর্জির প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ সাফ বলেছে, ‘আপনাদের উচিত কর্মসংস্থানের জন্য নতুন পথ তৈরি করা। যাতে মানুষ মর্যাদা এবং আত্মসম্মান বজায় রেখে উপার্জন করতে পারেন। আপনারা দেশজুড়ে কী ধরনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছেন? আপনারা সকাল থেকে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে তারপর বিনামূল্যে সাইকেল, বিদ্যুৎ দেওয়ার পর আপনারা এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন, যেখানে মানুষের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন... ভাবুন একবার।’ শীর্ষ আদালতের আশঙ্কা, সব কিছু বিনামূল্যে পাওয়ার সংস্কৃতি সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতা তৈরি করছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের খয়রাতির রাজনীতিকে রেউড়ি সংস্কৃতি বলে কটাক্ষ করেছিলেন। যদিও তাঁর দলের হাতে থাকা একাধিক রাজ্য সরকারও সেই সংস্কৃতিকে সামনে রেখে ভোটারদের মন গলানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে বিভিন্ন সময়। সুপ্রিম কোর্টও বিভিন্ন সময় খয়রাতির রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেছিলেন, এই খয়রাতির কারণে মানুষ আর কাজ করতে চাইছেন না। সম্প্রতি আর্থিক সমীক্ষাতেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলির কারণে রাজ্যগুলির উন্নয়ন থমকে গিয়েছে বলে উদ্বেগ জানানো হয়েছিল। যদিও সেই উদ্বেগ নিরসনে খুব একটা আগ্রহী নয় রাজ্যগুলি।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকারদের জন্য মাসে ১৫০০ টাকা করে যুবসাথী নামক ভাতা দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়। এপ্রিল থেকে তা কার্যকর করার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে যুবসাথী প্রকল্পে নাম তুলতে কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে হিড়িক পড়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের সদস্যও রয়েছেন। বিনামূল্যে র‍্যাশন, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ তো আছেই। সবার জন্য এহেন হরির লুট নীতি নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

অন্যদিকে তামিলনাডুতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে একটি প্রকল্পে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘দেশের অধিকাংশ রাজ্যে রাজস্ব ঘাটতি সত্ত্বেও খয়রাতির রমরমা চলছে। আমরা বুঝতে পারছি, যাঁরা বিদ্যুতের বিল দিতে পারেন না তাঁদের জন্যই আপনাদের এই উদ্যোগ। কিন্তু কারা সেই বিল দিতে পারবেন আর কারা তা দিতে পারবেন না সেটা আলাদা না করে আপনারা পরিষেবা দিতে শুরু করলেন। এটা কি তুষ্ট করার নীতি নয়?’ ডিএমকে সরকারকে তিরস্কার করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, ‘আমাদের মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে। আপনারা যদি রাজস্ব উদ্বৃত্ত রাজ্যও হন, তাহলেও কি পরিকাঠামো উন্নয়ন, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ নির্মাণের মতো জনগণের সার্বিক বিকাশসাধন করা আপনাদের দায়িত্ব নয়?’

সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য শুনে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট সঠিক কথা বলেছে। বিহারের অবস্থা বাংলার মতো নয়। এখানে যেভাবে দানছত্র চলছে, তা আমরা মানতে পারি না।’ অন্যদিকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘নিরন্নদের পাশে থাকতেই হবে। কিন্তু এখন ভোট কেনার রাজনীতি চলছে।’ জবাবে তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘বাংলার মুখ্যমন্ত্রী গ্রামের মা-বোনেদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আদানি, আম্বানি, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদিদের কথা ভাবে। ওই শিল্পপতিরা ব্যাংকগুলি থেকে যত টাকা নিয়ে পালিয়েছেন, তা উদ্ধার না করে সেই ঋণের অঙ্ক মুছে ফেলা হয়েছে ব্যাংকের খাতা থেকে। ওই টাকা দিয়ে গরিব মানুষের জন্য প্রচুর কাজ করা যেত।’

বিজয়ী ভবোঃ বৃহস্পতিবার কামাখ্যা মন্দিরের বাইরে।

প্রধানমন্ত্রী হবেন

প্রিয়াংকাকে আশীর্বাদ সাধুর

গুয়াহাটি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেস আগামী দিনে বিজেপিকে হারিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করলে রাহুল এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার মধ্যে কাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে তা নিয়ে হাত শিবিরের অন্দরের তর্ক নতুন নয়। একটি গোষ্ঠীর বিশ্বাস, রাহুল গান্ধিই প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্য দাবিদার। অপরদিকে প্রিয়াংকার মধ্যে তাঁর ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধির ছায়া দেখেন বহু কংগ্রেসি নেতানেত্রী। এই বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার অসমের কামাখ্যা মন্দিরে প্রিয়াংকাকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশীর্বাদ করলেন এক নাগা সাধু। দু-দিনের কর্মসূচিতে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি আসেন প্রিয়াংকা।

বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান কামাখ্যা মন্দিরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গৌরব গগৈ সহ কংগ্রেসের একাধিক নেতানেত্রী। মন্দির দর্শনের পর ওয়েনাডের সাংসদের সঙ্গে এক নাগা সাধু (অনেকের মতে, তিনি ছিলেন একজন অঘোরী বাবা) সাক্ষাৎ হয়। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ওই সাধু প্রিয়াংকার মাথায় হাত রেখে বলছেন, ‘আমাদের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবেন।’ এই কথা শুনে কংগ্রেসনেত্রী হাসিমুখে সেখান থেকে চলে যান। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রথমবারের সাংসদ হিসেবে প্রিয়াংকা লোকসভায় যেভাবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন তা অনেকেরই নজর কেড়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সড়ক উন্নয়নমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে তাঁর সৌজন্য সাক্ষাৎও নজর এড়ায়নি। এদিকে এদিন অসমের প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর একটি কর্মীসভায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকারের বিরুদ্ধে ২০ দফা চার্জশিট প্রকাশ করেন প্রিয়াংকা গান্ধি। তিনি বলেন, ‘অসমের বিজেপি সরকার শুধু মানুষের নজর ঘোরানোর কাজ করছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে অসমের মানুষের হাত থেকে সমস্ত সম্পত্তি একটি পরিবারের হাতে জমা হচ্ছে।’

দ্রুত দিল্লি-ঢাকা ভিসা স্বাভাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ টানাপোড়েন আর কূটনৈতিক শীতলতা কাটিয়ে অবশেষে কি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক? সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, বাংলাদেশে ধাপে ধাপে সব ধরনের ভিসা পরিষেবা ফের চালু করার জোরদার প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারত। গত দেড় বছরের ‘বরফ’ গলে যাওয়ার এই ইঙ্গিত মিলেছে স্বয়ং বিদেশ মন্ত্রকের তৎপরতায়। পর্যটন থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক ভিসা— বন্ধ থাকা সব জানলা এবার একে একে খুলতে চলেছে।

সম্পর্কের নতুন সমীকরণ গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের পর শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং তৎপরবর্তী ডামাডোলে দুই দেশের সম্পর্কে বড়সড় ফাটল ধরেছিল। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, দিনে ৮ হাজার ভিসার জায়গায় সংখ্যাটা নেমে এসেছিল মাত্র দেড় হাজারে। তবে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জিতে বাংলাদেশে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। দিল্লির সঙ্গে ঢাকার দূরত্ব কমাতে উদ্যোগী হয়েছে দুই দেশই।

সিলেটে ইতিবাচক ইঙ্গিত সিলেটে নিযুক্ত ভারতের সিনিয়র কনস্যুলার আধিকারিক অনিরুদ্ধ দাস জানিয়েছেন, দুই দেশের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর কথায়, ‘সব ধরনের ভিসা ক্যাটাগরি চালুর প্রস্তুতি চলছে। দুই দেশের সাধারণ মানুষই এই সম্পর্কের প্রধান অংশীদার।’ বর্তমানে কেবল মেডিক্যাল ও ডাবল-এন্ট্রি ভিসা দেওয়া হলেও, খুব শীঘ্রই পর্যটন ভিসার জটও কেটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আকাশপথে স্পাইস জেটের ‘কাঁটা’ সম্পর্ক স্বাভাবিকের পথে হলেও একটি ছোট অস্বস্তি দানা বেঁধেছে আকাশসীমায়। বকেয়া নেভিগেশন চার্জ মেটাতে না পারায় ভারতের স্পাইস জেট বিমানকে বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দিচ্ছে না ঢাকা। ফলে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি বা ইম্ফলগামী বিমানগুলিকে এখন ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তবে কূটনৈতিক মহলের মতে, ভিসা সমস্যা মিটে গেলে এই ছোটখাটো আর্থিক জটিলতাও দ্রুত ধামাচাপা পড়বে।

তারেককে অভিনন্দন

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাজের কথাও সেরে নিয়েছেন তিনি। প্রথম চিঠির সিংহভাগ অংশজুড়ে রইল শুধুই বাণিজ্যের কথা। তারেককে ট্রাম্পের বার্তা, ‘আশা করি, ব্যবসা ক্ষেত্রে বর্তমান গতিকে বজায় রাখতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।’

আমেরিকার কুর্সিতে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে গত একবছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে তিনি প্রায় একরোখা হয়ে উঠেছেন। তাঁর শুল্কনীতির জেরে সারা বিশ্বে তোলপাড় পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে তারেকের সঙ্গে তাঁর সমীকরণ কেমন হবে তার ওপর নির্ভর করছে ঢাকা-ওয়াশিংটন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য। ট্রাম্প লিখেছেন, আমেরিকার সাধারণ মানুষের হয়ে আমি আপনাকে ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার মেয়াদ সফল হোক।

ট্রাম্পের মতে, ‘আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকলে ও উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হলে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে আরও মজবুত এবং সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।’ ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আশা করি, পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি বাস্তবায়ন করে আপনি আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অসাধারণ গতি বজায় রাখতে আমাকে সাহায্য করবেন।’

সিএএ মামলার চূড়ান্ত শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ ও তার বিধিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া ২৫০টিরও বেশি মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে মে মাসে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে, মে মাসের ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত ওই মামলাগুলির একসঙ্গে শুনানি চলবে। কোনও রিজয়েন্ডার থাকলে ১২ মে ফের শুনানি হবে। তারপর রায় সংরক্ষিত করে রাখা হবে।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, প্রথমে সাধারণ সিএএ মামলাগুলির শুনানি করা হবে। তারপর অসম ও ত্রিপুরায় সিএএ নিয়ে যে জটিলতাগুলি রয়েছে সেই সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি হবে।

২০১৯ সালে সিএএ আইন তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ওই আইন তৈরির পর সিএএ-র বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়।

পারস্য উপসাগরে মার্কিন নৌবহর

তেহরান, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার চায় ইরান। আমেরিকা চায় ইরানের পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ওমানের মধ্যস্থতায় জেনেভায় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে আলোচনা চললেও হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, আলোচনার মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি না হলে তারা সামরিক পদক্ষেপ করবে।

খবর, চলতি সপ্তাহে ইরানে হামলা চালাতে পারে মার্কিন সেনা। পারস্য ও ওমান উপসাগরে ইতিমধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা ড্রোনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। মোতায়েন হয়েছে নৌবহর। খবর, গত ৪৮ ঘণ্টায় এফ-১৬, এফ-২২-র মতো একাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমানকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধঘাঁটি থেকে উড়তে দেখা গিয়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে জ্বালানি ভরার ট্যাংকার বিমান। রিপোর্ট বলছে, পারস্য উপসাগরের ওপর দিয়ে গত দু’দিনে অন্তত পক্ষে দু’টি মার্কিন নৌবাহিনীর নর্থরোপ গ্রুমম্যান এমকিউ ৪-সি ট্রাইটন ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে। ড্রোনগুলির একটি উড়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির অল ধাফরা বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে। ড্রোনের নিয়ন্ত্রক রিমোর্ট কন্ট্রোল। রিপোর্টে এও বলা হয়, ড্রোনটি ইরানের উপকূলরেখা বরাবর আন্তর্জাতিক আকাশসীমা সাবধানে এড়িয়েছে।

ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড বিমানবাহী রণতরী ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইরানের দিকে এগোচ্ছে। রণতরীর সঙ্গে রয়েছে তিনটি গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, ইউএসএস মাহান, ইউএসএস বেইনব্রিজ ও ইউএসএস উইনস্টন চার্চিল মিসাইল ডেস্ট্রয়ার। নামানো হয়েছে বিমানবাহী রণতরী আব্রাহাম লিঙ্কনকেও। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো। সৌদি আরব, কাতার ও ওমান যাতে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ না হয় সেজন্য মরিয়া। যুদ্ধ শুরু হলে বন্ধ হয়ে যাবে হরমুজ প্রণালী, যা ওমান, পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরকে যুক্ত করেছে।

‘ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু সতর্ক থাকা দরকার’

কৃত্রিম মেধার ব্যবহার উন্মুক্ত করার ডাক মোদির

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিজ্ঞানের দানকে হতে হবে বহুজন নয়, সর্বজন হিতায় সর্বজন সুখায়। কৃত্রিম মেধা আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্চর্য আশীর্বাদ। কেবল তা-ই নয়, এই আবিষ্কারের ক্ষমতা রয়েছে মানব-ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বললেন, এআইকে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত, যাতে তার সুফল সবাই পায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নিয়ন্ত্রণে এআইকে রাখা কাম্য হতে পারে না।

এক জোটের বার্তা... বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এআই সম্মেলনে।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আয়োজিত ‘ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬’-এর উদ্বোধনী মঞ্চে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম মেধার গণতান্ত্রিকীকরণের বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের বাঘা বাঘা রাষ্ট্রনেতা ও প্রযুক্তিবিদদের উপস্থিতিতে ভারতের নিজস্ব ‘মানব’ ভিশন উন্মোচন করেন তিনি। মোদি জোর দিয়ে বলেন, ‘এআই বিপ্লবে ভারত নিছক অংশগ্রহণ করছে না, নেতৃত্বও দিচ্ছে।’

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করে দেন, এআই-কে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্যে পরিণত হতে দেওয়া যাবে না। তাঁর কথায়, ‘এআই প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষমতায়নের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি।’ তাঁর মতে, মানুষ যেন কেবল এআই-এর কাছে তথ্যের ভাণ্ডার বা ‘ডেটা পয়েন্ট’ হিসাবে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং প্রযুক্তির লাগাম যেন সর্বদা মানুষের হাতেই থাকে।

ভারতের ‘মানব’ দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। ‘এম’ দিয়ে তিনি নৈতিক ব্যবস্থা, ‘এ’ দিয়ে দায়বদ্ধ শাসন, ‘এন’ দিয়ে জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ‘এ’ দিয়ে সুলভ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি এবং ‘ভি’ দিয়ে বৈধতাকে চিহ্নিত করেন। এই লক্ষ্যটি চলতি শতকের এআই-নির্ভর বিশ্বে মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তবে একই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি সতর্ক করেছেন, ডিপফেক এবং বানোয়াট তথ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তবে মোদি বলেন, এআইকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু এর ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকা দরকার। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং ইউপিআই-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মালিয়া জট

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পলাতক ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়া বম্বে হাইকোর্টকে জানিয়েছেন, তাঁর পক্ষে ভারতে ফেরার কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে মালিয়া আদালতকে জানান, বর্তমানে তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করা হয়েছে এবং ব্রিটিশ আদালতের নির্দেশে তিনি ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ছাড়তে পারছেন না।

মালিয়ার আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে ওঠা মামলার শুনানির জন্য মালিয়ার সশরীরে উপস্থিত থাকা আবশ্যক নয়। কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এর বিরোধিতা করে জানান, আইন অমান্যকারী কোনও ব্যক্তি আদালতের বিশেষ অনুগ্রহ পেতে পারেন না। আদালত মালিয়াকে তাঁর বক্তব্য হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছিল, মালিয়া দেশে না ফিরলে তাঁর আর্জি শোনা হবে না।

অনিল কথা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে যাবেন না শিল্পপতি অনিল আম্বানি। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনই জানিয়েছেন তিনি। দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি এবং সিবিআইয়ের তদন্তেও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অভিযুক্ত শিল্পপতি। অনিল আম্বানি গোষ্ঠীর অধীনস্থ সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ঋণ প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ৪০ হাজার কোটিরও বেশি টাকার ঋণ প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ।

যুদ্ধের আশঙ্কায় ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ইরানে হামলা করতে পারে আমেরিকা। এই আশঙ্কায় ধস নামল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। একদিনে লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১২৩৬.১১ পয়েন্ট নেমে ৮২৪৯৪.১৪ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৬৫.০ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৫৪৫৪.৩৫ পয়েন্টে। লেনদেন চলাকালীন একসময়ে সেনসেক্স এবং নিফটি যথাক্রমে ১৪০০ এবং ৪৩০ পয়েন্ট নেমে গিয়েছিল। বাজার বন্ধের আগে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়। যুদ্ধের আশঙ্কার পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি, আমেরিকায় সুদের হার কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়া এবং আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের অস্থিরতাও ধাক্কা দিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

জন্মদিনে গ্রেপ্তার প্রাক্তন ব্রিটিশ যুবরাজ

লন্ডন, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজপুত্র অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসরকে জনস্বার্থবিরোধী অসদাচরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। থেমস ভ্যালি পুলিশ বৃহস্পতিবার ৬৬ বছর বয়সি অ্যান্ড্রুকে হেপাজতে নেয়। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১০ সালে দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইনের সঙ্গে গোপন বাণিজ্যিক প্রতিবেদন ভাগ করে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে নানা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকায় গত বছরই রাজা তৃতীয় চার্লস অ্যান্ড্রুর সমস্ত রাজকীয় উপাধি কেড়ে নিয়েছিলেন। ভাইয়ের এই গ্রেপ্তারির ঘটনায় রাজা ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, আইনের গতি আইনই নির্ধারণ করবে এবং একটি ‘সুষ্ঠু ও যথাযথ’ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারও এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেছেন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। যদিও অ্যান্ড্রু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন, তবে এই গ্রেপ্তারির ফলে ব্রিটিশ রাজপরিবার নতুন করে আইনি ও সামাজিক অস্বস্তির মুখে পড়েছে।

হাসিনা-বিরোধী নেতা ধৃত

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের নেতা তথা এক হিন্দু পুলিশ আধিকারিককে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত এক ছাত্র নেতাকে আটক করা হল দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দরে। তাঁর নাম আহমেদ রাজা হাসান মেহদি। সূত্রের খবর, ওই ছাত্র নেতাকে আটক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইউরোপগামী বিমানে বিদেশে পালানোর চেষ্টা করছিলেন মেহদি।

উধাও ৭০ হাজার কোটি

বিরিয়ানির হাঁড়িতে মেগা কর ফাঁকি

হায়দরাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : হায়দরাবাদি বিরিয়ানির গন্ধে এমনিতেই জিভে জল আসে, কিন্তু এবার সেই বিরিয়ানির হাঁড়ি থেকেই যে দুর্নীতির এমন উৎকট গন্ধ বেরোবে, তা কে জানত! রুটিন তল্লাশিতে গিয়ে আয়কর কর্তাদের চক্ষু চড়কগাছ। হায়দরাবাদের কয়েকটি বিরিয়ানির দোকানে কর ফাঁকির তদন্ত করতে গিয়ে গোটা দেশজুড়ে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার এক মেগা-কেলেঙ্কারির হদিস পেল আয়কর দপ্তর।

খদ্দেররা তো গোগ্রাসে বিরিয়ানি খেয়ে পুরো বিল মিটিয়েই হাসিমুখে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু আসল খেলাটা শুরু হত ক্যাশ কাউন্টারে। দেশজুড়ে প্রায় ১.৭৭ লক্ষ রেস্তোরাঁ একটি নির্দিষ্ট বিলিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে (যা ভারতের রেস্তোরাঁ বাজারের প্রায় ১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে)। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমেই চলত দিনের পর দিন ডিজিটাল কারচুপি।

ভ্যানিশ ম্যাজিক : ক্যাশে পেমেন্ট হওয়ার পর, সফটওয়্যারের ব্যাকএন্ড থেকে সেই বিল বেমালুম ডিলিট করে দেওয়া হত। ক্যাশ লেনদেন ট্র্যাক করা কঠিন, তাই এই পথটাই বেছে নিয়েছিল মালিকরা।

বাল্ক ডিলিট : কখনও কখনও পুরো এক মাসের বিলিং ডেটা এক ক্লিকে মুছে দেওয়া হত।

ভুয়ো রিটার্ন : বিক্রি হত আকাশছোঁয়া, অথচ খাতায়-কলমে আয়কর রিটার্ন জমা পড়ত একদম সামান্য।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকে এইভাবে মোট বিক্রির প্রায় ২৭ শতাংশ লুকোনো হয়েছে। আহমেদাবাদে থাকা ওই সফটওয়্যার কোম্পানির ডেটাবেস ঘেঁটে প্রায় ১৩,৩১৭ কোটি টাকার ডিলিট করা ইনভয়েসের সরাসরি প্রমাণ মিলেছে!

আয়কর দপ্তর এবার আর পুরনো আমলের খাতা-পেন্সিলে আটকে নেই। হায়দরাবাদের ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাবে প্রায় ৬০ টেরাবাইট ডেটা এবং ২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকার বিলিং হিসেব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাহায্য নেওয়া হয়েছে কৃত্রিম মেধা এবং জেনারেটিভ এআই-এর। ওপেন সোর্স থেকে প্যান এবং জিএসটি নম্বরের সঙ্গে রেস্তোরাঁর আসল বিক্রির তথ্য মিলিয়ে দেখতেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে আস্ত এনাকোন্ডা বেরিয়ে পড়েছে।

তদন্ত শুরু হয়েছিল হায়দরাবাদ ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, কিন্তু জালিয়াতির জাল ছড়িয়েছে গোটা দেশে।

কর্তাদের দাবি, এটি তো মাত্র একটি বিলিং সফটওয়্যারের হিসেব। দেশের খাদ্য ও আতিথেয়তা শিল্পে এমন আরও বহু সফটওয়্যার রয়েছে। সেগুলোতেও তল্লাশি চালালে দুর্নীতির অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভেবেই শিউরে উঠছেন বিশেষজ্ঞরা। আগামী দিনে রেস্তোরাঁর ডিজিটাল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে যে আয়কর দপ্তরের কড়া নজরদারি বসতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

■ **শীর্ষে কর্ণাটক :** সবচেয়ে বেশি ডিলিট করা বিলের হদিস মিলেছে কর্ণাটকে (প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা)

■ **দ্বিতীয় ও তৃতীয় :** এই তালিকায় রয়েছে তেলেঙ্গানা (১,৫০০ কোটি) এবং তামিলনাড়ু (১,২০০ কোটি)

■ **অন্যান্য :** মহারাষ্ট্র, গুজরাট সহ দেশের অন্যান্য প্রান্তেও তদন্তের জাল গোটানো হচ্ছে

ঐতিহ্য আর ফ্যাশন, মেলালেন প্রিয়াংকা

দ্য ব্লাফ-এর প্রিমিয়ারে হলুদ শাড়ির সঙ্গে থাই-হাই স্লিটের জমকালো কম্বিনেশনে হাজির ছিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। ফ্যাশনে তিনি বরাবরই দুরন্ত। আবারও সেই চেনা মেজাজেই তিনি এলেন, তার সঙ্গে প্রমাণ করলেন ভারতীয় ফ্যাশন পাল্লা দিতে পারে পশ্চিমী ফ্যাশনের সঙ্গে। এই পোশাকের ছবি তিনি নিজেই দিয়েছেন ইন্সটায়। হলুদ শাড়ির সঙ্গে মডার্ন টুইস্টের যোগ মানে উন্মুক্ত উরু, মাথায় শাড়ির আঁচল তোলা—দৃপ্ত ভঙ্গীতে এই ফ্যাশনের প্রতিনিধি হয়েই তিনি প্রিমিয়ারে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বক্তব্য, 'ছবিতে আমার চরিত্রের নাম আরসেল বডেন। এভাবে মাথায় দোপাট্টা দিয়ে প্রিমিয়ারে আসা মানে এই চরিত্রকেই হাজির করা। এটাই এই চরিত্রের পরিচয় আর শক্তি। আমি শাড়ি খুব ভালোবাসি। আগের বছর শাড়ি পরে আমার দারুণ লেগেছিল। ভাবলাম এবারও এটাই ট্রাই করব। শাড়ি খুব সহজ সরল। শাড়ি পরে হাঁটাচলার সময় নিজেকে শিকড়ের খুব কাছাকাছি মনে হয়। তারপর হলুদ রং, মানে যেন ভারতীয় খাবারের প্লেট। এর সঙ্গে শাড়িকে বিশ্বের ফ্যাশনের ময়দানে তুলে ধরার আনন্দই আলাদা। প্রমাণ হল, ভারতীয় ফ্যাশন বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করছে।' দ্য ব্লাফ ১৮০০ শতকের প্রেক্ষাপটে নির্মীত। প্রিয়াংকা এখানে আরসেন বডেন, অতীতের জলদস্যু, নাম ছিল ব্লাডি মেরি। এখন তার বাচ্চাকে বাঁচাতে যেকোনও বাধা পার হতে বধ্যপরিকর। অভিনয়ে আছেন, টেমুয়েরা মরিসন, ইসমাইল ক্রুজ করডোভা, প্রমুখ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ছবির মুক্তি।

সৌরভের বায়োপিক শুরু করলেন রাজকুমার

মার্চে শুরু হচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। রাজকুমার রাও হচ্ছেন পর্দার সৌরভ এবং তার প্রস্তুতি শেষ। প্রথম শিডিউল হবে লন্ডনের লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। সূত্র বলছে, নির্মাতারা লর্ডস ও ইডেন উদ্যানকে বেছে নিয়েছেন সৌরভের কেরিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে তুলে ধরার জন্য। লর্ডসকে ক্রিকেটের মক্কা বলা হয় এবং এই গ্রাউন্ডের সঙ্গে সৌরভের নাড়ির যোগ। নির্মাতারা কোনও সেট বানিয়ে শুটিং করবেন না, আসল জয়গাতেই করবেন। ছবি হবে বড় ক্যানভাসে-- কলকাতা, মুম্বাই, লন্ডনে শুটিং হবে। ২০২৫ সালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি সৌরভ হচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'দাদা বলে দিয়েছে, এবার আমিও বলছি, হ্যাঁ, আমি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক করছি। এর দায়িত্ব অনেক, তবে এটা বুঝেছি, খুব আনন্দও হবে।'

সম্প্রতি বোলতি খিড়কিয়া শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রাজকুমার রাওকে দেখা যায়। তাঁর মেদবহুল চেহারা, কাঁচাপাকা দাড়ি দেখে দর্শক ভাবতে শুরু করেন, তিনি বুঝি অসুস্থ। রাজকুমারকেই জানাতে হয়, এসবই উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিকের জন্য। তাঁর কথায়, 'আমি প্রস্থেটিক মেকআপে বিশ্বাস করি না। চরিত্রের ভিতরে যাই পরিশ্রম করে, তার জন্য ওজন বাড়ানো বা কমানো—যা দরকার তাই করি।' বাস্তবিকই তিনি বোস-এর জন্য ওজন বাড়িয়েছিলেন, ট্র্যাপড ছবির জন্য কমিয়েছিলেন ওজন।

শাহিদের আগে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন আমির

বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে 'ও রোমিও'। ছবির গোড়ায় ডিসক্লেমারে আমির খানের নাম দেখে দর্শক অবাক। তাহলে কি শাহিদ কাপুর নন, আমির হতেন ছবির নায়ক, নাকি তিনি ক্যামেও করবেন?

জানা গিয়েছে, কোনওটাই নয়। তিনি ছবিতে নেই, ক্যামেওতেও না। ছবির পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ বলেছেন, 'আমির সবার আগে ছবির চিত্রনাট্য শুনতে চেয়েছিলেন। যখন শুনলেন, তিনি পরামর্শ দেন, ছবির গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কারওর খুন হওয়া খুব দরকার। ছবিতে রেস্তোরাঁয় উকিল অঞ্জুম আনসারির খুন হয়, এটা আমিরের পরামর্শেই হয়েছে। এই ঘটনা ছবির টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গিয়েছে। এরপরই উস্তারা (শাহিদ) আফশানকে (তৃপ্তি) অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। তার প্রতিশোধস্পৃহা দেখে অবাক হয়। তারপর থেকে তার সঙ্গেই তার পথহাঁটা শুরু করবে বলে সে ঠিক করে। ছবি এখান থেকেই ঘুরে যায়। এইরকম বদল আনার জন্য আমিরই বলেছেন, তাই তাকে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

উল্লিখিত দুই অভিনেতা ছাড়া ছবিতে আছেন নানা পাটেকর, অবিনাশ তিওয়ারি প্রমুখ। স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্সে আছেন তমান্না ভাটিয়া, বিক্রান্ত মাসে, দিশা পাটানি প্রমুখ। ছবি মুক্তি পেয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি।

পোস্টে অমিতাভ 'চুপ'

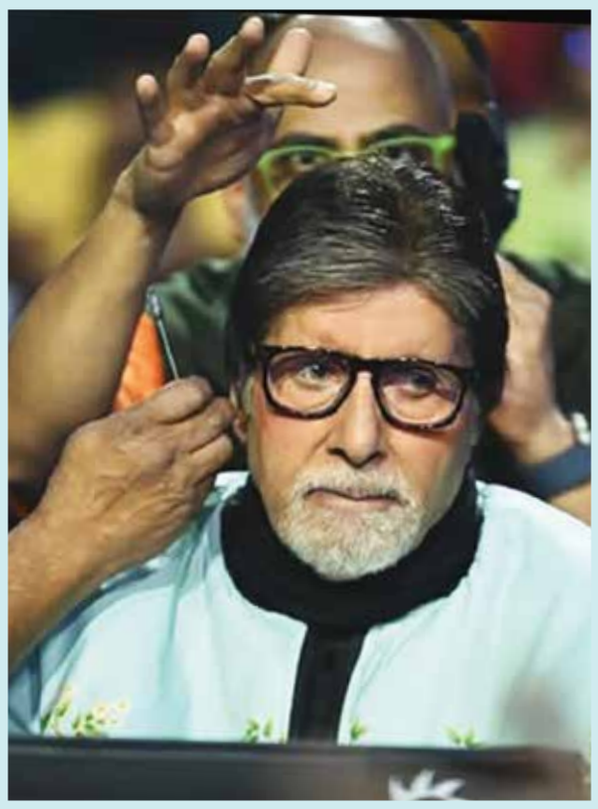

মাঝেমাঝেই অদ্ভুত অর্থবাহী পোস্ট করেন অমিতাভ বচ্চন। বিস্ময়ের পরে বোঝা যায়, এই পোস্টের পিছনে বিশেষ ইঙ্গিত আছে। আবার এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন তিনি। তাঁর পোস্টে লেখা 'চুপ'। কেন এমন লিখলেন, তার জন্য জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, আপনি কথা বলুন, আমরা চুপ করে থাকব। কারও বক্তব্য, আবার কি কোনও সমস্যা হয়েছে! এটুকু লিখে চুপ করে যাবেন না। বস্তুত, এরকম পোস্ট তিনি আগেও করেছেন। যখন তাঁর বাড়ির ঝামেলার কথা বারবার বাইরে আসছিল, তিনি তখন লিখেছিলেন, শান্ত হও। আবার তিনি 'চুপ' লিখছেন। তাহলে কি আবার বচ্চন পরিবারে কোনও ঝামেলা শুরু হল! তার জন্যই কি তিনি চুপ করে থাকার কথা বলছেন—নেটমহল তেমনটাই ভাবছে।

ধুরন্ধর ২, কমল সময়সীমা

৭৫ দিন ধরে বক্স অফিসে ঝড় তুলে চলেছে ধুরন্ধর। এবার মার্চে আসছে ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ মানে ধুরন্ধর ২। সেন্সর বোর্ড ছবিকে ইউএ অর্থাৎ ১৬ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে। প্রথম ভগের থেকে এই ভাগের জন্য ৬ মিনিট কম সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। প্রথমে ছবির সময়সীমা ছিল ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। ধুরন্ধরের প্রথম ভাগে হামজা আলি মজহারি (রণবীর সিং) ভারতীয় আন্ডারকভার, যে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের উৎখাত করার জন্য ওখানে গিয়েছে। সে এক সন্ত্রাসী রহমান ডাকায়েতকে ধ্বংস করার পর নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেয়। এবার তার লক্ষ্য আইএসআই-এর নেতা বড়া সাহাবের ধ্বংস। ছবির মুক্তি ১৯ মার্চ।

একনজরে সেরা

নাচছেন রাজপাল

এক সংস্থার ন-কোটি টাকা দেননি, তাই রাজপাল যাদবের ঠাঁই হয় তিহার জেলে। দেড় কোটি টাকা জামিন দিয়ে ভাইঝির বিয়েতে শাহারানপুরের পৈতৃক ভিটেতে গিয়েছেন। বিয়েবাড়িতে সাধারণ পোশাকে নারী-পরিবেষ্টিত হয়ে রাজপালের বাজনার তালে নাচার ভিডিও নেটে ঘুরছে। তিনি জামিন পেতে অনুরাগীরা উচ্ছ্বসিত। রাজপালও সবাইকে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আবার প্রলয় ২

রাজ চক্রবর্তীর প্রলয় সিরিজের দ্বিতীয় সিজন আবার প্রলয় ২-র ট্রেলার বেরোল। ভিনদেশ থেকে বাংলায় এসে নানা অপরাধে অপরাধীদের শেষ করতে আসছে পুলিশ অফিসার অনিমেষ দত্ত। অভিনয়ে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। 'বাংলায় বসে হারামের ভাত খাওয়া'র মতো সংলাপ দিয়ে পরিচালক বাংলা ও বাঙালিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ট্রেলারেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসছে ২৭ ফেব্রুয়ারি, জি ফাইভে।

বিয়ের পরই

বিয়ের ছ-দিনের মাথায় উইন্ডোজের ছবি ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ছবির ডাবিংয়ে গেলেন শ্যামৌপ্তী মুদল। এটি তাঁর প্রথম ফিচার ফিল্ম। তাঁর কথায়, আমার কেরিয়ারের প্রথম ছবি উইন্ডোজের সঙ্গে। প্রথম সবকিছুই সুন্দর। এখন মুক্তির পর সকলের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। উল্লেখ্য, রবিবার রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে নায়িকার বিয়ে হয়।

কৌতুকশিল্পীর প্রয়াণ

বিশিষ্ট কৌতুকশিল্পী ও উপস্থাপক উত্তম দাস প্রয়াত। খড়দহের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসে তিনি খুব কম সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। আশির দশক থেকেই তাঁর উত্থান। দীর্ঘদিন তিনি মানুষকে হাসিয়েছিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, 'তিনি মঞ্চে উঠলেই জাদু সৃষ্টি করতেন'। সংগীতশিল্পী জোজোও শিল্পী উত্তম দাসের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন।

জামিন হল

৩০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিল পরিচালক বিক্রম ভাট ও তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভাটকে। ২০২৫-এ উদয়পুরে তাঁদের বিরুদ্ধে ডা. অজয় মুন্দ্রা এফআইআর করেন। তাঁর অভিযোগ, চারটি ফিচার ফিল্ম ও প্রয়াত স্ত্রীর ওপর তথ্যচিত্রের জন্য তিনি টাকা দেন ভাটের সংস্থাকে। কিন্তু ছবিও হয়নি, টাকাও ফেরত পাননি।

বিজয়, রশ্মিকার বিয়ের আলো

অনেক চেষ্টা করেও সব গোপন করতে পারেননি। বিজয় দেবারাকোন্ডা ও রশ্মিকা মানডানার বিয়ের কার্ড বাইরে এসে গিয়েছে। এবার পাপারাৎজির ক্যামেরায় ধরা পড়েছে দুই তারকার বিয়েবাড়ির সাজগোজ। উদয়পুরে আলোয় আলোকিত সে বাড়ি। ওঁদের দুজনকে আবার হায়দরাবাদের বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে, বিয়ের প্রস্তুতি দেখতেই তাঁরা উদয়পুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ফিরছেন এবং বর-কনে এই জল্পনায় মোটেও কান দেননি, কোনও উত্তরও দেননি। ওঁদের লুকও বদলেছে। একটি ছবির জন্য বড় চুল রেখেছিলেন বর, তিনি সে সব কেটে নিজের লুকে ফিরেছেন। রশ্মিকারও হাতে লক্ষাধিক টাকার আংটি জ্বলজ্বল করছে। শোনা গিয়েছিল, গত অক্টোবরে নাকি তাঁদের বাগদান হয়ে গিয়েছে, এ আংটি তারই স্মারক। প্রশ্নটি করাতে রশ্মিকা হেসে বলেছেন, 'তাও জানেন দেখছি'। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিয়ে, ৪ মার্চ রিসেপশন হবে হায়দরাবাদে।

হেলেনকে মানতে পারেননি সলমন

সলমন খানের বাবা ও বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার সেলিম খানের দ্বিতীয় স্ত্রী হেলেন। তাঁকে বাবার পাশে মেনে নিতে পারেননি সলমন খান। কখনও ছেলেমানুষিতে ভরা, মজা করার মানুষ, কখনও মেজাজি, রাগি এই মিয়াঁ পরিবারকে খুব ভালোবাসেন। মা সালমা তাঁর প্রাণ। সেই মায়ের পাশে আর একজনকে যখন নিয়ে এলেন বাবা সেলিম, তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। রাগও হয়েছিল। ১৯৮১-তে এই বিয়ে হয়। তখনই সালমা ও সেলিমের চার সন্তান সলমন, আরবাজ, সোহেল, আলভিরা। পরে অর্পিতাকে দত্তক নেন সেলিমরা। কিন্তু এই সুখী দাম্পত্যে হেলেনের আগমন সলমনকে ভেঙে দিয়েছিল। আরও কষ্ট পেয়েছিলেম মাকে কষ্ট পেতে দেখে, কারণ মা তাঁর পরম আশ্রয়। হেলেনও এই সম্পর্কে জড়িয়ে সেলিমের সংসারে সমস্যা তৈরি করতে চাননি। কিন্তু সেলিমকে ভালোবেসেছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। ফলে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তিনি ঘোমটা দিয়ে ঘুরতেন যাতে সালমার মুখোমুখি তাঁকে হতে না হয়। এতটাই শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর সেলিমের সংসারের প্রতি। পরে অনেক বছর কেটে গিয়েছে। খান পরিবার হেলেনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে। এখন সবাই এক—ক্যামেরার সামনে হোক বা বাইরে।

বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন

আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

f LIVE

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

মারামারি করে ধৃত ২ তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গাড়িতে বাইক ধাক্কা মারার প্রতিবাদ করায় দুই তরুণের হাতে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মাটিগাড়ার শুটকি হাট এলাকায়। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ঘটনাস্থলে হাজির হয় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুজনকে আটক করে পুলিশ। পরে মারধরে আহত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগও করা হয়েছে।

ধৃত দুজনই পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হেমন্ত বসু কলোনি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাবতীয় ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে। ট্রেন চলে যাওয়ার পর রেলগেট খুলে যেতেই ওই ব্যক্তি নিজের গাড়ি নিয়ে এগোতে থাকেন। অভিযোগ, সেই সময় অতিরিক্ত গতিতে একটি বাইক যেতে গিয়ে গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে। এরপরই ওই ব্যক্তি প্রতিবাদ শুরু করলে তাঁর ওপর চড়াও হয় বাইকে থাকা ওই দুই তরুণ। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। ধৃত দুজনের আরও কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপের রেকর্ড রয়েছে কি না, তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তিনবাত্তি মোড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফুলবাড়ি থেকে বাড়ির ফেরার পথে বুধবার রাতে তিনবাত্তি মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত তরুণ শর্মা (৩৩) শিলিগুড়ির শক্তিগড় ২ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা। তরুণ ফুলবাড়ির আমায়দিঘি এলাকার একটি ট্রান্সপোর্ট সংস্থায় ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। কাজ শেষ করে প্রতিদিন রাতে প্রায় ১১টার দিকে তিনি বাড়ি ফিরতেন। বুধবার রাতে ওই সময় বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনবাত্তি মোড়ে একটি টোটোর সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন তরুণ। সেখানে একটি চারচাকার গাড়ি তরুণকে পিষে দেয়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইকচালকের। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

শিলিগুড়িকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর ঘোষণার দাবি

প্রস্তাব যাচ্ছে কেন্দ্রে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শহর শিলিগুড়ির কৌশলগত গুরুত্বকে জাতীয় স্তরে মান্যতা দেওয়ার জোরালো দাবি উঠেছে। শিলিগুড়িকে 'সিটি অফ ন্যাশনাল ইম্পরট্যান্স' বা 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর' ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

পুরনিগমের এই প্রস্তাবে শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি দার্জিলিং মেলের টার্মিনেশন পয়েন্ট বদল এবং শতাব্দীপ্রাচীন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ স্বীকৃতির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই শহরের একটা গুরুত্ব রয়েছে। আমরা প্রস্তাব পাঠাব।'

ভৌগোলিক দিক থেকে শিলিগুড়ির অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ- এই তিন দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় এই শহরের জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ নির্ভর করে। এছাড়াও সিকিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে সড়ক ও রেল যোগাযোগের মূল মাধ্যমও 'শিলিগুড়ি করিডর'। পুরনিগমের তৃণমূল বোর্ডের মতে, শহরের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করেই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহরের তকমা দেওয়া উচিত। এই স্বীকৃতি মিললে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরিকাঠামো, পানীয় জল ও সড়ক

- ভৌগোলিক দিক থেকে শিলিগুড়ির অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ
- শহরের সঙ্গে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা রয়েছে
- এই শহরের জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বড় অংশ নির্ভর করে

শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব পেশ হলে সেটা ভালো জিনিস। তবে কথা দিচ্ছি '২৬ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে কাজটি করাব।

-শংকর ঘোষ, বিধায়ক

উন্নয়নের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ পাওয়া সম্ভব হবে। যা শহরের দীর্ঘমেয়াদি এবং পরিকল্পিত উন্নয়নে সাহায্য করবে।

এই প্রস্তাবের যে দাবিগুলি পাঠানো হচ্ছে তার মধ্যে দার্জিলিং মেলের টার্মিনেশন পয়েন্ট হলদিবাড়ির পরিবর্তে পুনরায় এনজেপি করার দাবিও রয়েছে। পাশাপাশি, শিলিগুড়ির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। শতাব্দী পুরোনো শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাহী স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সূচনা এবং এই অঞ্চলের আদি রেল যোগাযোগের নীরব সাক্ষী এই টাউন স্টেশন। কালের নিয়মে আধুনিক স্টেশনের ভিড়ে টাউন স্টেশনের জৌলুস কমলেও, এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। হেরিটেজ স্বীকৃতি মিললে স্টেশনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে এবং এটি পর্যটকদের কাছে একটি নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে মত পুরকর্তাদের। এর বাইরে পুরোনো রেলবাস চালানোর দাবি উঠেছে। এনজেপি থেকে বাগডোগরা এই রেলবাস চালানো হলে যানজট সমস্যার সমাধান হতে পারে, সাধারণ মানুষ কম খরচে দ্রুত বাগডোগরা পৌঁছাতে পারবে বলে মত পুরনিগমের কর্তাদের।

পুরনিগমের এই প্রস্তাব কেন্দ্র মেনে নিলে শহরের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হতে পারে বলে মনে করছেন পুরকর্তারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে প্যাঁচে ফেলতে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড এই ফাঁদ পেতেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা। তৃণমূল জানে তাঁদের বোর্ডের পাঠানো প্রস্তাবে এত সহজে স্বীকৃতি দেবে না কেন্দ্র। স্বীকৃতি না দিলে সেটাও তৃণমূল ফলাও করে প্রচার করতে পারবে। তাই প্রস্তাবটি দ্রুত চূড়ান্ত করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব পেশ হলে সেটা ভালো জিনিস। তবে কথা দিচ্ছি '২৬ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে কাজটি করাব।'

সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথিতে প্রার্থনাসভায় ভক্তরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়িতে ধৃত ৩ মাদক কারবারি

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে মাদক পাচারের বড়সড়ো ছক বানচাল করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। হাতবদল হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল তিন মাদক কারবারি। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫০০ গ্রামের বেশি ব্রাউন সুগার। ধৃতদের নাম জাহিদুল্লাহ মোমেন, ইফতারুল এবং রামকুমার মণ্ডল। জাহিদুল্লাহ মালদার বাসিন্দা এবং ইফতারুল ইসলামপুরের রামগঞ্জের বাসিন্দা। আর রামকুমার শিলিগুড়ির ভানুনগরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাহিদুল্লাহ ও ইফতারুল একটি সিকিম নম্বরের বাইক নিয়ে শিলিগুড়ির ইন্দিরা গান্ধি ময়দান সংলগ্ন এলাকায় এসেছিল।

৫০০ গ্রামের বেশি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

সেখানে রামকুমারের হাতে মাদক তুলে দেওয়ার কথা ছিল তাদের।

গোপন সূত্রে এই খবর আগে থেকেই ছিল পুলিশের কাছে। সেই মতো প্রধাননগর থানার পুলিশ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ওঁত পেতে বসেছিল। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কারবারিরা পালানোর চেষ্টা করে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ ধাওয়া করে তিনজনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার ছাড়াও ১৯ হাজার টাকা এবং পাচারে ব্যবহৃত বাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার কোথা থেকে এবং কোন পথে শিলিগুড়িতে আনা হয়েছিল, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে টিকিট কাউন্টারের সামনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

থার্মোকল থেকে বোতাম বানাবে পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করতে পারবে না শিলিগুড়ি পুরনিগম। তাই শিলিগুড়িতে এবার থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে একটি থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি করা হবে। আগামী আর্থিক বর্ষে এই সংক্রান্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি করে সেখানে বিভিন্ন এলাকার থার্মোকল নিয়ে এসে প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হবে। যে সংস্থার সঙ্গে চুক্তি থাকবে সেই সংস্থার মাধ্যমে ওই সামগ্রীগুলি বিক্রি করা হবে। এই ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসরাণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'প্রতিদিন শহরে প্রচুর থার্মোকল পড়ে থাকছে। সেগুলি সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যেই প্ল্যান্ট তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

শিলিগুড়ির মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারে সব চাইতে বেশি থার্মোকলের ব্যবহার হয়। প্রতিদিন সকালে লরি ভরে ভরে মাছ আসে মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারে। ওই মাছ আসছে থার্মোকলের বাক্সে। মাছ সব আনলোডের পর সমস্ত থার্মোকলের বাক্স মার্কেটের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকছে। এতে দূষণ বাড়ছে। অন্যদিকে, কিছু কিছু সময় এই থার্মোকল আবার পোড়ানো হয়। যে কারণে বাতাসেও দূষণ হচ্ছে। মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাইরেও গোটা শহরে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকছে থার্মোকল। পুরনিগম বারবার মুখে বললেও থার্মোকল বন্ধ করতে সেরকম সদর্থক উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগকে।

এদিকে, রেগুলেটেড মার্কেটে থার্মোকলের বাক্সের পরিবর্তে প্লাস্টিকের বাক্সের ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিল পুরনিগম। এই নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকও হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা জানিয়ে দেন, এমন কিছু মাছ রয়েছে যেগুলি থার্মোকলের বাক্সে না আনলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই পুরোপুরিভাবে থার্মোকলের বাক্স ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব নয়। এরপরেই পুরনিগম সিদ্ধান্ত নেয়, শহরে একটি থার্মোকল

- ডাম্পিং গ্রাউন্ডে একটি থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি করবে পুরনিগম
- শিলিগুড়িতে দূষণ রুখতে এই প্রকল্পে প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ হবে
- এখানে থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ করে জামার বোতাম, চাকা তৈরি করা হবে

প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি হবে। সেইমতো কলকাতা গিয়ে একাধিক পুরসভা ঘুরে এই থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট দেখে আসেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক এবং তাঁর দপ্তরের আধিকারিকরা। তিনি ঘুরে এসে রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুরনিগমের অন্দরে আলোচনা হয় এবং ডিপিআর তৈরি করা হয়। সেই ডিপিআর অনুযায়ী প্রায় দেড় কোটি টাকার খরচ রয়েছে। সেইমতো এবারের বাজেটে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই থার্মোকল প্রক্রিয়াকরণ করে সেখান থেকে জামার বোতাম, চাকা তৈরি করা হবে।

শিলিগুড়িতে চিটফান্ড নিয়ে সরব ফোরাম

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চিটফান্ড সাফারার্স অ্যান্ড এজেন্ট ইউনিটি ফোরাম-এর উত্তরবঙ্গ শাখার তরফে বৃহস্পতিবার হিলকার্ট রোড এলাকার একটি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের আহ্বায়ক পার্থ মৈত্র বলেন, '১৫৭টি চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে আমরা মামলা করেছি। আদালতের নির্দেশে তার মধ্যে ৬৬টি সংস্থা আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সংগঠনের তরফে আমানতকারীদের আবেদন করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গে ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। তবে অনেক আমানতকারী ইতিমধ্যে টাকা ফেরতও পেয়েছেন।'

তরুণকে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বান্দ্রিজোত এলাকার একটি চার্চ থেকে চুরির ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম কুশল কার্জি। তিনি বান্দ্রিজোত এলাকারই বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের শুরুর দিকে ওই চার্চে চুরির ঘটনা ঘটে। চার্চের বেশকিছু সামগ্রী চুরি করা হয়। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অভিযানে পাকড়াও ৪

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ৪ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রাজেন পণ্ডিত গৌরাঙ্গপল্লির বাসিন্দা। বাকিদের মধ্যে মহম্মদ বিপুল বিবেকানন্দনগর, ভাষা রাজবংশী আদর্শনগর ও অরুণ ছেত্রী শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, কয়েকজন দুষ্কৃতী পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সুরক্ষা মঞ্চের সাংবাদিক বৈঠক।

স্বাক্ষর সংগ্রহের ডাক

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেস্টার সিস্টেম বাতিল সহ একাধিক দাবিতে এক লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহের ডাক দিল এআইডিএসও। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে হোক কিংবা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিমেস্টার সিস্টেম শিক্ষাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন এআইডিএসও'র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে মে মাস পর্যন্ত টানা আন্দোলন ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি আগামী মার্চ মাসে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস অভিযান করা হবে বলেও সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

মোবাইল চুরিতে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অনলাইন ডেলিভারি কোম্পানির ওয়্যারহাউস থেকে ১৫টি মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় ২ কর্মীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সমীর চৌধুরী ঢাকনিকাটার বাসিন্দা। অন্যদিকে, রোহিত ভগৎ গুরুংবস্তি এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কোম্পানির তরফে গত বুধবার একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন সমীর ও রোহিতের কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর ওই ২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে চুরির বিষয়টা স্বীকারও করেন ওই দুই অভিযুক্ত। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশে রদবদল

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশে রদবদল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে প্রকাশ করা নির্দেশিকা অনুসারে জানা গিয়েছে, আশিঘর আউটপোস্টের ওসি মৃন্ময় ঘোষকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ওসি নির্মলকুমার দাসকে পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টে বদলি করা হয়েছে। পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টের ওসি হিরুকান্তি সরকারকে আশিঘর আউটপোস্টে বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও, মাটিগাড়া থানার বিমলা কার্কি ছেত্রীকে মহিলা থানার ওসি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাউন্সিলার হয়েছেন। অথচ বেশিরভাগ বাসিন্দা কাউন্সিলারের নামটুকু জানেন না। তবে কাউন্সিলারের এই নিয়ে খেদ নেই।

নামেই নেত্রী

স্বামীর 'ছায়া'য় ঢাকা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একটি জনপ্রিয় প্রকল্পের নাম বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও। লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণের জন্য আইনও করেছে কেন্দ্রের সরকার। অথচ ইসলামপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার প্রীতি যাদবকে তাঁর স্বামী দীপক যাদবের 'ছায়া'তেই থাকতে হয়। ওয়ার্ডের সমস্ত সিদ্ধান্ত যে দীপকই নেন, সেটা এখন এলাকার 'ওপেন সিক্রেট'।

কথা হচ্ছিল, ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচীর সঙ্গে। দশ মিনিটের কথোপকথনের সময় অনেক চেষ্টা করেও তিনি কাউন্সিলারের নাম মনে করতে পারলেন না। তিনি বলেন, 'কিছুতেই কাউন্সিলারের নামটা মনে করতে পারছি না। আসলে সব কাজ তো দীপক যাদবই করেন। তাই ওঁর স্ত্রী কাউন্সিলার হলেও নামটা ঠিক জানি না।' তিনি যোগ করেন, 'আসলে এসব পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফসল। মহিলাদের চেয়ার দেওয়া হলেও, ক্ষমতার ব্যাটন স্বামীরা হাতছাড়া করতে চান না।'

ইসলামপুরের রাজনীতিতে মহিলারা ভোটে জেতার পরও স্বামীর আড়ালে থেকে যাওয়ার অনেক নজির আছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন স্ত্রী, অথচ সেই চেম্বার এবং ক্ষমতা স্বামী দখল করে আছেন, এই দৃশ্য ইসলামপুরের অচেনা নয়। প্রীতির উদাহরণ এই তালিকায় আরেকটি সংযোজন মাত্র।

প্রীতি যাদব, ওয়ার্ড কাউন্সিলার

২ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকা ঘুরে একটা বিষয় জলের মতো পরিষ্কার।

ওয়ার্ডের যে কোনও গণ্ডগোল, পারিবারিক বিবাদের নিষ্পত্তি, ওয়ার্ডের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট তৈরি থেকে পথবাতি লাগানো সবেতেই দীপকই শেষ কথা। এই ওয়ার্ড চালানোতে প্রীতির ভূমিকা ঠিক কতটা তা নিয়ে বাসিন্দাদের মনে বেশ সন্দেহ আছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এই ওয়ার্ডের এক বধূ বলেন, 'রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে জরুরি যে কোনও কাজে আমরা দীপকদাকে কাছে পাই। সময়মতো কাজ হয়ে যায়।' আরেক বাসিন্দা বলেন, 'কাজ কিছু আটকাচ্ছে না ঠিকই। তবে স্বামী ওয়ার্ড চালানোয় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই তো বিঘ্নিত হচ্ছে।'

দীপক অবশ্য রাখঢাক না রেখেই নিজের সক্রিয়তার কথা স্বীকার করেছেন। স্ত্রীকে ঘরবন্দি করে রাখার অভিযোগ অবশ্য তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। দীপক বলেন, 'সব সিদ্ধান্ত কাউন্সিলার নেন এটা বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে আমরা মিলেমিশে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ওয়ার্ডের মহিলারা আমার স্ত্রীকেই ফোন করেন। পুরুষরা যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে ফোন করেন। আমরা ফিফটি-ফিফটি পার্টনারশিপে ওয়ার্ড চালাই বলতে পারেন।' প্রীতি বলেন, 'বোর্ড মিটিং সহ মহিলাদের বিভিন্ন মিটিংয়ে আমি নিজে উপস্থিত থাকি। তবে আমার স্বামী সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে আমাকে সাহায্য করেন।' তিনি যোগ করেন, 'বলতে পারেন আমরা মিলিজুলি কায়দায় ওয়ার্ড চালাই।'

ফাঁকা ফ্ল্যাটে পুলিশের দেহ

প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস সাঁটা মুখে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছিল বছর তেরোর কিশোর। মায়ের তো সেই সময়টায় বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধাক্কানোর পরও কেউ দরজা খোলেনি। কী করবে বুঝতে না পেরে শেষপর্যন্ত ফোন করে মামাবাড়ির আত্মীয়দের খবর দেয় সেই কিশোর। বড়রা এসে দরজা ধাক্কালেও কেউ খোলেনি। শেষপর্যন্ত খবর দেওয়া হয় ইংরেজবাজার থানায়। পুলিশ আসে। পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙা হয়। তারপরই মেলে সেই মহিলার ঝুলন্ত দেহ। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে পিরোজপুরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মলিনা পাল (৪৪)। তিনি পুলিশে চাকরি করতেন। তবে তাঁর মুখে প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস আঠা দিয়ে লাগানো ছিল। তা নিয়েই রহস্য ছড়িয়েছে।

পদমর্যাদায় কনস্টেবল ছিলেন মলিনা। কাজ করতেন মালদা শহরেরই এসপি অফিসে। ছেলে শহরেরই একটি স্কুলে পড়ে। স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স না হলেও দীর্ঘদিন হল একাই সেই বহুতলের একটি ফ্ল্যাটে ছেলেকে নিয়ে থাকতেন মলিনা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় মহিলার পরিবারের তরফে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি বা অন্য কারও বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুখে প্লাস্টিক সেঁটে আত্মহত্যা নিয়ে হইচই পড়েছে এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ছেলের বইখাতায় মলাট দেওয়ার জন্য প্লাস্টিকজাতীয় যে সামগ্রী পাওয়া যায়, সেটাই নিজের মুখে লাগিয়েছিলেন মলিনা। মৃত্যুর সময় চিৎকার করলেও আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন যাতে কোনও শব্দ না পান, তা নিশ্চিত করতেই হয়তো এমনটা করেছিলেন তিনি।

মৃত মহিলা কনস্টেবলের বাপের বাড়ি হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী এলাকায়। বিয়ের পর প্রথমে স্বামীর সঙ্গেই মালদা শহরের অভিরামপুরে থাকতেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ওই দম্পতির মধ্যে সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। স্বামীকে ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে চলে আসেন মলিনা। গত বছরখানেক ধরে ছেলেকে নিয়ে মালদা শহরের পিরোজপুর এলাকায় একটি পাঁচতলা বাড়ির তিনতলায় একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। ছেলে স্কুলের বাসে চেপেই যাতায়াত করত। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দু'দিন ধরে ডিউটিতে যাননি মলিনা। তাই বুধবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে মাকেই ডাকাডাকি করছিল সেই কিশোর। ঘরের দরজা ভেঙে ঢোকার পর দেখা যায়, শোওয়ার ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে মলিনার দেহ ঝুলছে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মলিনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

- মৃতা মলিনা পাল পুলিশে কনস্টেবল পদে চাকরি করতেন
- সহকর্মী বা প্রতিবেশী- কারও সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না, অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকতেন
- মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস আঠা দিয়ে লাগানো ছিল

আচমকা এমন ঘটনায় মলিনার বাপের বাড়ির লোকজন শোকস্তব্ধ। কেন এমন ঘটনা ঘটল, কিছু তাঁরা বুঝতেই পারছেন না। মলিনার দাদা বিপ্লব পাল বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে ওদের সাংসারিক জীবনে সমস্যা চলছিল। আমরা জানতে পেরেছি, বোনের স্বামীর সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের সম্পর্ক রয়েছে। কেন বোন এমন কঠোর পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে আমরা তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি।' তাঁদের ছেলে আপাতত মামাবাড়ির লোকজনের সঙ্গে রয়েছে।

এলাকায় ও কর্মস্থলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মলিনা কারও সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলতেন না। বৃহস্পতিবার দুপুরে পিরোজপুরের সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখা গেল, চারিদিক শুনসান। সেখানেই যে এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তা পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে বোঝার উপায় নেই। বহুতলের নিরাপত্তারক্ষী জানালেন, ফ্ল্যাটের কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না মলিনার। তেমন কথাবার্তাও বলতেন না। সামনের বাড়ির বাসিন্দা এক মহিলা বা পাড়ার এক ওষুধের দোকানদারেরও একই কথা। তাঁরা যাতায়াতের পথে মলিনাকে দেখেছেন, কিন্তু খুব একটা কথোপকথন হয়নি। এমনকি মলিনার সহকর্মীরাও একই কথা জানিয়েছেন। অফিসেও কারও সঙ্গে তাঁর খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। চুপচাপই থাকতেন বেশিরভাগ সময়। কেন তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে অফিসেও।

ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে বিজেপিতে ভাঙন

ঘাসফুলে বিদ্রোহী বিষ্ণুপ্রসাদ

রণজিৎ ঘোষ ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফের পদ্ম শিবিরে ভাঙন। তাও খাস বিজেপির শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গে। দীর্ঘদিন গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে অনড় কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিজেপি নেতা বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েন শেষপর্যন্ত তৃণমূলে যোগ দিলেন। বিজেপির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকদিনই অম্লমধুর। অবশেষে বৃহস্পতিবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে ঘাসফুলের ঝান্ডা হাতে তুলে নিলেন পাহাড়ের এই বিজেপি নেতা।

তাঁর এই দল বদলে পাহাড়ের রাজনীতিতে প্রভাব পড়বে না বলে বিজেপির দাবি। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের ভাষায়, 'কার্সিয়াংয়ের মানুষ বা বিজেপির কাছে বিষ্ণুপ্রসাদের তৃণমূলে যোগ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তিনি কার্সিয়াংয়ের বদলে এতদিন নিজের স্বার্থে কাজ করেছেন। তিনি এমনকি নিজের কেন্দ্রের জন্য সময় দিতেন না। বরং কার্যত তৃণমূলের মুখপাত্রের মতো কাজ করতেন।' বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সন্দীপ লামা বলেন, 'বিষ্ণুপ্রসাদ দীর্ঘদিন আগেই পার্টির সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। ২০২৪ সালে দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করে ভোটে লড়েছিলেন। তাঁকে পাহাড়ের মানুষ ভোট দেয়নি। কাজেই তিনি কোথায় গেলেন, তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। পাহাড়ের রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়বে না।' লোকসভা ভোটে রাজু বিস্টের বিপরীতে লড়াই করে বিষ্ণুপ্রসাদ মাত্র ৭৪০০ ভোট পেয়েছিলেন। যা মোট প্রদত্ত ভোটের ০.৫৬ শতাংশ। ঘাসফুলের পতাকা হাতে নেওয়ার পর কার্সিয়াংয়ের বিদ্রোহী বিধায়কের অবশ্য বক্তব্য, 'পাহাড়ের উন্নয়নে বিজেপি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমি বিজেপির হয়ে এরপর কোন মুখে মানুষের কাছে ভোট চাইব?' ২০১৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিমলপন্থী গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ বিষ্ণুপ্রসাদের।

কিন্তু ২০২১ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং সেই বছর বিধানসভা ভোটে কার্সিয়াং কেন্দ্র থেকে বিধায়কও হন। কিন্তু বিজেপির

বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার।

সঙ্গে বেশিদিন তাঁর বনিবনা হয়নি। পাহাড়ের মানুষকে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন দেখিয়ে ভোটে জেতার পরে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং রাজ্য নেতৃত্ব মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

যদিও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের পালটা অভিযোগ, 'উনি দীর্ঘদিন ধরে দলের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। লোকসভা ভোটে তিনি রাজু বিস্টের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে যে ভোট পেয়েছিলেন, তাতে বোঝা গিয়েছিল, তাঁর জনভিত্তি তলানিতে ঠেকেছে। তাই তাঁর বিজেপি ছাড়ায় আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।'

তৃণমূল ভবনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজার উপস্থিতিতে ঘাসফুলের পতাকা তুলে নেন পাহাড়ের এতদিনের বিজেপি নেতা। শশী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বিজেপির অনেক সিদ্ধান্তই উনি মেনে নিতে পারছিলেন না। উনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দলের শীর্ষনেতৃত্ব সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন।'

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর বিষ্ণুপ্রসাদ বলেন, 'রাজ্য সরকার পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্র উন্নয়ন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে আমি তৃণমূলে যোগ দিলাম।' তাঁর কথায়, 'বিজেপি গোর্খাল্যান্ড দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেনি। এখন তৃণমূল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, সেটাই পালন করব।' পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'বিজেপি পাহাড়ে কোনও কাজ করেনি- এটা দলের বিধায়কের এই সিদ্ধান্তে প্রমাণিত।'

লোকসভা ভোটের পর কার্যত একলা হয়ে পড়েন বিষ্ণুপ্রসাদ। বিজেপি তাঁর দলীয় সদস্যপদও পুনর্নবীকরণ করেনি। ফলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাঁকে যে বিজেপি আর সুযোগ দেবে না- এটা বুঝেই নিজের অবস্থান তিনি স্থির করেন বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভবত নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তিনি তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিলেন।

বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সাধারণ নির্বাচনের আগে নেপালের বিরাটনগরে ভারত-নেপাল সমন্বয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। বৈঠকে ভারতের তরফে কিশনগঞ্জের জেলা শাসক বিশাল রাজ, পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার, আধাসামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা শামিল হন। অপরদিকে নেপালের পুলিশ প্রশাসন, নেপালি সশস্ত্র বাহিনীর কর্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া ভারতের আরারিয়া ও নেপালের সুনসুরি জেলার পুলিশকর্তারাও যোগ দেন। অন্যদিকে, এসএসবি-র ৫৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার বৈঠকে অংশ নেন।

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ১৯৫৩ সালের ভারত-নেপাল বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির বিষয়ে। এছাড়া, জবরদখলকারীদের হাত থেকে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' উদ্ধার করা নিয়েও কথা হয়েছে।

জন্মতিথি

কিশনগঞ্জ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরের লাইনপাড়ার বুড়ি কালী মন্দিরে বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৯১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী বিশেষ পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ডুমুরিয়ার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দিনটি যথোচিত মর্যাদায় পালন করা হয়। দু'জায়গায় সারাদিনব্যাপী লীলাকীর্তন এবং রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষার্থী

প্রথম পাতার পর

সেগুলিও শুক্রবারই পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। অন্যদিকে রোগের উৎস খুঁজতে তৎপর হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে আক্রান্ত এলাকাগুলিতে পানীয় জলের উৎস ভালোভাবে খতিয়ে দেখা এবং জলসমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরও পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ এবং জল পরিশোধনের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। রাজগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় বলেছেন, 'পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্যালোজেন ট্যাবলেট এবং এলাকায় নলকূপ এবং কুয়োর জল শোধনের জন্য ব্লিচিং পাউডার চাওয়া হয়েছে।'

লোকসানের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

দাম তলানিতে ঠেকলে আলুর মাধ্যমে ধার শোধ হওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রে বীজের বকেয়া আদায়ে চরম সমস্যার মুখে পড়বেন কারবারিরা।

উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'কৃষকের সঙ্গে স্থায়ী আড়তদারদের সম্পর্ক জল ও মাছের মতো। এঁরা কেউই কাউকে ছাড়া বাঁচবেন না। আলুর যা অবস্থা তাতে কৃষক দাম না পেলে মোটা অঙ্কের বীজের বাকি টাকার জন্যে ব্যবসায়ীদের অবস্থা হবে শোচনীয়। সরকারিভাবে আলু রপ্তানির সুযোগ না তৈরি হলে এবার চাষি থেকে ব্যবসায়ী সকলেই অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বেন।'

এই পরিস্থিতিতে সবথেকে খারাপ অবস্থা তাঁদের, যাঁরা অন্যের জমি চড়া দরে ভাড়া নিয়ে আলু চাষ করেছেন। চাষের খরচের পাশাপাশি তাঁদের ঘাড়ে চেপেছে জমির ভাড়া বাবদ মোটা বিনিয়োগ। কিষান ক্রেডিট কার্ডের ঋণ বা কৃষকবন্ধু ভাতার বাইরেও আলু চাষের জন্যে খোলাবাজার থেকে, এমনকি স্বর্ণ ঋণ সংস্থাগুলো থেকেও মোটা টাকা ঋণ নেন কৃষকরা। আলুর বাজার মন্দা হলে সেই ঋণ ফেরত দেওয়া নিয়েও চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। বীজ বিক্রেতাদের মতো আলুর বাজারদরের দিকে তাকিয়ে সার ও কীটনাশক বিক্রেতারাও।

আলুর কারবারের খবর অনুযায়ী, শুধুমাত্র ধূপগুড়ি মহকুমা এলাকাতেই আলুর মরশুমে সার ও কীটনাশক মিলে প্রায় একশো কোটি টাকা বাকি দেন ব্যবসায়ীরা। আলুর বাজার মন্দা হলে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে ধূপগুড়ি সার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা পাল বলেন, 'যেসব কৃষক সারাবছর বীজ, সার, কীটনাশক কেনেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই আলুর মরশুমে ধার দেন ব্যবসায়ীরা। কৃষক আলুর দাম না পেলে আমরাই বা সেই টাকা চাইব কীভাবে? পোখরাজের মন্দা বাজার দেখে সার ব্যবসায়ীদের বুক কাঁপছে। মরশুমি আলুর বাজার যদি ভালো না হয় তাহলে মাথায় হাত পড়বে আমাদের।'

অতীতের তথ্য বলছে, শুরুতে আলুর বাজারে মন্দা থাকলে হিড়িক পড়ে হিমঘরে আলু রাখার। অতি বর্ষা বা অন্য কোথাও আলুর টান তৈরি হলে বাজার ওঠার আশায় অপেক্ষার পথেই হাঁটেন চাষি ও কারবারিরা। হিমঘরের বন্ডের যত চাহিদা বাড়ে ততই বাড়ে কালোবাজারি, রাজনৈতিক লড়াই এবং গণ্ডগোল, যা গড়ায় পথ অবরোধ, ঘেরাও, মারামারি, আগুন ধরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত। সরকারি নির্দেশিকায় ভাগবাঁটোয়ারা সিস্টেমে যে ৩০ শতাংশ বন্ড কৃষকদের জন্যে সংরক্ষিত থাকে তা থেকে একেকজনের নামে জারি হয় সর্বাধিক ৭০ প্যাকেট আলু রাখার বন্ড। বাস্তবে এক বিঘাতেই ৭০ প্যাকেটের বেশি আলুর ফলন হয়। ফলে একদম ছোট মাপের আলুচাষিরও প্রয়োজন হয় বেশি বন্ডের। সেই বন্ড পেতে দিতে হয় চড়া দর বা পিছু ধরতে হয় কোনও ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতার। বন্ডের কালোবাজারিতেই লাখ লাখ টাকা ফাটকা কামাই করেন অনেকে।

সামান্য অগ্রিমের ভিত্তিতে জারি করা বন্ডে আলু হিমঘরে ঢোকার পর মাসে ১৫-২০ লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ বিল সহ অন্যান্য খরচ মিটিয়ে আলু বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন হিমঘর মালিক। বাজার ভালো না হলে সব আলু বের হয় না। গত মরশুমেও দাম তলানিতে ঠেকায় বেশিরভাগ হিমঘর থেকে সব আলু বের হয়নি, যা লোকসান গুনিয়েছে হিমঘরগুলিকেও। এবারেও আলুর বাজার মন্দার ধাক্কা প্রসঙ্গে এক হিমঘর মালিক বলেন, কৃষক-প্রশাসন-রাজনৈতিক নেতা-লগ্নিকারী ব্যাংকের মধ্যে পড়ে হিমঘর মালিকদের অবস্থা বলির পাঁঠার মতো। যে কেউ যখন-তখন ক্ষোভ মেটায় হিমঘরের ওপরেই। মোটা ঋণ নিয়ে, বিদ্যুৎ বিল সহ অন্যান্য খরচ সামলে হিমঘর চালাতে আমাদের অবস্থাও ভালো নয়। বন্ডের বাড়তি চাহিদা হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে ভাবলেই অসুস্থ মনে হয় নিজেকে।

পোখরাজে লোকসান এই মুহূর্তে বাস্তব। মরশুমি সাদা জ্যোতি এবং লাল হল্যান্ডের বাড়তি ফলনের আভাসে আপাতত সম্ভাব্য লোকসান ধরেই বিকল্প খুঁজতে ব্যস্ত আলুচাষি থেকে সার, বীজ, হিমঘর ব্যবসায়ী এমনকি লগ্নকারীরাও।

চর দখল করে

প্রথম পাতার পর

ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে। অভিযোগ, শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের মদতেই বাইরে থেকে লোক এনে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বহিরাগতদের বসানো হচ্ছে। বাঁধের নদীর দিকের অংশেও টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহানন্দার এই এলাকা থেকেই ট্র্যাক্টর, ছোট পণ্যবাহী গাড়িতে বালি তুলে বাইরে পাচারের অভিযোগও রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বলেছেন, বর্ষায় মহানন্দা ফুলেফেঁপে ওঠে। নদীর জল বাঁধ বরাবর চলে আসে। যেভাবে ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, তাতে নদীর জল বাড়লে বাড়িঘরগুলি ভেসে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন নির্মাণ হচ্ছে। এসব দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ওই এলাকায় পা রেখে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেও অবাধে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। মেয়র সরাসরি জানা নেই, খোঁজ নেব বললেও ডেপুটি মেয়র সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নদী আপন গতিতে প্রবাহিত হবে। বর্ষায় জলস্ফীতি হবে। সেই জায়গায় এভাবে মানুষ যদি নদীর কাছাকাছি গিয়ে বাড়িঘর তৈরি করে, তাহলে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে জন্যই এসব নির্মাণ যাতে না হয় সেটা দেখতে বলা হয়েছে।'

ল্যাবে কাজের

প্রথম পাতার পর

এই ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠিয়েছেন।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শালুগাড়া এলাকায় প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনে কাজ করার সময়ই কৌশিক, নবীন, সঞ্জয়দের সঙ্গে পরিচয় হয় সুরেন্দ্র গিরির। ল্যাবরেটরির কাজকে কেন্দ্র করেই তাঁরা জালিয়াতির পরিকল্পনা করেন। মহাকালপল্লিতেই বাড়ি রয়েছে কৌশিক গুহর। বাড়ির সামনে নজরে পড়বে গাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, বছর দেড়েক আগে থেকে হঠাৎ করেই কৌশিকের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হয়ে যায়। চলাফেরা, কথাবার্তায় আসে পরিবর্তন। কৌশিকের পাশের ওয়ার্ডেই বাড়ি সঞ্জয় ও নবীনের। একই দিনে ওই তিনজন গাড়ি কেনায় গোটা এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়। গাড়ি কেনার কিছুদিন পরেই বাইকও কিনেছিলেন তাঁরা।

দেবীডাঙ্গা এলাকায় ওই তিনজন একসঙ্গে দেড় কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলেন। এলাকার বাসিন্দা পরেশ বিশ্বাস বলছিলেন, 'সঞ্জয় প্রথমদিকে আর্থিক দিক থেকে অতটা সচ্ছল ছিলেন না। ছেলেকে খুব কষ্ট করে বড় করেছিলেন। গত কয়েকবছর কী যে হয়ে গেল বুঝলাম না। মাঝেমধ্যেই পরিবার নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া শুরু করলেন। এমনকি বাড়ির অন্দরসজ্জা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন বুঝছি, হঠাৎ করে আয়ের উৎস কোথায়।'

অভিযুক্তরা সুযোগ বুঝে পরিচিতদেরও টোপ দিতেন। পেশায় লটারি ব্যবসায়ী সুমিত সরকার বলেন, 'কৌশিকরা হিলকার্ট রোডে চা খেতে আসতেন। সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছিল। ওঁদের দেখে ভদ্র মনে হত। তাই ওঁদের বিশ্বাস করে মেয়েকে ভর্তি করেছিলাম। ভাবিনি ওঁরা ভেতরে ভেতরে এমন করবেন।'

বিহারের ইভিএম শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিহার থেকে ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট এবং কন্ট্রোল ইউনিট এসে পৌঁছাল উত্তরবঙ্গে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বিহারের জামুই থেকে সেগুলি বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে এসেছে। সেখান থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পাঠানো হয়েছে। বিহারের বিধানসভা আসনে বিজেপি জিতেছিল। সেখানকার ভোটের ফলাফল নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। এরাজ্যে বিহারের ভোটে ব্যবহৃত হওয়া মেশিন কেন, প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম থেকে তৃণমূলের প্রশ্ন। অথচ তাঁদের রাজ্য প্রশাসনই দেখাশোনা করে ভোটযন্ত্রগুলি। বিরোধীরা জিতলে ইভিএম ঠিক, হারলে প্রশ্ন।'

দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'বিহারে ভোট কারচুপি নিয়ে সে রাজ্যের বিরোধী দলই অভিযোগ তুলেছে। প্রশাসন যেন সবটা দেখে নেয়। বিজেপি কৌশল বাংলায় খাটবে না।'

দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, পর্যাপ্ত ব্যালট ইউনিট, ভিভিপ্যাট, কন্ট্রোল ইউনিট মজুত রাখতে সেগুলি পাঠানো হয়েছে। আগেও কিছু ছিল। বুথ বেড়েছে। সেজন্য আগাম সেগুলি পাঠানো হয়েছে। আর এক আধিকারিক বলেন, মেশিনগুলি ঝাড়াইবাছাই করে এবং ঠিক রয়েছে কি না দেখে তবেই ব্যবহার হয়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, একটি জেলার জন্য ৮৫০ ব্যালট ইউনিট, ৭৫০টি করে ভিভিপ্যাট এবং কন্ট্রোল ইউনিট পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ির জেলখানা রোডের একটি গুদামে রাখা হয়েছে এগুলি। তবে তার আগেও বেশকিছু মেশিন এসেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, দার্জিলিং জেলায় ৭০টি বুথ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশি বেড়েছে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায়। সেখানে নতুন ৩২টি বুথ হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় বেড়েছে ২৪টি, শিলিগুড়িতে ৮টি এবং কার্সিয়াংয়ে ৬টি বুথ বেড়েছে। সেগুলির জন্য নতুন মেশিন প্রয়োজন। হঠাৎ কোথাও মেশিন খারাপ হলে এই মেশিনগুলি ব্যবহার হতে পারে। সেই প্রয়োজন মেটাতে এই ভোটযন্ত্রগুলি কাজে লাগতে পারে বলে দাবি।

উদ্ধার নাবালিকা

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রির মেলা দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নাবালিকাকে উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির মেলা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি ওই নাবালিকা। পরে ১৮ ফেব্রুয়ারি পরিবারের তরফে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার নাবালিকার অবস্থান চিহ্নিত করে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। নাবালিকাকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধারের পর নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। সেখান থেকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) কাছে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, পুলিশের তৎপরতায় খুশি নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা।

কাদা জলে মাছ ধরা।। অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ক্ষোভে মুনাফা বিজেপির

প্রথম পাতার পর

বামেদের ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল আজ আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে না, তাই তৃণমূলকে হটানোর মরিয়া তাগিদে সেই পুরোনো বাম কর্মীরাই আজ গোপনে রামের মন্দিরে নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন। আদর্শ নয়, এই ভোটবদল আসলে প্রতিহিংসার কথা বলে।

ফাঁসিদেওয়ার চা শ্রমিকদের বস্তিতে আরএসএস-এর নিঃশব্দ পদচারণা আর রাজবংশী হৃদয়ে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা নগেন রায়ের 'গুরু' সুলভ প্রভাব বিজেপিকে এক দুর্ভেদ্য বর্ম পরিয়ে দিয়েছে। নেপালি ভোটারদের মনও পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে পদ্মবনেই থমকে আছে। কিন্তু এই গেরুয়া সাম্রাজ্যের বিপরীতে তৃণমূলের একমাত্র অস্ত্র হল সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং একজন 'গ্ল্যামারাস' আদিবাসী-কন্যা— রোমা রেশমি এক্কা। রোমা কেবল একজন রাজনীতিক নন, তিনি আদিবাসী সেলুলয়েডের রুপোলি পর্দার নায়িকা, এক আধুনিক যুব আইকন। তাঁর কথাবার্তা, সাধারণ চালচলন, সহজেই সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার দক্ষতায় জনসংযোগের জাদু আছে। তৃণমূলের পঙ্কিল রাজনীতিতে রোমা যেন এক সতেজ পদ্ম।

কিন্তু রাজনীতির অন্দরে তো কেবল বহিরঙ্গ থাকে না, থাকে কুটিল ষড়যন্ত্রের পিচ্ছিল পথ।

ফাঁসিদেওয়ার মাটিতে তৃণমূলের আসল শত্রু বিজেপি নয়, বরং তাদের নিজেদের ছায়ার মতো লেগে থাকা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কাজল ঘোষের মতো প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে রোমার সম্পর্ক সাপে-নেউলে। অর্থ আর বাহুবলের অধিপতি কাজলের পছন্দের নেত্রী ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা। রিনাও প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। প্রভাবশালী কাজলের পূর্ণ সমর্থন না পেলে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের আশা হতাশায় পরিণত হতে সময় লাগবে না। রোমার ব্যক্তিগত ক্যারিশমা সেই দেওয়াল ভাঙতে পারবে কি না, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

আইনুল হক আর আখতার আলির প্রকাশ্য কলহ যেন এই নাটকের অন্য এক ট্র্যাজিক অঙ্ক। ধর্মীয় রাজনীতির বাজারে আখতারের নানা পদক্ষেপ পরোক্ষে বিজেপির পথ প্রশস্ত করছে। তৃণমূল কি তবে নিজের ঘরের আগুনেই ভস্মীভূত হতে চলেছে? এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন নীচুতলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

এদিকে, বিধানসভাজুড়ে মাফিয়াদের রাজত্ব আজ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমি-বালি আর মাদকের সিন্ডিকেট শাসকের ছত্রছায়ায় তরাইয়ের মাটি কলুষিত করছে। ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। বিধায়কের অকর্মণ্যতা এই ক্ষোভের লাভার নীচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মানুষের প্রধান 'শত্রু' হয়ে দাঁড়িয়েছে তোলাবাজি আর মাফিয়া সিন্ডিকেট। বিজেপি কোনও কাজ না করেও, স্রেফ এই গণঘৃণার মুনাফা কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শাসকের কৃতকর্ম, বিনা পরিশ্রমে বিজেপিকে ফসল তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে।

প্রাক-নির্বাচনি গোধূলিতে দাঁড়িয়ে ফাঁসিদেওয়ার সাধারণ ভোটারদের মন পড়লে বোঝা যায়, লড়াইটা এবার আর ইস্তাহারের নয়, বরং অস্তিত্ব রক্ষার। মানুষ যেন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এরপরেও বলা যায়, যদি রোমা রেশমি তাঁর দলের বিভীষণদের সামলাতে পারেন, তবেই হয়তো ঘাসফুলে নতুন করে জল পড়বে। নয়তো, তরাইয়ের চা বাগানের ছায়াঘেরা পথে আবারও দেখা যাবে সেই পরিচিত গেরুয়া মিছিলের পদধ্বনি, যেখানে জয়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে শাসকের পরাজয়ের উল্লাস।

মহম্মদ দীপক রাগেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পুনর্জন্ম

প্রথম পাতার পর

বাজি রেখে ছুটে যান দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায়।

হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিমকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেন ওই পরিস্থিতিতে। শেষপর্যন্ত প্রাণ হারান উন্মত্ত জনতার হাতে। তিনিই গণেশ, তিনিই শঙ্কর। তিনিই দীপক। শান্তির দীপ জ্বালিয়ে রাখেন।

একদা ভগৎ সিং বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশদের থেকেও ভারতীয়দের বড় শত্রু। সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষে যখন এককালের মুক্তমনা বাঙালিও জর্জরিত, তখন কখনও আসানসোলের মৌলানা ইমদাদুল রশিদি উঁকি মারেন মনের কোণে। কখনও নয়াদিল্লির যশপাল সাক্সেনা। সন্তান হারিয়েও যাঁরা মনুষ্যত্ব হারাননি জীবনে।

২০১৮ মার্চ। আসানসোলে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা লেগেছে। নুরানি মসজিদের মৌলানা ইমদাদুল রশিদি খবর পেলেন, তাঁর ১৬ বছরের ছেলে সিবতুল্লা আর নেই। দাঙ্গাকারীরা তাকে পিটিয়ে মেরেছে। সিবতুল্লার জানাজার সময় হাজার হাজার প্রতিবেশী যখন প্রতিশোধ নিতে ফুঁসছে, তখন মৌলানা বলেছিলেন, 'আমার ছেলের মতো আর কেউ যাতে হারিয়ে না যায়। আপনারা যদি প্রতিশোধ নিতে যান, তা হলে আমি কিন্তু এ শহর আর মসজিদ ছেড়ে চলে যাব।'

সেই কথাটাও দীপকের কথার মতো চিরস্মরণীয়। একটা দাঙ্গা থামিয়ে দেয় সেই সংলাপ।

সে বছরই দিল্লির ঘটনা। ২৩ বছরের ফোটোগ্রাফার অঙ্কিত সাক্সেনা প্রেম করত এক মুসলিম তরুণীর সঙ্গে। তরুণীর পরিবার প্রকাশ্যে গলা কেটে হত্যা করে অঙ্কিতকে। কিছু লোক যখন এই ঘটনা নিয়ে লোক খেপিয়ে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টায়, তখন অঙ্কিতের বাবা যশপাল প্রেসকে ডেকে বলেছিলেন, 'আমার ছেলের মৃত্যু নিয়ে কোনও দাঙ্গা হতে দেব না।' ছেলের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি স্থানীয় মুসলিমদের জন্য ইফতার পার্টির ব্যবস্থা করেন। এঁরাই তো ভগবান! এঁদের জন্যই তো প্রাণ দিয়েছিলেন গান্ধি। জেল খেটেছিলেন নেহরু, প্যাটেল সহ অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামী।

বেশিদিন নয়, ২০২০ সালের দাঙ্গায় তখন রাজধানী নয়াদিল্লির একাংশ জ্বলছে। প্রেমকান্ত বাঘেল নামের এক তরুণ তাঁর পাশের বাড়ির মুসলিমদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে দেখে ঝাঁপ দেন আগুনে। ছয়জনকে বাঁচানোর পর তাঁর সত্তর শতাংশ শরীর পুড়ে যায়। তবু মুখে ছিল অসম্ভব তৃপ্তির হাসি।

সেই সময়ই রাজধানীর দুই শিখের কথা বলি। গোকুলপুরীতে মুসলিমদের মেরে ফেলা হচ্ছে দেখে মহিন্দর সিং ও তাঁর ছেলে ইন্দ্রজিৎ বুলেট মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাতে। কুড়িবার যাতায়াত করে এঁরা দুজন অন্তত ৬০-৭০ মুসলিমকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেন। গোকুলপুরীতেই হিন্দু সুনীতা প্রেমী প্রতিবেশী খান পরিবারের ১২ জনকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এঁরা সবাই বুঝিয়ে দেন, সাধারণ মানুষ দাঙ্গা চান না।

এ জন্যই যখন কাশ্মীরের অনন্তনাগে গুজরাট থেকে অমরনাথ যাত্রায় আসা তীর্থযাত্রীদের ওপর উগ্রপন্থীরা হামলা করে, তখন বাস ড্রাইভার শেখ সেলিম গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেও গাড়ি থামাননি। ৫০ জন যাত্রীকে সেনাছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান অন্ধকারে দুই কিলোমিটার বাস চালিয়ে।

আমাদের উত্তরবঙ্গেও এমন মন ভালো করা উদাহরণ রয়েছে। বছর দশেক আগে মালদার মানিকচকের শেখপুরায়, ৩৫ বছরের বিশ্বজিৎ রজক এক বছরেরও বেশি সময় ধরে লিভার ক্যানসারে ভুগছিলেন। বাড়িতে শুধু অসুস্থ বাবা ও স্ত্রী। তাঁর মৃতদেহ গঙ্গার তীরে নিয়ে যান প্রতিবেশী হাজি মালকাসুদ্দিন, হাজি মালেক, শেখ কাইসুল এবং আবুল কালাম আজাদরা। হরিধ্বনি দিতে দিতে। অর্থ জোগাড়ও করেন তাঁরা।

একেবারে দক্ষিণে, কেরলে ২০২০ সালে এক দরিদ্র হিন্দু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন চেরুভাল্লি জামাত মসজিদের কর্তারা। মসজিদের ভেতরেই হিন্দু পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে আবার বিহারের আজিজপুরে হিন্দু বিধবা শৈল দেবী দাঙ্গার সময় বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন ১০ জন মুসলিমকে। পালা করে পাহারা দিতেন তিনি ও তাঁর দুই মেয়ে।

পঞ্জাবে সাংরুর জেলার পুনাওয়াল গ্রামের অশ্বিনীকুমার যেমন গ্রামে মসজিদ বানানোর জন্য জমি দান করেছেন, অসমের ফজলুর রহমান শিবসাগরে জমি দিয়েছেন মন্দির তৈরির জন্য।

এসব দেখেশুনেই মনে হয়, ভারতের জমি সাম্প্রদায়িকতা চাষের জন্য নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কিছু শহুরে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গবিদ্রুপ করলেও ওটা আমাদের অধিকাংশেরই রক্তে। এখনও। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনও এক অজানা দীপক কুমার প্রতিবেশীদের বাঁচাতে চেঁচিয়ে ওঠেন, আমি মহম্মদ দীপক।

বাংলাতেও এমন উদার মানুষদের আরও আবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছি।

ধোনির মন্ত্রে

শিবম কাঠগড়ায় তিলক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শুরুটা নেহাত মন্দ হচ্ছে না। কিন্তু তারপরই আচমকা ছন্দপতন। না পারছেন বড় শট খেলতে, না পারছেন স্ট্রাইক রোটেট করতে!

একে তো ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মার চূড়ান্ত অফ ফর্ম। টি২০ বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই 'শূন্যের হ্যাটট্রিক' করে টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছেন তিনি। অভিষেকের এই ব্যর্থতায় প্রায় প্রতি ম্যাচেই প্রথম ওভারে তিন নম্বরে নামতে হচ্ছে তিলক ভার্মাকে। কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব পালনে তিনি ডাহা ফেল। পরিসংখ্যান বলছে, চার ম্যাচে তিলকের সংগ্রহ মাত্র ১০৬ রান, আর স্ট্রাইক রেট? টি২০ সুলভ তো নয়ই, উল্টে বড্ড বেমানান—১২০.৪৫!

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, আগামী রবিবার সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে কি প্রথম একাদশে জায়গা ধরে রাখতে পারবেন তিলক? উত্তরটা এখনও ধোঁয়াশায় মোড়া। বুধবার রাতে ডাচ-বধের পর আজ সারাদিন আহমেদাবাদের আইটিসি নর্মদা হোটেলে পুরোপুরি বিশ্রামে কাটিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তবে শরীর বিশ্রাম নিলেও হেডকোচ গৌতম গম্ভীর আর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের মগজাস্ত্রে কিন্তু পুরোদমে সুপার এইটের অঙ্ক কষা চলছে।

ভারতীয় দলের অন্দরমহল সূত্রে খবর, টপ অর্ডারের এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং ফিল্ডিংয়ে বারবার ক্যাচ ফসকানো—এই দুই ইস্যু নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট দীর্ঘক্ষণ কাঁটাছেঁড়া করেছে। চলছে চুলচেরা ময়নাতদন্ত। আর এই ড্যামেজ কন্ট্রোলের অঙ্গ হিসেবেই উঠে আসছে এক নতুন ভাবনা। তিন নম্বরে তিলকের বদলে কি এবার শিকে ছিঁড়তে চলেছে সঞ্জু স্যামসনের?

আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে তিন নম্বরেই ব্যাটিং করেন সঞ্জু। তাই তাঁকে দিয়ে সুপার এইটের আগে অনুশীলনে একটা বড়সড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ড্রেসিংরুমে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রয়েছে ভারতীয় দলের অনুশীলন। মনে করা হচ্ছে, মোতেরার ফ্লাডলাইটের নিচেই সঞ্জুকে খেলানোর ভাবনায় চূড়ান্ত সিলমোহর পড়তে পারে।

টপ অর্ডারের এই অস্বস্তির মেঘের ফাঁকেই অবশ্য টিম ইন্ডিয়ার 'বিপত্তারিণী' হয়ে দেখা দিয়েছেন শিবম দুবে। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে তাঁর অলরাউন্ড পারফরমেন্স দলকে বড়সড় স্বস্তি দিয়েছে। চাপের মুখে দলকে ভরসা দিতে পেরে শিবম নিজেও গর্বিত। তবে নিজের এই সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব মহেন্দ্র সিং ধোনিকেই দিচ্ছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার।

শিবমের কথায়, 'আইপিএলের শুরুর দিকে বড় শট খেলতে পারতাম না, স্ট্রাইক রোটেটেও বিস্তর সমস্যা হত। সেই সময় মাহি ভাই আমাকে বোঝায়, টি২০ ক্রিকেটে চার-ছক্কার যেমন প্রয়োজন, তেমনই স্ট্রাইক রোটেট করাটাও সমান জরুরি। ওর ওই পরামর্শগুলোই আমার ক্রিকেট জীবনটা বদলে দিয়েছে।

একদিকে যখন তিলকের ফর্ম নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট কাঠগড়ায়, তখন 'থালা'র মন্ত্রে দীক্ষিত শিবমের চওড়া ব্যাটে ভর করেই প্রোটিয়া-বধের ব্লু-প্রিন্ট বানাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

'আসল বিশ্বকাপে' ভারতের জোড়া কাঁটা!

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ডাচ-বধের পর সাজঘরে সেরা ক্রিকেটারের পদক পেলেন রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। পুরস্কার হাতে নেওয়ার পর ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদবের আবদারে ভাঙা হিন্দিতে বরুণ বলে উঠলেন, 'গ্রুপ পর্ব খতম। আসলি ওয়ার্ল্ড কাপ তো অব শুরু হোগা! (আসল বিশ্বকাপ এবার শুরু হবে)।'

'অল-উইন' রেকর্ড নিয়ে সুপার এইটে পৌঁছানোর পর টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের রিংটোন আপাতদৃষ্টিতে 'সুখী সংসার' মনে হতেই পারে। কিন্তু মোতেরার প্রেস বক্সে বসে পরিসংখ্যান আর ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণ ঘাঁটলে বোঝা যাচ্ছে, আসল বিশ্বকাপ শুরুর আগে খেতাবরক্ষার তাড়নায় থাকা টিম ইন্ডিয়া আদতে মোটেও স্বস্তিতে নেই। আহমেদাবাদের উৎসবের বাতাসের মাঝেই সূর্যকুমারদের বিদ্ধ করছে জোড়া কাঁটা- এক, অফস্পিনের জাঁতাকল আর দুই, ফিল্ডিংয়ের দৈন্যদশা।

ভারতের প্রথম পছন্দের টপ অর্ডারে আটজনের মধ্যে ছয়জনই বাঁহাতি ব্যাটার। আর ঠিক এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে বিপক্ষ দলগুলো, তাদের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে অফস্পিন। গ্রুপ পর্বে ভারত সবচেয়ে বেশি, মোট ১০২টি অফস্পিন বল খেলেছে। রান তোলার গতি দেখলে রীতিমতো চমকে উঠতে হয়- ওভারে মাত্র ৬.২৩ রান! ১৩টি দেশের মধ্যে কেবল নেপাল (৫.২৫) এবং ওমানের (৫.৪২) রান রেট ভারতের চেয়ে খারাপ। এই বিশ্বকাপে অফস্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের গড় মাত্র ১৩.২৫, যা প্রমাণ করে যে, ভারত এই ধরনের বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে এসে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সমস্যাটা শুধু অফস্পিন নয়, গোটা ফিঙ্গারস্পিন নিয়েই। ডাচ অফস্পিনার আরিয়ান দত্ত তাঁর উচ্চতা এবং নিখুঁত লাইন-লেংথ দিয়ে ভারতকে রীতিমতো ভুগিয়েছেন। কলম্বোর মন্থর পিচ থেকে এসে আহমেদাবাদের স্কিডি উইকেটে আরিয়ানের দ্রুতগতির অফস্পিন বুঝতে না পেরে পাওয়ার প্লে-তেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন ঈশান কিষান এবং অভিষেক শর্মা।

তরুণ ওপেনার অভিষেকের কথা উঠলেই হতাশা বাড়ছে। বিশ্বকাপে তাঁর শুরুটা হয়েছে ০, ০, ০ দিয়ে। যার মধ্যে দুইটি উইকেটই পড়েছে অফস্পিনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শট খেলতে গিয়ে। আবার মিডল ওভারে তিলক ভার্মা (৩১টি অফস্পিন বলে ২৬ রান) এবং সূর্যকুমার যাদবের জুটিও ডাচদের বিরুদ্ধে হাত খুলে খেলতে পারেনি, তাঁদের ৭.৪৪ রান রেটে এগোতে হয়েছে। টেন দুশখাতে অবশ্য জানিয়েছেন, নেটে অভিষেক দারুণ ছন্দে আছেন, তাই তাঁকে শুধু আত্মবিশ্বাস জোগানোই এখন দলের কাজ।

ফিঙ্গারস্পিন যদি টিম ইন্ডিয়ার সমস্যা নম্বর এক হয়, তাহলে দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ক্যাচ ফসকানো। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচে ইতিমধ্যেই নয়টি ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা! রায়ান টেন দুশখাতে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন, 'ক্যাচ মিস করা কখনোই ভালো ব্যাপার নয়। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। সুপার এইট পর্বে যেন এই সমস্যা না হয়, তা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

টি২০ ক্রিকেটে এখন স্পেশালিস্ট অফস্পিনার খুব একটা দেখা যায় না। পার্ট-টাইমার ও ব্যাটিং অলরাউন্ডাররাই এই কাজটা করেন। সুপার এইটে এই সমস্যা আরও বড় আকার নিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার আইডেন মার্করাম, জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোস্টন চেজরা নতুন বল হাতে ভারতের বাঁহাতিদের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন।

আহমেদাবাদের বড় বাউন্ডারি আর স্পিনারদের বিরুদ্ধে মিডল ওভারে রান তোলার এই খরা না মেটালে, বিশ্বজয়ের স্বপ্ন কিন্তু জোর ধাক্কা খেতে পারে। বরুণের কথা ধার করেই বলতে হয়, রবিবার থেকে শুরু হতে চলা 'আসল বিশ্বকাপ'-এর আগে মোতেরার ড্রেসিংরুমে এখন এই জোড়া কাঁটা উপড়ানোরই ব্লু-প্রিন্ট চলছে।

চিন্তা যেখানে

- ভারতের বাঁহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপে বিপক্ষের অস্ত্র হয়ে উঠছে অফস্পিন।
- গ্রুপ পর্বে ১৭ ওভার অফস্পিন খেলে ভারত ৬.২৩ গড়ে রান তুলেছে।
- চার ম্যাচে ইতিমধ্যেই নয়টি ক্যাচ হাতছাড়া করেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা!

টি২০ বিশ্বকাপে চার ম্যাচে ১২০.৪৫ স্ট্রাইক রেটে ১০৬ রান করেছেন তিলক ভার্মা।

জিম্বাবোয়েকে জিতিয়ে ফিরছেন ব্রায়ান বেনেট (ডানদিকে)।

গ্রুপে শীর্ষে জিম্বাবোয়ে

কলম্বো, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের জয় যে অঘটন নয়, তা প্রমাণ করে দিল জিম্বাবোয়ে। শ্রীলঙ্কাকেও হারিয়ে দিল তারা। টি২০ বিশ্বকাপের যে গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো দল রয়েছে, সেই গ্রুপে শীর্ষে শেষ করল জিম্বাবোয়ে। সুপার এইটে নামার আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল তারা।

এদিন প্রথমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান করে শ্রীলঙ্কা। জবাবে শুরু থেকেই ভালো খেলছিল জিম্বাবোয়ে। ৩৪ রানে আউট হন তাদিওয়ানাশে মারুমানি। তিন নম্বরে নেমে রান তোলার গতি বাড়ান রায়ান বার্ল (১২ বলে ২৩)। জিম্বাবোয়েকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন ব্রায়ান বেনেট (৪৮ বলে অপরাজিত ৬৩) ও সিকান্দার রাজা (২৬ বলে ৪৫)। ১৯.৩ ওভারে তারা ৪ উইকেটে ১৮২ রান তুলে নেয়। এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে শেষ করল জিম্বাবোয়ে।

গ্রুপ 'ডি'-তে কানাডাকে ৮২ রানে হারিয়ে সান্ত্বনার জয় পেয়েছে আফগানিস্তান।

ফাইনালে জম্মুর সামনে কর্ণাটক

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রত্যাশা মতোই রনজি ট্রফির ফাইনালে উঠল কর্ণাটক। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালের শেষ দিনে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করেছে কর্ণাটক। কিন্তু প্রথম ইনিংসে ৫০৩ রানের লিড থাকায় ফাইনালে লোকেশ রাহুলরা। এদিন ৬ উইকেটে ২৯৯ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে কর্ণাটকের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৩২৩ রানে। রাহুল ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে উত্তরাখণ্ড করেছে ৬ উইকেটে ২৬০ রান। প্রথম ইনিংসে কর্ণাটক করেছিল ৭৩৬ রান। জবাবে উত্তরাখণ্ডের সংগ্রহ ছিল মাত্র ২৩৩ রান।

মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে মরকেলদের গৃহযুদ্ধ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

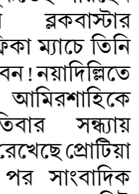

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ছোটবেলা থেকে এক ছাদের তলায় বড় হওয়া। একসঙ্গেই দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর স্বপ্নপূরণ। কিন্তু ক্রিকেট-পরবর্তী জীবনে দুই ভাইয়ের রাস্তা এখন সম্পূর্ণ আলাদা! সুপার এইটের মেগা মহারণের আগে মোতেরায় এখন কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এক অঘোষিত 'গৃহযুদ্ধ'-এর গল্প।

অ্যালবি মরকেল এখন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা। আর তাঁর ভাই মর্নি মরকেল টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ। আগামী রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দুই ভাইয়ের দল একে অপরের মুখোমুখি। অ্যালবি বা মর্নি কেউই মাঠে নেমে বল হাতে আগুন ঝরাবেন না ঠিকই, কিন্তু ডাগ আউটে বসে মস্তিষ্কের লড়াইয়ে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বেন না।

আর এই পরিস্থিতিই মরকেল পরিবারে রীতিমতো এক 'গৃহযুদ্ধের' আবহ তৈরি করেছে। দুই ভাইয়ের মা বুঝতেই পারছেন না, রবিবারের ব্লকবাস্টার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে তিনি কাকে সমর্থন করবেন! নয়াদিল্লিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আহমেদাবাদে পা রেখেছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে খোদ অ্যালবিই ফাঁস করেছেন তাঁদের পারিবারিক এই টানাপোড়েনের কথা। হাসতে হাসতেই বলেছেন, 'আমরা দুই ভাই নিজেদের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের মা কাকে সমর্থন করবেন, সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না!'

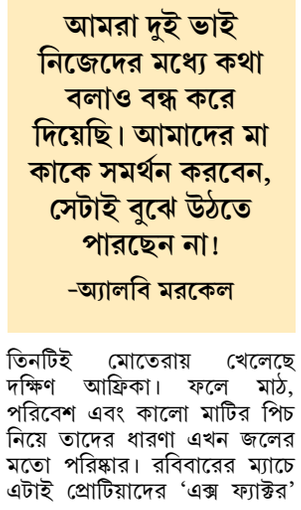

অ্যালবি মরকেল (বাঁদিকে) এখন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা। আর তাঁর ভাই মর্নি মরকেল টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ।

মরকেল পরিবারের এই প্রতীকী 'গৃহযুদ্ধ' সুপার এইটের ম্যাচকে আরও আকর্ষণীয় করে তুললেও, বাইশ গজের লড়াইটা কিন্তু রোহিত শর্মার দলের জন্য বেশ কঠিন। চলতি টি২০ বিশ্বকাপের চারটে ম্যাচের মধ্যে তিনটিই মোতেরায় খেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে মাঠ, পরিবেশ এবং কালো মাটির পিচ নিয়ে তাদের ধারণা এখন জলের মতো পরিষ্কার। রবিবারের ম্যাচে এটাই প্রোটিয়াদের 'এক্স ফ্যাক্টর' হতে পারে বলে মনে করছেন পেসার করবিন বশ। তাঁর কথায়, 'আহমেদাবাদে টানা কয়েকটা ম্যাচ খেলার পর ভারতের বিরুদ্ধে নামার সুযোগ পাওয়াটা আমাদের জন্য বিরাট অ্যাডভান্টেজ। ভারত শক্তিশালী দল, ওদের দলে ম্যাচ-উইনারের ছড়াছড়ি। তবে ওদের সব ক্রিকেটারের জন্যই আমরা নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করছি।'

বশের এই কথাগুলো নিছক ফাঁকা আওয়াজ নয়। প্রোটিয়া শিবিরের অন্দরের খবর, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, তিলক ভার্মা থেকে সূর্যকুমার যাদব—প্রত্যেকের পারফরমেন্স নিয়ে রীতিমতো চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে আইডেন মার্করামদের ল্যাপটপে। গোটা দুনিয়া ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছে, ফিঙ্গার স্পিনারদের সামনে কতটা অসহায় দেখাচ্ছে ভারতের টপ অর্ডারকে। তাই রবিবার প্রোটিয়াদের প্রথম একাদশে যদি বাড়তি স্পিনার থাকে, তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ভারতের বাঁ হাতি টপ-অর্ডারকে স্পিনের জাঁতাকলে ফেলতে খোদ অধিনায়ক মার্করামের সঙ্গে হাত ঘোরাতে প্রস্তুত জর্জ লিন্ডে এবং কেশব মহারাজ।

রবিবার মোতেরায় তাই শুধুই দুই সেরা দলের লড়াই নয়, লড়াই দুই ভাইয়ের মগজাস্ত্রেরও!

আমরা দুই ভাই নিজেদের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের মা কাকে সমর্থন করবেন, সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না!

-অ্যালবি মরকেল

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অক্ষরে আস্থা গাভাসকারের

অভিষেককে 'টিপস' ভাজ্জির

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গ্রুপ পর্ব শেষ।

আসল লড়াই শুরু এবার। ২২ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে শুরু শেষ আটের অভিযান। কঠিন টক্করের আগে গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশ্যে স্পেশাল টিপস সুনীল গাভাসকারের।

কিংবদন্তির পরামর্শ, দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে অর্শদীপ সিংয়ের জায়গায় স্পিন-অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলকে খেলাক ভারত। রবিবারের একাদশ নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'সুপার এইটে অক্ষর প্যাটেলকে প্রথম একাদশে ফেরানো উচিত। আমার বিশ্বাস, সেই রাস্তাতেই হাঁটবে ভারতীয় থিংকট্যাংক। এখন দেখার অর্শদীপ সিংয়ের জায়গাতে ফেরে কি না।'

পেস-স্পিনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে সেক্ষেত্রে। কারও কারও মতে, অক্ষরকে ফেরাতে হলে অর্শদীপ নয়, ওয়াশিংটন সুন্দরের ওপর কোপ পড়তে পারে। যদিও গাভাসকার এরসঙ্গে সহমত নন। বলেছেন, 'সুন্দর তার জায়গা ধরে রাখতে পারবে কিনা জানি না। তবে আমার মন বলছে, ও দলে থাকবে। আট নম্বরে ওর ব্যাটিং দক্ষতা গুরুত্ব পাবে। অর্শদীপের জায়গাতে ফিরবে অক্ষর।'

অর্শদীপের বদলে অক্ষরকে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে খেলাতে বলছেন সানি।

ভারতীয় দলের মাথাব্যথা আপাতত অভিষেক শর্মা। শূন্যের হ্যাটট্রিক, টি২০ বিশ্বকাপে ফর্ম হারিয়ে ফেলা চাপ বাড়াচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের। যদিও আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ১ নম্বর ব্যাটার অভিষেকের পাশে দাঁড়াচ্ছেন হরভজন সিং। বলেছেন, 'এই রকম ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় হাজারো জিনিস মাথায় ঘুরপাক খায়। অভিষেককে বলব, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখুক। কঠিন সময় ঠিক কেটে যাবে। আমি নিশ্চিত, খুব শীঘ্রই ওর ব্যাট কথা বলবে। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। অভিষেকের রানে ফেরার দিকে তাকিয়ে আছি।'

রানের ফেরা রাস্তাও বাতলে দিলেন ভাজ্জি। টেস্ট ক্রিকেটে একাধিক শতরানের মালিক প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'আরও একটা ছোট্ট পরামর্শ- মিড উইকেটের ওপর দিয়ে শট খেলা ছেড়ে সোজা ব্যাটে খেলার দিকে নজর দিক। শুরুতে ১-২ রান নিয়ে খেলুক। মাঝে দুই-একটা বড় শট পেয়ে গেলে ঠিক হারানো আত্মবিশ্বাস পেয়ে যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকাও অভিষেকের বিরুদ্ধে শুরুতে অফস্পিনার আনবে বলে আমার মনে হয়। তবে মন বলছে, তা কাজ করবে না। রানে ফিরবে অভিষেক।'

এই রকম ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় হাজারো জিনিস মাথায় ঘুরপাক খায়। অভিষেককে বলব, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখুক। কঠিন সময় ঠিক কেটে যাবে। আমি নিশ্চিত, খুব শীঘ্রই ওর ব্যাট কথা বলবে।

-হরভজন সিং

ইন্টারকে হারিয়ে অঘটন গ্লিমটের

অসলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলেছে নরওয়ের অখ্যাত ক্লাব বোডো/গ্লিমট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে গ্লিমট হারিয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে। এবার প্লে-অফের প্রথম লেগের খেলায় ইন্টার মিলানকে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। ম্যাচের ২০ মিনিটেই সন্দ্রে ব্রানস্টাড ফেটের গোলে এগিয়ে যায় নরওয়ের ক্লাবটি। ৩০ মিনিটে ইন্টারকে সমতায় ফেরান ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিটো। তবে ৬১ মিনিটে জেনস পিটার হগ ও ৬৪ মিনিটে ক্যাসপার হোয়েগের গোলে জয় নিশ্চিত করে গ্লিমট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের অপর ম্যাচে ক্লাব ব্রাগের সঙ্গে এগিয়ে থেকেও ৩-৩ গোলে ড্র করেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ম্যাচের প্রথমার্ধে হুলিয়ান আলভারেজ ও আদেমোলা লুকম্যানের গোলে এগিয়ে ছিলেন দিয়েগো সিমিওনের ছেলেরা। ব্রাগের হয়ে ৫১ মিনিটে রাফায়েল ওনিয়েডিকা ও ৬০ মিনিটে নিকোলো ট্রেসোল্ডি গোল শোধ করেন। ৭৯ মিনিটে জোয়েল ওর্ডোনেজের আত্মঘাতী গোলে ফের এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। তবে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ক্রিস্টোস জলিস ব্রাগকে সমতায় ফেরান।

এদিকে কারাবাগ এফকে-কে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। অ্যান্থনি গর্ডন একাই চারটি গোল করেছেন। সব গোলই প্রথমার্ধে। এর মধ্যে দুটি গোল করেছেন পেনাল্টি থেকে। নিউক্যাসলের বাকি দুই গোলস্কোরার মালিক থিয়াও ও জ্যাকব মারফি। কারাবাগের গোলটি এলভিন জাফারকুলিয়েভ। এই ম্যাচের পর চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৯ ম্যাচে ১০ গোল হয়ে গেল এই অ্যান্থনি গর্ডনের। তাঁর সামনে কেবল রয়েছে রিয়াল তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তিনি ১৩টি গোল করেছেন।

প্লে-অফের অপর ম্যাচে লেভারকুসেন ২-০ গোলে হারিয়েছে অলিম্পিয়াকোসকে। জোড়া গোল করেছেন প্যাট্রিক শিক।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফের ফলাফল

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

কারাবাগ এফকে ১-৬ নিউক্যাসল ইউনাইটেড
ক্লাব ব্রাগ ৩-৩ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
অলিম্পিয়াকোস ০-২ বেয়ার লেভারকুসেন
বোডো/গ্লিমট ৩-১ ইন্টার মিলান

চার গোল করে অ্যান্থনি গর্ডন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শুভেন্দু সাহা (গুবলু)** : সবার আশীর্বাদে জীবনে অনেক বড় হও। **বাবা- গৌতম সাহা, মা- ঊষা রায় সাহা, ঠাকুরদা- গোপাল সাহা, ঠাম্মা- মীনা সাহা, দাদা- সুরেশ রায়, দিদুন- কুসুম রায়, মামা- দিলীপ রায়, মামী- নীতা রায়, দিদি- পুষ্পা মণ্ডল, ভাই- রণিত রায়।** দেবীবাড়ি সুশীল দাস পল্লী, কোচবিহার।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **স্নেহা ও কিরণ** : আমাদের প্রিয় **কন্যা ও জামাইকে** প্রথম বিবাহবার্ষিকীর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।তোমাদের বন্ধন ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকুক। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের বিবাহিত জীবন সর্বদা সুখ, সমৃদ্ধি এবং আনন্দে পরিপূর্ণ থাকুক। **বাবা ও মা,** রায়বাড়ি, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি।

ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর

সাকিব-মাশরাফিকে ফেরানোর ইঙ্গিত

ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পদ্মাপাড়ে ফের পালাবদল।

ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরে ক্ষমতা আসা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জায়গায় ক্ষমতায় নির্বাচিত বিএনপি সরকার। আর এই পালাবদলে বদলাতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের রসায়নও। শপথগ্রহণের পরই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে সমস্যা মেটানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন সেদেশের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী।

ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হকের কথায়,

> **ক্রীড়া থেকে সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই আমরা। ডিপ্লোমেটিক সমস্যার কারণে এবার বিশ্বকাপ খেলতে পারিনি আমরা। যদি এই বিতর্কগুলি দ্রুত মিটিয়ে ফেলা যেত, তাহলে হয়তো আমরা খেলতাম।**
>
> -আমিনুল হক
> বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী

ভারত বৃহত্তম প্রতিবেশী। বাকি প্রতিবেশীদের মতো ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর জোর দিচ্ছেন। এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'শপথগ্রহণের পর সংসদ ভবনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। টি২০ বিশ্বকাপ ইস্যু নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। সদার্থক কথাবার্তা হয়েছে আমাদের মধ্যে। তাঁকে বলেছি, দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে নিতে চাই।' আইপিএল থেকে মুস্তাফিজুর রহমান ছাঁটাইয়ের পর ভারত বয়কটের ডাক দেয় বাংলাদেশ। শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই।

২০৩১-এ ভারতের সঙ্গে ওডিআই বিশ্বকাপের আয়োজক বাংলাদেশ। ফলে সম্পর্ক শোধরানো জরুরি। বাস্তবটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, 'ক্রীড়া থেকে সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই আমরা। ডিপ্লোমেটিক সমস্যার কারণে এবার বিশ্বকাপ খেলতে পারিনি আমরা। যদি এই বিতর্কগুলি দ্রুত মিটিয়ে ফেলা যেত, তাহলে হয়তো আমরা খেলতাম।'

জুলাই ছাত্র আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেটমহলে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তা শুধরে নেওয়ার ওপরও জোর দিচ্ছেন। পদক্ষেপ হিসেবে দেশছাড়া সাকিব আল হাসান, মাশরাফি মোর্তাজাকে দেশে ফেরানোর ইঙ্গিত। আওয়ামী লিগের সাংসদ হওয়ার ফলে জুলাই আন্দোলনকারীদের রোষের মুখে পড়েন দুইজনে। মাশরাফির গ্রামের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন দুইজনে।

সাকিবদের প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক বলেছেন, 'সাকিব ও মাশরাফিকে নিয়ে আমাদের (বিএনপি) সরকারের বিশেষ ভাবনা রয়েছে। এই বিতর্কে নমনীয়তা দেখানোর পক্ষে আমরা। ওদের বিরুদ্ধে যে কেস রয়েছে, সেটা সরকার দেখবে। আশা করি ঠিকঠাকভাবে সব মিটে যাবে এবং ওদের বাংলাদেশ ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফেরার রাস্তা মসৃণ হবে।'

আওয়ামী লিগের সাংসদ হওয়ার ফলে জুলাই আন্দোলনকারীদের রোষের মুখে পড়েছিলেন সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি মোর্তাজা।

ইতালিকে কুর্নিশ ইডেনের

কলকাতা তৈরি হচ্ছে সূর্য-হার্দিকদের জন্য

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কে বলে ওঁরা বাদ! বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মারা দিব্যি আছেন এই কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে।

ধর্মতলা থেকে রানি রাসমণি রোড কী পার্ক স্ট্রিট থেকে মেয়ো রোড হয়ে ইডেন গার্ডেন্সের দিকে যত এগোবেন ততই বিরাট-রোহিতদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। সে খেলা যতই ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইতালি হোক না কেন! সংখ্যায় বিরাট সামান্য এগিয়ে। এখনও একটা ম্যাচও ভারত খেলেনি ইডেনে। সূর্যকুমার যাদবের দল খেলবে সেই মার্চের এক তারিখে। সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সম্ভবত তার আগেই নিজেদের তৈরি রাখছেন কলকাতাবাসী। মজার ব্যাপার হল, সেই ম্যাচ খেলতে যে ক্রিকেটাররা আসবেন, তাঁদের মধ্যে খুব বেশি হলে চোখে পড়ছে হার্দিক পান্ডিয়ার নামধারী জার্সি। বাকিদের তেমন কদর নেই। তাই বিকিকিনি নিয়ে রাস্তায় বসা দোকানিরাও ওই দুইকেই হাতিয়ার করেছেন ব্যবসা বাড়ানোর জন্য।

এইসবের মধ্যেই নীল জার্সি পরা আর এক দলকে দেখা গেল রাস্তা পার হয়ে ইডেনে ঢোকার চেষ্টা করতে। জোসেফ পিন্নো কী মেরি রুয়ান্নাফিরা ক্রিকেট দেখা এবং কলা বেচার মতো ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। বিকানের, জয়সলমির, যোধপুর, জয়পুর ঘুরে কলকাতায় এসেছেন নিজের দেশের ক্রিকেট দেখবেন বলে। পরবর্তী গন্তব্য, গয়া ও বারাণসী। ওখানে বোধগয়া, সারনাথ এইসব দেখবেন। একদা মিলানের বাসিন্দা হলেও দূষণের জন্য এখন গ্রামের দিকে থাকা মেরি বললেন, 'আমাদের দেশে তো লোকে ফুটবলই দেখে কিন্তু আমরা কিছু বন্ধু ক্রিকেট দেখা শুরু করেছি। বেশ লাগছে দেখতে।' মনে হল, আগের দুটো বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন না করা ও এবারও ঝুলে থাকা ফুটবল-ভাগ্য হয়তো ক্রিকেটমুখী করছে ইতালীয়দের। মাঠেও ক্রিশান কালুগামাগে ফুটবলের স্টাইলে পা বাড়িয়ে বাউন্ডারি রুখে দেদার হাততালি কুড়োলেন। তাঁর উইকেট নিয়ে সেলিব্রেশনের স্টাইলটাও লওটারো মার্টিনেজের মতো। আজুরিদের নীল জার্সির জন্যই হোক কী বাঙালির ফুটবল ভক্তির কারণে, ইডেনে আসা দর্শকদের সিংহভাগ ইতালির অনবদ্য লড়াইকেই কুর্নিশ করে গেলেন গোটা ম্যাচজুড়ে।

উইকেট নেওয়ার সেলিব্রেশনে ইডেনের মন কেড়েছেন ক্রিশান কালুগামাগে।

এদিনও ম্যাচ হারার পরও তাঁদের জন্য দর্শকদের তরফ থেকে ছিল 'স্ট্যান্ডিং ওভেশন।' তেমনি ইতালীয় ক্রিকেটাররাও তারের ফেন্সিংয়ের আশপাশে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিয়ে গেলেন। নিশ্চিতভাবেই এক অন্যরকমের স্মৃতি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন হ্যারি জন মানেন্তিরা। সঙ্গে এক রাশ আশঙ্কাও। এরপর কী? হ্যারি বললেন, 'সত্যিই জানি না। এরপর কী! আমি ক্লাব ম্যাচে ফিরব। যে কোনও অ্যাসোসিয়েট দেশের ক্রিকেটারদের জন্যই পরিস্থিতিটা খুব কঠিন। যা একদিনে বদলে যাবে না। এই রকম একটা জায়গা থেকে এসে বিশ্বকাপের পরিবেশ একেবারেই অন্যরকম। বিশেষ করে ভারতের মতো একটা দেশে, যেখানে ক্রিকেটই ধর্ম।' ইতালি দলটার ক্রিকেটাররা এসেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে। এবারের টি২০ বিশ্বকাপে ইতালি অবাক করেছে বাকি দলগুলি ও দর্শকদের। হয়তো আর একটু অভিজ্ঞতা থাকলে পরবর্তী রাউন্ডেও দেখা যেত। বলছিলেন হ্যারি, 'ওয়েন ম্যাডসেন খেলতে পারলে হয়তো আরও একটু ভালো হত। অন্তত আরও দুটো ম্যাচ আমরা জিততে পারতাম। আজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।' বিশ্বকাপ শেষ, এবার শুধু ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর তেমন কিছু করার নেই হ্যারিদের।

তাঁরা কতটুকু এগোবেন তা সময়ই বলবে। তবে এদিন থেকেই ইডেন তৈরি হতে শুরু করল ভারতীয় দলকে ১ মার্চ সুপার এইটের জন্য স্বাগত জানাতে।

প্রথম দিনেই নজর কাড়লেন অ্যান্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন দলের নতুন বিদেশি ফুটবলার অ্যান্টন সোজবার্গ। প্রথম দিনেই নজর কাড়লেন লাল-হলুদের ড্যানিশ স্ট্রাইকার। প্রথম টাচ, টার্নিং বেশ ভালো। তবে ক্লান্ত মনে হল তাঁকে। হতে পারে তা দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তি থেকে। তবে সোজবার্গকে নিয়ে চিন্তা একটা জায়গাতেই। শীতপ্রধান দেশ ডেনমার্ক। সেখান থেকে এসে কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের দেশের এই ফুটবলার। বিশেষত এপ্রিল, মে মাসের গরমে।

অতীতেও এই ধরনের পরিবেশে কম খেলেছেন লাল-হলুদের নতুন স্ট্রাইকার। তবে তিনি যদি মানিয়ে নিতে পারেন তাহলে অস্কার ব্রুজোঁর চিন্তা অনেকটাই কমে যাবে। প্রথম ম্যাচে ইউসেফ এজেজ্জারির পারফরমেন্স দেখে আশায় বুক বাঁধছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এবার সোজবার্গও যদি অল্প সময় তৈরি হয়ে যান সেক্ষেত্রে ইউসেফের বিকল্প নিয়েও আর ভাবতে হবে না ব্রুজোঁকে। যদিও শনিবার স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে সোজবার্গকে খেলানো হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। শুক্রবার অনুশীলনে তাঁকে দেখে পরিকল্পনা করবেন অস্কার। ওই ম্যাচে সোজবার্গকে শেষ দিকে মাঠে নামিয়ে দেখে নিতে পারেন তিনি। পরিকল্পনায় বড় রদবদল না হলে, প্রথম একাদশ বদলাবেন না অস্কার। এখন আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ মহম্মদ রাকিপ। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গেই অনুশীলন করতে দেখা গেল তাকে। তবে তারও দিল্লি ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এদিন ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে এসেছিলেন নাওরেম মহেশ সিংও। তিনিও চোট সারিয়ে দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন।

হরমনপ্রীতের বিশ্বরেকর্ড

ক্যানবেরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০-তে লড়াই করেও হার হরমনপ্রীত কাউরের ভারতের। সিরিজে সমতা ফেরাল অস্ট্রেলিয়া মহিলা দল।

তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচ জিতেছিল ভারত। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমে ৫ উইকেট খুইয়ে ১৬৩ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ইনিংসের শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের চাপে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। ওপেনিং জুটিতে ইনিংসের ভিত গড়ে দেন জর্জিয়া ভল (৫৭ বলে ৮৮) ও বেথ মুনি (৪৬)।

রান তাড়ায় নেমে ভারতও শুরুটা খারাপ করেনি। স্মৃতি মান্ধানা (৩১) ও শেফালি ভার্মা (২৯) প্রথম উইকেট জুটিতে ৫৭ রান করেন। তবে মাঝের

সমতায় অজিরা

ওভারে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। এর মধ্যে অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৩৬) ছাড়া কেউ কুড়ি রানের গণ্ডিও টপকাতে পারেনি। রিচা ঘোষ আউট হয়েছেন ১৯ রানে। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে ভারতীয় মহিলা দল।

এদিনই আবার মহিলা ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন হরমনপ্রীত। ভারতের জার্সিতে মোট ৩৫৬টি ম্যাচ খেলে ফেললেন তিনি।

অলিম্পিক অংশগ্রহণ ঘিরে প্রশ্ন

মার্শ-হেডরা অস্ট্রেলিয়া ফিরলেই তদন্তের মুখে

সিডনি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : খেতাবের অন্যতম দাবিদার থেকে গ্রুপ পর্বেই বিদায়! অস্ট্রেলিয়ার যে পারফরমেন্স চমকে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বকে। তৃতীয় খেতাবের লক্ষ্যে খেলতে নামা দলের যে হার মেনে নিতে পারছেন ক্রিকেটপাগল অজিরাও।

চোটআঘাতের সমস্যা থাকলেও জিম্বাবোয়ে, শ্রীলঙ্কার কাছে হারের কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও হাত গুটিয়ে বসে নেই। বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে অন্তর্তদন্তের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য টনি ডোডেমেইড। জানান, দল দেশে ফিরলেই মিচেল মার্শ, ট্রাভিস হেডদের সঙ্গে তাঁরা বসবেন।

২০০৯-এর পর গ্রুপ লিগ থেকে বিদায়ের প্রসঙ্গে ডোডেমেইড বলেছেন, 'হতাশাজনক ফলাফল। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবে। শুক্রবার আরও একটা ম্যাচ রয়েছে ওমানের বিরুদ্ধে। তারপরই বিশ্বকাপের পারফরমেন্স খতিয়ে দেখব আমরা।'

২০২৮ টি২০ বিশ্বকাপের আসর বসছে অস্ট্রেলিয়ায় (সহ আয়োজক নিউজিল্যান্ড)। এখন থেকে যার রূপরেখা তৈরির ওপর জোর দিচ্ছেন। ডোডেমেইড বলেছেন, 'আমরা প্রতিটি বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্য নিয়ে নামি। কিন্তু সবসময় সবকিছু ঠিকঠাক হয় না। পরের বিশ্বকাপ ঘরের মাঠে। চাইব যা কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছোতে। আপাতত চাই, ওমানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ভালোভাবে এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করুক দল।'

চোট-ধাক্কায় বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডরা সম্ভবত ফিরছেন আইপিএলে। নির্বাচক কমিটির সদস্য ডোডেমেইডের আরও মন্তব্য, 'বিশ্বকাপের পর আইপিএল রয়েছে। তার আগে দুইজনে ফিট হয়ে যাবে। আইপিএলেই সম্ভবত ফিরবে। বিশ্বকাপ খেলতে না পারাটা দল ও ওদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আসলে চোটআঘাতের ওপর কারও হাত থাকে না। কখন ঘটবে বলা মুশকিল।'

এদিকে, টি২০ বিশ্বকাপে ভরাডুবিতে ২০২৮ অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার খেলা নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে। ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি হিসেবে অজিরা মরিয়া প্রথম আসরকে সোনায় মুড়ে রাখতে। যদিও অংশগ্রহণ করা নিয়ে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ।

২০২৮ অলিম্পিকে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে মোট ৬টি করে দেশ অংশগ্রহণ করবে। র‍্যাংকিং অনুযায়ী আইসিসি-র প্রতিটি জোন থেকে একটি করে দলের যোগ্যতা অর্জনের কথা। সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার জোন থেকে অলিম্পিক খেলার প্রবল দাবিদার বিশ্বকাপের সুপার এইটে পা রাখা নিউজিল্যান্ড। মিচেল স্যান্টনাররা যদি সেমিফাইনাল বা তারও আগে পৌঁছে যান, তাহলে সরাসরি যোগ্যতার ক্ষেত্রে অজিদের টেক্কা দেবেন।

আইসিসি বা অলিম্পিক কমিটির তরফে এখনও যোগ্যতা প্রক্রিয়া নিয়ে চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি। তবে অন্দরমহলের খবর, সরাসরি ছাড়পত্র না মিললেও দ্বিতীয় রাস্তা খোলা থাকবে অজিদের জন্য। সেক্ষেত্রে র‍্যাংকিং অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের নিয়ে হওয়া যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলে অলিম্পিক টিকিট পেতে হবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশকে।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওমান
সন্ধ্যা ৭টা, পাল্লেকেলে

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

গ্রুপে অপরাজিত থেকে সুপার এইটে হোপরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বেশ কিছুক্ষণ হল খেলা শেষ হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বেশিরভাগ ক্রিকেটার সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন। দর্শকরা গুটিগুটি পায়ে বাড়ির পথে। কিন্তু তখনও মাঠে ইতালির খেলোয়াড়রা। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার স্বাদ। এবার দেশে ফেরার পালা। সেই আবেগটাই ধরা পড়ছিল।

দল বেঁধে ছবি, সমর্থনের জন্য দর্শকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের সঙ্গে পতাকা-জার্সি বিনিময়, ড্যারেন স্যামির ক্লাসে ছাত্র হওয়া— নীল জার্সিধারীদের ঘিরে নানান ছবির কোলাজ। এদিন 'সেরাটা' দিতে না পারলেও প্রথম বিশ্বকাপে ছাপ রেখে যাওয়ার কৃতিত্ব আজুরিদের দিতে হবে। অধিনায়ক হ্যারি মানেন্তির মুখে সেই সুর। আজুরিদের বিদায়ি মঞ্চ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সেখানে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নটাকে আরও উসকে নেওয়া। অভিযান শুরুর আগে ইডেনে বসেই হেডকোচ ড্যারেন স্যামি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, লক্ষ্য ২০১৬-র ইতিহাস (টি২০ বিশ্বকাপ জয়) ফেরানো। সেদিনও তাঁদের হিসেবের মধ্যে কেউ ধরেনি। এবার না ধরলেও সমস্যা নেই। নিজের দল নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

আত্মবিশ্বাসের ঝলক গ্রুপ লিগে অপরাজিত থেকে সুপার এইটে পা রাখা। জয়ের হ্যাটট্রিকে শেষ আটের টিকিট আগেই নিশ্চিত হয়ে যায়। আজ ছিল পরের পর্বের ড্রেস রিহার্সাল সেরে নেওয়া। ইতালির বিরুদ্ধে যা অটুট। লক্ষ্মীবারের ইডেন গার্ডেন্সে একেবারে চ্যাম্পিয়ন মেজাজেই পাওয়া গেল 'আনপ্রেডিক্টেবল' ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সুপার এইট অভিযান শুরু করবে শাই হোপের দল। প্রতিপক্ষ চমক দেখিয়ে শেষ আটে পা রেখেছে জিম্বাবোয়ে। ২৬-এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আহমেদাবাদে খেলে ফের 'সিটি অফ জয়ে' ফেরত। যেখানে হোপদের প্রতিপক্ষ ভারত। আর স্যামি ইতিমধ্যেই বলে রেখেছেন, বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম শর্ত ভারতকে হারানো।

২০১৬-তে ইডেনেই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক স্যামির চোখ সেদিকেই। আজ টসে জিতে ইতালি ফিল্ডিং নেয়। প্রতিপক্ষের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং টপ অর্ডারে নড়বড়ে ব্যাটিংয়ে সেভাবে জমেনি ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং। কিন্তু কেউ না কেউ দলকে বৈতরণি পার করে দেওয়ার ছবিটা এদিনও বহাল। আজ দায়িত্ব সামলালেন অধিনায়ক হোপ ৪৬ বলে ৭৫ রানের ইনিংসে।

সতীর্থ ব্যাটারদের ব্যর্থতা কার্যত একাই ঢেকে দিলেন। ইতালির নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং প্রশংসনীয় ফিল্ডিং, ক্যাচিংয়ে ফাঁদে আটকে যান ব্র্যান্ডন কিং (৪), শিমরন হেটমেয়ার (১), রোস্টন চেজ (২৪), রোভম্যান পাওয়েলরা (১)। শেষপর্যন্ত হোপের কাঁধে চেপে ১৬৫/৬-তে পৌঁছে যাওয়া।

জবাবে ইতালি ১৮ ওভারে ১২৩ রানে গুটিয়ে যায়। গত তিন ম্যাচ, বিশেষত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াইয়ের ঝাঁঝটা এদিন উধাও আজুরিদের পারফরমেন্সে। কিছুটা মন্থর হয়ে আসা ইডেনের বাইশ গজে ক্যারিবিয়ান পেস-স্পিনের জাঁতাকলে আটকে যায় পাওলো মালদিনির দেশ। সর্বোচ্চ বেন মেনান্তির ২৬।

সামার জোসেফ (৩০/৪), ম্যাথু ফোর্ড (১৯/৩), গুডাকেশ মোতিদের (২৪/২), সামনে আগাগোড়া হাঁসফাঁস হাল। সাত-সাতজন ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থতা। বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইন আপ, বোলিংয়ে স্পিন-পেসের ককটেল, বাকি দলগুলির জন্য ফের বার্তা দিয়ে রাখল ক্লাইভ লয়েড, ভিভিয়ান রিচার্ডসদের উত্তরসূরিরা।

ম্যাচ শেষে অধিনায়ক শাই হোপ বলেছেন, 'ওদের বিরুদ্ধে প্রথমবার খেললাম। ওরা ভালো বলও করল। রান করাটা সহজ হচ্ছিল না। দলের সাফল্যে সবসময় অবদান রাখতে চাই। ভালো লাগছে তা করতে পেরে।' তবে কাজ শেষ হয়নি। আসল লড়াইটা শুরু সুপার এইট থেকে।

তিন উইকেট নিয়ে ম্যাথু ফোর্ড। বৃহস্পতিবার।

মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে মরকেলদের গৃহযুদ্ধ

- খবর এগারোর পাতায়

সন্ধান চাই

উপরে ছবির ছেলেটি গত 12.01.26 থেকে নিখোঁজ।
কথা বলতে পারে না।
নাম- **সমীর চিকবরাইক**।
পরনে ছিল নীল প্যান্ট, নীল শার্ট।
কেউ পেলে যোগাযোগ করুন-
M-8653381223

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

প্রশান্ত চন্দ (সামু)

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সোমবার আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব **প্রশান্ত চন্দ (সামু)** বৈকাল ৩ ঘটিকায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অনুষ্ঠিত হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠান আগামী ২৩.০২.২০২৬ সোমবার।

উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর সকল আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী এবং শ্মশানবন্ধু উপস্থিত থাকিয়া আমাদের পিতৃদায় হইতে উদ্ধার করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রাদ্ধবাসর
সাহারা লজ, ভক্তিনগর, ওয়ার্ড নং ৩৫, শিলিগুড়ি পৌরনিগম, এনজেপি, জলপাইগুড়ি

বিনীত ভাগ্যহীন
শ্রী শুভম চন্দ (পুত্র)
শ্রী শীর্ষম চন্দ (পুত্র)

স্ট্রাইকার সমস্যা নিয়ে আজ নামছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দলে মিডফিল্ডার, ডিফেন্ডারদের ছড়াছড়ি। কিন্তু ভালো স্ট্রাইকারের অভাব। গোল করার লোক না থাকাটা এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে চিন্তায় ফেলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুকে।

প্রথম ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে হারলেও দুরন্ত লড়াই উপহার দিয়েছিল সাদা-কালো শিবির। আসলে মেহরাজের দলে লড়াইয়ের মানসিকতা থাকলেও প্রয়োজনীয় রসদ নেই। একে তো সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে খেলছে। তার ওপর গোল করার লোক না থাকলে ম্যাচ জেতা তো দূর অস্ত, ড্র করাও কঠিন হয়ে যাবে।

তবে হাল ছাড়ছেন না মেহরাজ। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'দলে ভালো স্ট্রাইকার নেই। আমরা সুযোগ তৈরি করলেও গোল করতে পারিনি। তবে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে এই নিয়ে প্রচুর কাজ করেছি। এফসি গোয়া খুব ভালো দল। তবে আমার ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিতে তৈরি।' এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে একাদশে কয়েকটি পরিবর্তন হতে পারে। গোলের খরা কাটাতে অ্যাডিসন সিংয়ের সঙ্গে ইসরাফিল দেওয়ানকে খেলানোর ভাবনা রয়েছে মেহরাজের। এছাড়া পরিবর্ত হিসেবে ফারদিন আলি মোল্লাকে তৈরি রাখছেন তিনি।

উলটোদিকে বিদেশি না থাকলেও মহমেডান নিয়ে বাড়তি সতর্ক এফসি গোয়া। কোচ মানোলো মার্কুয়েজের কথায়, 'বিদেশি না থাকলেও মহমেডানের ওপরে কোনও বাড়তি চাপ নেই। ফলে ওরা খোলা মনে খেলছে। ম্যাচটা সহজ হবে না।'

আইএসএলে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম **এফসি গোয়া**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপে

প্রাক্তন রেফারি বরুণ প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বরুণ ভদ্র বুধবার প্রয়াত হয়েছেন। ৬৫ বছর বয়সে তিনি শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে মারা যান। দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বরুণের স্ত্রী ও এক মেয়ে বর্তমান। তিনি রেফারিংও করেছেন। দেশবন্ধুর প্রতিনিধি অনুপ বসু বলেছেন, 'দীর্ঘদিন বরুণ ভদ্র আমাদের ক্লাবের ফুটবল দলের সঙ্গে কাজ করেছেন। আজ তাঁর মরদেহ ক্লাবে পৌঁছালে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। খুব তাড়াতাড়ি তাঁর স্মরণসভা আমরা আয়োজন করব।' দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পাল চৌধুরী বলেছেন, 'বরুণ ভদ্রের মরদেহ ক্লাবে পৌঁছালে সদস্যরা ফুল দিয়ে শেষবিদায় জানিয়েছেন। অর্ধনমিত রাখা হয়েছে ক্লাবের পতাকা।'

দুর্ঘটনার কবলে ওজিল

কক্সবাজার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করে ফেরার পথে জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী ফুটবল তারকা মেসুট ওজিলের কনভয়ের একটি গাড়ির সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। ওজিলের সঙ্গে ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্টের ছেলে বিলাল এরদোগান। জানা গিয়েছে, ভিআইপি প্রোটোকল ভেঙে হঠাৎ একটি অটোরিকশা ঢুকে পড়লে সংঘর্ষ হয়।

জয় পেল মুম্বই সিটি

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। বৃহস্পতিবার তারা প্রীতম কোটালের আত্মঘাতী গোলে ১-০ ফলে হারিয়েছে চেন্নাইয়ান এফসি-কে। রবিবার মুম্বই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে।

অনুব্রতর গোলে

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এআইএফএফ সাব-জুনিয়ার লিগে মোহনবাগান ১-০ গোলে হারিয়েছে ভবানীপুরকে। একমাত্র গোলটি অনুব্রত দাস বাউলের। ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগানের খুদেরা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা মুনেশ্বর সিং - কে 25.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 76G 63223 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষকে কোটিপতি করে জীবনের পথ বদলে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ডিয়ার লটারির প্রশংসা করা যথেষ্ট হবে না কারণ কোনওভাবেই কোটি টাকা আয় করা কারও পক্ষে সহজ কাজ নয়। ডিয়ার লটারির প্রতি শুভেচ্ছা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।